হিন্দু দর্পণ

পাক্ষিক সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা।

নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র

এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ আনা।

১ম খণ্ড	১৫ই চৈত্র রবিবার ১২৮১	১ম সংখ্যা

পত্র-সূচনা।

অধুনা বঙ্গে সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্রিকার অভাব নাই, কিপ্রাত্যহিক কি সাপ্তাহিক কি পাক্ষিক কি মাসিক সকল প্রকারই পত্রিকা বঙ্গীয় সমাজ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। যে কোন ব্যক্তি একখানি পত্রিকা বাহির করিতে ইচ্ছা করুন না কেন, তিনি প্রথমেই পাঠকদিগের সহিত আপনাকে পরিচিত করিবার নিমিত্ত একটী পত্র-সূচনা করিয়া থাকেন, আমরাও সেইরূপ পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথানুসারে পাঠকদিগের সহিত আলাপ করিতেছি, কিন্তু আলাপ করিতে ভয় হইতেছে, পাছে পতঙ্গসম ক্ষণকাল দীপালোকে ক্রীড়া করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করিতে হয়। কেননা বঙ্গে এরূপ পত্র রাশি রাশি জন্মিয়াছিল, কয়েক দিন খেলা করিয়াই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে কারণ আমরা কেনই বা নিরুৎসাহী হইব ? কেনই বা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য-সাধন না করিব? যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বল থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য-সাধন করিতে

ক্রটি করিব না। যদ্যপি দুরদৃষ্ট বশতঃ অদৃষ্ট মন্দ হয়, যাহাতে ভাল হইতে পারে চেষ্টা করিব, নানাপ্রকার সুকৌশল অবলম্বন করিব, তাহাতেও যদ্যপি বিফল হই,—কি করিব, সাধ্যমত চেষ্টা [illegible] পারিলাম না। ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি করা যাইতে পারে?

পত্রের নাম "হিন্দু-দর্পণ" রহিল। ইহাতে ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশিত রহিয়াছে। আমরা হিন্দু সন্তানদিগের সমুদয় ছবিই এই দর্পণের সাহায্যে দেখিব। অধিকন্তু আমাদিগের সমুদয় দৃশ্য পক্ষপাত বিরুদ্ধ [illegible] একান্ত বাসনা, যে সর্ব্ব প্রকার ছবি ইহাতে প্রতিফলিত করিব, [illegible] ইহাতে আমরা কতদূর কৃত কার্য্য হই, তাহা বলিতে পারি না। অপিচ, আমরা ইহাতে কাহাকেও লক্ষ্য করিতে চাহি না, কেবল মাত্র হিন্দুদিগের সাধারণ আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি সম্বন্ধীয় বিষয় গুলির দোষ গুণ কখন কখন আলোচনা করিব। দোষ দেখিলে বলিতে কুণ্ঠিত হইব না, এবং গুণ দেখিলে বলিতেও বিরত হইব না।

ইদানীং অনেকানেক ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মা বসিয়া কি করেন, গৃহেও মন নিবিষ্ট হয়, এমন কোন কাজ নাই, তিনি গৌরবের আশায় সম্পাদক হইব বলিয়া একখানি কাগজ বাহির করিলেন, মুদ্রাযন্ত্রের ও অপ্রতুল নাই যে তাঁহাদিগের মনোগত ভাবের প্রতিবন্ধক হইবে, সুতরাং যেমন তেমন একখানি প্রকাশ করিয়া নিজে সম্পাদক বলিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে পরিচিত হইলেন। এরূপ পত্র হইতে যে বঙ্গ-ভাষার উন্নতি হইবে, বঙ্গভাষা বহুবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা হইবে, ইহা আকাশ কুসুমের ন্যায় অসম্ভব; বরং ইহাতে বঙ্গভাষার অবনতি হইতে পারে। তবে কি আমরা এই দুঃসহ ব্রতপালন করিতে পারিব? ইহার উত্তর এই পর্য্যন্ত দিতে পারি যে আমরা যশ অথবা অর্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত ইহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই, যাহাতে পাঠক-

দিগের মনে আমোদ প্রদান করিতে পারি, যাহাতে বঙ্গভাষার কথঞ্চিৎ উন্নতি-সাধন করিতে পারি, আমরা সেই চেষ্টায় সততই রত থাকিব। ইহাতে অনেকে আমাদিগকে বিদ্রূপ করিতে পারেন যে," বঙ্গদর্শন, আর্য্য-দর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পত্রিকা বর্ত্তমান থাকিতে ইহা দ্বারা কি উন্নতি সাধিত হইতে পারে? তাঁহা-দিগের নিকট আমরা নিরুত্তর, আরও এই সামান্য পত্রিকার জন্য তাঁহাদিগের সহিত বাদানুবাদ করিতে ইচ্ছা করি না।

উপসংহার কালে জগৎপিতা জগদীশ্বরের নিকট "হিন্দুদর্পণের" দীর্ঘ-জীবন ভিক্ষা করিয়া পাঠকদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, যেমন তাঁহাদিগের পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত আম সাধ্যা-নুসারে চেষ্টা করিতেছি, তেমনি তাঁহারাও কৃপাবারি সিঞ্চন করিয়া এই নবরোপিতা লতিকাটীর মূলদেশ সুদৃঢ় করিয়া আমাদিগকে যেন চিরবাধিত রাখেন।

—০◌০—

বসন্তে কোকিল।

১

কে তুমি হে পাখি বসি শাখা'পরে—
জনতাবিহীন নিকুঞ্জ কাননে?
কি আছে মানস তোমার অন্তরে—
ঢালি সুধাধারা সবার শ্রবণে?

২

ছিলে পাখি তুমি কোথা এতদিন,
কি বারতা লয়ে আসিয়াছ হেথা,

আসিবে কি পুন সেই একদিন
ঘুচিবে যে দিন ভারতের ব্যথা ?

৩

বলনাহে পাখি বলনা আমায়,
শ্রবণ জুড়াক, করিয়া শ্রবণ,
ভারতের ব্যথা মর্ম্মভেদি হায় ! !
সেভাব হবে কি কভু উন্মোচন ?

৪

না তুমি এসেছ জানাতে সবারে
"ঋতুরাজ এবে আসিছে ধরায়
পুলকে সকলে সুখের আগারে
দিবারাতি যাপ, ঋতুরাজ যায়।"

৫

এভাব যদ্যপি তোমার অন্তরে
যথা ইচ্ছা যাও, এভূমি ত্যজিয়া,
তুষিবে না মন মধুর সুস্বরে,
বিমুগ্ধ হবে না, ভারতের হিয়া।

৬

শোচনীয় দশা ইথে ভারতের,
সবাই সুখেচ্ছু, তোমার কুহকে,
ভারত-দুর্দ্দশা হইয়াছে ঢের,
শেল বিদ্ধ এবে ভারতের বুকে।

৭

ভারত-অঙ্গনা চাহেনা তোমারে
কাটায়েছে কাল যে সুখ ভুঞ্জিয়া,

অধীনতা পাশে ভারত মাতারে
যে সুখেতে মজি, রেখেছে বাঁধিয়া।

৮

চাহিনা শুনিতে সুস্বর তোমার,
বিধবা হৃদয় দগধ যাহায়,
মজেছে ভারত সম্পাতে যাহার,
দূরে যাও পাখি, চাহিনা তোমায়।

৯

যে দেশের লোক সদা সুখে রয়,
চিন্তানল যার না পশে অন্তরে,
মাতৃ ভূমি যার সর্ব্ব সুখ ময়,
তোষগে তাহারে সুমধুর স্বরে।

১০

থাকে যদি আশ বঙ্গ তুষিবারে,
বীর-বাক্যে তোষ ভারত সন্তানে,
অমিয় বচনে ভারত উদ্ধারে,
এবে থাক রত অভয় প্রদানে।

১১

"ভারত অধীন সবাই স্বাধীন"
ভারতের দশা চারি দিকে গাও।
"ভারত-সন্তান বলবীর্য্য হীন"
যথায় থাকিবে তথায় জানাও।

উদয় সিংহ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজ নিকেতনে।

তামসী রজনী!—ঘন ঘটায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন।—আকাশে একটী তারকাও দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল এক এক বার জীমূতের গড় গড়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বিদ্যুল্লতা এক এক বার বদনাবগুণ্ঠন পরিহারানন্তর নবীনা যুবতীর ন্যায় ঈষদ্ধাস্য বিকাশ করিয়া পুনরায় স্বীয় মুখদেশ আবৃত করিতেছে, অনিল আর মন্দ মন্দ গতিতে একদিকে বহিতেছে না, এক্ষণে উন্মত্তের ন্যায় দিগ্‌বিদিগ্‌ শূন্য হইয়া উচ্ছৃঙ্খল রূপে প্রবাহিত হইতেছে। রজনী ক্রমশঃই ঘোরা তিমির বসনে আবৃতা; পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে ও পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। চিতোর নগরও এক্ষণে নিস্তব্ধ; যে নগরে ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নগর বাসিদিগের কোলাহলে কর্ণপাত করা যাইত না, এক্ষণে সেই নগরের এতদূর বিভিন্ন অবস্থা। পথে আর জন প্রাণীর ও গমনাগমন নাই, নগর বাসিদিগের গৃহে আর কোন কলরব শুনা যায় না। যেন ধরিত্রী মলিন বেশ পরিধান করিয়া নিস্তব্ধালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়াছেন। কোথাও বা ধূর্ত্ত শৃগালগণ অপরের সঞ্চিত শিকার অলক্ষিত ভাবে লইয়া দ্রুত-বেগে পলায়ন করিতেছে; কোথাও বা কুকুরেরা নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি বলিয়া ঘেউ ঘেউ স্বরে থাকিয়া থাকিয়া চারিদিকে ডাকিয়া বেড়াইতেছে। হিংস্র জন্তুগণ এক্ষণে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই দেখিয়া একাধিপত্যের ন্যায় সাহঙ্কারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমন করিতেছে। সুতরাং পৃথিবীর নিস্তব্ধতা ও ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে।

দুষ্কর্ম্মান্বিত দুরাচারেরা দিবসকে বিষময় জ্ঞান করিয়া যে তমোময়ী বিভাবরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিল, তাঁহারাও এক্ষণে বাহির

হইয়া সপুলকে নির্ভয়ে আপন আপন দুষ্টাভিসন্ধি সফলীকৃত করিতেছে। ব্যাভিচারিণীরা নিজ নিজ উপপতি সম্মিলনে সোৎসুকে আলেয়া রূপী হইয়া যথেচ্ছা গমন করিতেছে। কোথাও বা কোন দুশ্চরিত্র লম্পট কোন কুলকামিনীর কুলাবগুণ্ঠন সবলে উন্মোচন করিতে যাইতেছে। কোথাও বা কোন কামিনী সপত্নী পীড়নে স্বীয় জীবনকে ধিক্কার প্রদান করিয়া উদ্বন্ধনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যুক্তা হইতেছে। কোথাও বা ভ্রূণহত্যা স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম ঘটিতেছে, চুরি ডাকাতি প্রভৃতির তো কথাই নাই; যেন দুষ্কর্ম্ম অরাজক রাজ্য পাইয়া স্বেচ্ছিত কর্ম্ম সমুদায় সম্পাদন করিতে বিরত হইতেছে না। উষা সমাগতা হইলে যে কি দুর্ঘটনা ঘটিবে,তাহা একবার ও মনমধ্যে ভাবিতেছে না। অয়ি তমোময়ি নিশে! তুমি কি যথার্থই কাল স্বরূপা; যে কারণ তোমার অন্তরে এই মর্ম্মভেদিকর কালকূট রহিতেছে,তুমি এই সমুদয় কলুষিত ক্রিয়াবলী নিজ অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, জাননা, জীব জন্তু সকলেই নিদ্রাকালীন তোমার করে স্ব স্ব জীবন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিতেছে, প্রভাতে তাহাদিগকে কি বলিয়া বঞ্চিত করিবে এবং কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিবে? পাপীয়সি! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। ঐ শুন—কি রোদন ধ্বনি। হায়! এই গভীর নিশীথে সর্ব্বসুখময় চিতোর রাজ-ভবন হইতে কেন এরূপ হৃদয়-বিদারক ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহা তুমিই জান। কলরব কামিনী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত; আহা, পুরমহিলাচয় বাতাভিহতা কদলীর ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইয়া কত প্রকারে বিনাইয়া ক্রন্দন করিতেছে, পরিধেয় বসন আর যথা স্থানে বিন্যাসিত নাই, যে অঙ্গনাগণ প্রাণান্তে কখনই শিরোবস্ত্র উন্মুক্ত করেন না, এক্ষণে তাঁহাদিগকে অর্দ্ধাবৃতা দেখা যাইতেছে, যে স্ত্রীলোক পর পুরুষের আগমন শব্দ শুনিলে সলজ্জিতা ভাবে বদন অব-

গুণ্ঠনাবৃত করেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের সেই লজ্জা কোথায় গিয়াছে কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাই, পরিধেয় ভূষণ গুলি বারম্বার ভূমি ঘর্ষণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কামিনীগণের শিরোভূষণ প্রিয়-কবরী তাহাও আলুলায়িত হইয়া ধুলায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, হায়! তাঁহাদিগের আর জ্ঞান নাই, স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ লজ্জাও নাই তাঁহারা চতুর্দিক তমসাচ্ছন্ন দেখিতেছেন,দুঃখানলে তাঁহাদিগের হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে, যে অমৃত-বর্ষী অধর হইতে কেবলই সুধালিপ্ত বচন বিনির্গত হইত এক্ষণে তাহা হইতে "হায়! কি হইল" "হায়! কি হইল" এই শোক সূচক ধ্বনি শুনা যাইতেছে।

প্রকোষ্ঠে এমন কোলাহল, যে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের কথা বার্ত্তা কিছু-মাত্র শুনা যাইতেছে না। পাঠক! চল—অপর প্রকোষ্ঠে কি কথোপ-কথন চলিতেছে,—শুনিগে—[illegible] না কেন? যদ্যপি ভয় পাইয়া আসিতে অগ্রসর না হও [illegible]—আমরা অন্তরালে দাড়াইয়া সমু-দয় শুনিগে, ঐ শুন,—কে এক রমণী অস্ফুট স্বরে কি বলিল, কিন্তু কিছুই [illegible] গেল না, আবার কি বলিতেছে। রমণী ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া শঙ্কিতা হরিণীর ন্যায় চারিদিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অত্যল্প উচ্চৈঃস্বরে বলিল।

'এক হত্যার দ্বারা আর এক——

এই বলিয়া নিস্তব্ধ; রমণীর আর বাক্য সরিল না, সুতরাং মনের ভাব অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিল; কেবল মাত্র রমণী চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান পুরুষটীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা ১০নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট সত্যযন্ত্র হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং শোভাবাজার প্রেস ষ্ট্রীট ৩৭নং বাটী শ্রীষোড়শীচরণ মিত্রকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হিন্দু দর্পণ

পাক্ষিক সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা।

নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র

এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ আনা।

১ম খণ্ড } ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার ১২৮২ { ২য় সংখ্যা

উদয় সিংহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ক্ষণেক পরে পুরুষটী গৃহ হইতে বহির্গত হইল. কিন্তু কামিনীর-সহিত তাহার কোন কথোপকথন চলিল না। তবে কি পুরুষটী অপরিচিত? তা কেমন করে বলা যায়, যে হেতু এত রাত্রিতে ইহাকে গৃহের ভিতর থাকিতে দেখিয়াও রমণী কিছুই বলিল না, একে পরিচ্ছদাদি কুৎসিত, তাহাতে আবার মস্তকে ঝুড়ি,এ দেখিয়াও রমণী ইহার উপর কিছুই সন্দেহ করিল না। তবে কি রমণী দ্বিচারিণী? তা হলেও হতে পারে, যে হেতু কাহার মনের গতি কিরূপ, তন্নিরূপণ করা সুকঠিন, যে ব্যক্তিকে বাহ্যিক সাধু বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহারও মনের ভিতর কত কত দুষ্প্রবৃত্তি আছে, সুতরাং পৃথিবীতে লোক চেনা ভার; এই রমণীকে এক্ষণে সাধ্বী বলিয়া যেরূপ বাহ্যিক প্রতীত হই-

তেছে, হয়তঃ উহার মনের ভিতর কত কুপ্রবৃত্তি প্রবলা রহিয়াছে। পৃথিবীতে মনুষ্যের অন্তরের ভাব গতি পরিজ্ঞাত হওয়া সুকঠিন ব্যাপার। পাঠক! উতলা হবার প্রয়োজন নাই, আমার সহিত এস, ক্রমে ক্রমে সমুদয় বিবরণ অবগত হইতে পারিবে।

প্রায় দশ মিনিট অতীত হইল, এমন সময়ে এক যুবক সুশাণিত তরবারি হস্তে করিয়া সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। যুবককে দেখিয়াই বোধ হইল যে তিনি একজন উগ্র, অহঙ্কারী ও ঘাতক্। ঐ একাকিনী রমণী তাঁহাকে হঠাৎ এই ভয়ানক বেশে আসিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, একদৃষ্টে চাহিয়া স্বীয় বদনে কত ভয়ের চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। কখন কখনও রমণীর বিশাল নয়ন যুগল হইতে দর দর ধারায় অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া ধরা সিক্ত করিতে লাগিল, কখন কখনও অঞ্চল দ্বারা অশ্রুবারি মুছিয়া বসন আর্দ্র করিতে লাগিল। রমণী স্থির, কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় স্থির, তাহাও বাতাসে কখন কখন দুলিয়া থাকে, কিন্তু রমণীর অঙ্গ দুলিতেছে না, রমণী পূর্ব্ব হইতে যে ভাবে বসিয়াছিল এখনও সেই ভাবে রহিয়াছে; কিছুই বিভিন্ন হয় নাই। তবে কি কামিনী পুরুষটাকে সন্দর্শন করিয়া ভীতা হইয়াছে? তাহা হইবারও বা আশ্চর্য্য কি। অনেকানেক পুরুষই এরূপ বেশ দেখিয়া বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত রহিত হয়েন, তা এ রমণী যে ভীতা হইবে এর আশ্চর্য্য কি?

পুরুষটী যুবক, এক হস্তে নিষ্কোষিত তরবারি, অপর হস্তে একখানি রুমাল, রুমাল দ্বারা নিজ মুখ দেশ মুছিতেছেন: পরিধেয় বসনে স্থানে স্থানে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে, বোধ হইল যেন কার জীবলীলা অচিরাৎ শেষ করিয়া আসিয়াছেন, কোন অভাগিনী জননীর সুকোমল অঙ্কদেশ শূন্য করিয়া আসিয়াছেন। যুবক ক্রমে ক্রমে রমণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রগল্‌ভস্বরে বলিলেন,——

"পান্না! উদয় সিংহ কোথায়? শীঘ্র দেখাইয়া দে, অদ্যই

এই অসি তার রক্তে রঞ্জিত করিব, বিলম্ব করিস্ নে, শীঘ্রই দেখাইয়া দে, নচেৎ তোরই প্রাণ সংশয়।"

পাঠক! এতক্ষণ যে রমণীকে দেখিয়া আসিতেছিলেন, তাহার নাম পান্না। পান্না বামা-স্বভাব-সুলভ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অঙ্গুলি প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন, 'উদয়সিংহ ঐ পালঙ্কোপরি নিদ্রিত আছেন।"

যুবা রমণীর বাক্যে আর কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া পালঙ্ক সন্নিধানে গমন করিলেন, তথায় উদয় সিংহকে নিদ্রিত দেখিয়া স্বীয় তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক এক আঘাতেই দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রক্তবিন্দু চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল।

রমণী এই ভয়ানক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া আর মনোবেদনা সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উপস্থিত সর্ব্বনাশের বিষয় পুরস্ত্রীদিগের কর্ণে তুলিল। পুরমহিলারা বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত দেখিয়া "হা! হতোহস্মি" "হা! হতবিধে" প্রভৃতি আক্ষেপ-সূচক বাক্যে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সকলেই শোকাভিভূতা; সকলেই কাঁদিতেছেন, এমন কেহই নাই যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করে, কিছু কালের জন্য প্রবোধ দেয়।

যুবক কিয়ৎক্ষণ অবনতমুখে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অন্তঃপুর চারিণী মহিলাদিগের আর্ত্তনাদ শুনিতে লাগিলেন। হঠাৎ সে ভাব দর্শন করিলে, যুবকের অন্তরে যে গাঢ় চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। পরে তিনি সে ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ক্ষেপণ পূর্ব্বক "অদ্য রাজ্য নিষ্কন্টক—" এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অন্তঃপুর-বাসিনীদিগেরও আর্ত্তনাদ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

নির্ব্বাসিতের বিলাপ।

১

নির্ম্মল শরদ-শশী উদিত গগণে,
মধুময় সুধারাশি, রশ্মিজাল পরকাশি,
স্নিগ্ধ করিতেছে যত মানব সন্তানে।
তবে কেন আমি এত ব্যথা পাই মনে?

২

গভীর রজনী কিন্তু তমসা বিহীনা,
অসংখ্য তারকা রাজি, উদিত গগণে আজি
বিতরণ করিতেছে জ্যোতির্ম্ময় কর্ণা,
মনের বেদনা কেন যায় না যায় না?

৩

নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে জীব জন্তু যত,
দৈনিক শ্রমের ভার, করিতেছে পরিহার
ভাবনা ভাবায় কেন আমায় সতত
আছে কি ধরণী মাঝে চিরদুঃখী এত?

৪

আছে কি আমার কোন ব্যথার কারণ?
না থাকিলে কেন বসি, ভাবি আমি দিবানিশি
অকারণে কোন কার্য্য হয় কি কখন?
মাথা না থাকিতে কভু মাথার বেদন?

৫

সুবিমল রাত্রিকাল কি ভাবনা মম
মনের বেদনা হায়! রহিয়াছে শেল প্রায়
থাকে যদি এ জগতে দুঃখী মম সম
সে জন বুঝিতে পারে বেদনা মরম।

৬

ধর্ম্মেতে সতত মতি ধার্ম্মিক যে জন,
প্রকৃতির এত শোভা, দেখে অতি মনোলোভা
ঈশ্বরের গুণগ্রাম করিবে কীর্ত্তন,
আমার চিন্তার ভাব নহে ত তেমন।

৭

কল্পনার সহচর যত কবিগণ,
দেবীর সাহায্যে যারা, গগণের চন্দ্র তারা,
কখন মর্ত্ত্যের কীট করে অন্বেষণ,
তা'দের ত চিন্তা নয় আমার মতন?

৮

তবে কি আমার চিন্তা অলীক স্বপন?
আগা গোড়া নাহি যার, যথা স্বর্ণ লতিকার,
কিম্বা শূন্য ভিত্তি পৃষ্ঠে প্রাসাদ মতন,
অবশ্য দুঃখের কিছু আছয়ে কারণ।

৯

বলিব সংক্ষেপে মম দুঃখের কারণ—
অথবা দেখাব কেন, দুর্ব্বল আমার মন,
স্বার্থপর এজগৎ জানে সর্ব্বজন,
কে বল আমার দুঃখ করিবে শ্রবণ?

আর্য্য-ইতিহাস।

জাতি] হিন্দুদিগের আভ্যন্তরিক বিষয় জানিতে হইলে, অপরাপর জাতিদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়, কারণ কাশ্মীর দেশীয়

রাজতরঙ্গিণী ভিন্ন ভারতবর্ষীয় আর কোন প্রকৃত পুরাবৃত্ত নাই, যাহাও ছিল তাহাও দৈব দুর্বিপাক বশতঃ এবং বিদেশীয় প্রভুত্ব বশতঃ মৃত্তিকা-বিলীন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যে যাহা কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওআ যায়, কবিদিগের রচনা-বাহুল্য হেতু তাহার গূঢ় ভাব তিরোহিত হইয়া গিয়াছে সুতরাং তাহাতে ইদানীন্তন নব্য সম্প্রদায় দর্শনমাত্রেই ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানী মাত্রেই তাহাকে হেয়জ্ঞান না করিয়া তাহার গূঢ় ভাব পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বে একজন ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন না। এক্ষণে যাহা কিছু পূর্ব্ব-ঘটিত বিষয়ের নিদর্শন পাওযা যায, তাহারও কতক কতক অংশ বিদেশীয় ইতিবৃত্ত হইতে, কতক কতক পূর্ব্ব কবিদিগের গ্রন্থ হইতে ও কতক কতক হিন্দুদিগের ধর্ম্মপুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইযাছে। যাহা হউক ভারতবর্ষের আদিম বিবরণ ঋগ্বেদে যেরূপ প্রশস্তভাবে লিখিত আছে এরূপ আর কোন গ্রন্থে নাই।

আধুনিক হিন্দুরা আর্য্যজাতি-সম্ভূত; আর ইহারা যে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু আর্য্যজাতিরা কোথা হইতে আসিয়াছিল ও তাহারা কি ব্যবসায়াবলম্বী ছিল? ইহা জানিতে প্রায সকলেরই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সে মনোরথ সফল করা অতীব দুরূহ; কারণ আর্য্যদিগের কোন ইতিহাস ছিল না। কেবল ঋগ্বেদ, মনু, স্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক হইতে তাহাদিগের ইতিহাস কিছু কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকানেক প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি হয় যে হিন্দুরা মধ্য আসিয়া-খণ্ডের বেলুট্যাগ ও মুসতাগ পর্ব্বতের পশ্চিম-স্থিত ও আমু নদীর প্রস্রবণ সন্নিহিত উন্নত ভূমি বা পারস্যের অন্তর্গত ইরান্ নামক স্থান হইতে এই দেশে আসিয়া বন্য পার্ব্বতীয়দিগকে পীড়ন করত

ভারতবর্ষে আপনাদিগের বাসভূমি নির্দ্ধারিত করিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটী সত্য-মূলক তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন, সুতরাং এস্থলে আমাদিগকে যুক্তি অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প, কারণ যে স্থলের কোন প্রশস্ত ইতিহাস নাই সে স্থলে অনেকাংশে যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়।

ক্রমশঃ

আমাদের দুর্গতি কেন ?

অধুনা প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে আমরা এক্ষণে মহা শোচনীয় অবস্থায় অবস্থিত এবং সকলেই তাহার মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার কারণ সমষ্টিরও উদ্ভাবনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই অবনতির মূল ও মুখ্য কারণ——একতা-বন্ধন-শিথিলতা; -একতার সমূলোৎপাটনই তাহার আদি কারণ। একতা সংস্থাপনই উন্নতির সোপান, একতার অভাবই অবনতির মূল। অতএব আমরা প্রথমে একতার উপকারিতার বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া তৎপরে একতাভাবে কিরূপে অবনতি হয় তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পরম কৃপালু পরমেশ্বর আমাদিগকে অবনীমণ্ডলে প্রেরণ করিয়া আমাদের সুখভোগোপযোগী বহু বস্তুরও সৃজন করিয়াছেন। যেরূপ আমরা সদসৎ বৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগাপ্রয়োগ দ্বারা সুখী হই, সেইরূপ পরস্পর একত্রে অবস্থান পূর্ব্বক সকলের সর্ব্ব প্রকার উন্নতি সাধন ও আমাদের মধ্যে পারম্পর্য্য সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিয়াও সেই সুখ ও আনন্দ প্রাপ্ত হই। উক্তরূপ সুখকর ব্যাপারে আমাদের মনে ইচ্ছা হইবার জন্য জগদীশ্বর আমাদিগকে আসঙ্গলিপ্সা নামক একটী আনন্দ-সন্দোহ-প্রদায়িনী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

অন্য সকলের সহিত মিলনের ইচ্ছা উক্ত বৃত্তির কার্য্য। এই বৃত্তি, সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি বৃত্তির অনুগত হইলে আরও অধিক সুখময় ফল উৎপাদন করে। এই আসঙ্গ-লিপ্সা হইতেই আমাদের একতার উৎপত্তি হয়। পরস্পর একত্র হওন বা করণ এবং তদ্দ্বারা পরস্পরের সৌভ্রাত্র স্থাপন ও উপকার সাধন এবং তদ্দ্বারা সুখে ও সন্তোষে অবস্থান একতার ফল। মনুষ্যদিগের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীদিগের ও বস্তুদিগের মধ্যেও একতা দৃষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত বৃত্তি হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা স্বাভাবিক। বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন পিপীলিকারা কতকগুলি একত্র মিলিত হইয়া শীঘ্র সুন্দর বাসা নির্ম্মাণ ও খাদ্য আহরণ করিয়া কেমন সুখে বাস করে। তাহাদের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের উপকার সাধনে কিপর্য্যন্ত রত। মধুমক্ষিকা ও পুত্তিকা নামক প্রাণীদের মধ্যেও এইরূপ একতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা এই একতাগুণে সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করে। এই একতা তাহাদের স্বাভাবিকই উৎপন্ন হইয়া থাকে। জড় পদার্থ সকলও ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া একতা দ্বারা বদ্ধ ও সুরক্ষিত রহিয়াছে। এই ধরণী-মণ্ডল, যাহাতে শত সহস্র জীব সুখে অবস্থান করিতেছে, তাহাও একত্রীভূততা নিবন্ধন একাল পর্য্যন্ত সুরক্ষিত ও সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে। ঐ মৃত্তিকা সকলও আবার পরমাণু সমষ্টি হইতে উৎপন্ন। বস্তুদের পরস্পরের একতা দ্বারা তাহারা সুদৃঢ় ও বহুকাল স্থায়ী হয়; সামান্য মৃত্তিকা যাহা অনায়াসেই জলে গলিত হইয়া যায়,

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা ১০নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট সত্যযন্ত্র হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট ৩৭নং বাটী শ্রীযোড়শীচরণ মিত্রকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হিন্দু দর্পণ

সাহিত্য বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ আনা।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণকে এতদ্ভিন্ন ডাক মাসুল দিতে হইবে।

মফঃস্বলবাসী গ্রাহক সংখ্যা এক এক স্থলে ১০। ১২ জন হইলে ডাকমাসুলের সুবিধা।

১ম খণ্ড | ১৫ বৈশাখ মঙ্গলবার ১২৮২ | ৩য় সংখ্যা

সতর্কতা। গ্রীষ্মাবকাশ উপস্থিত। যে সমুদয় গ্রাহকের স্কুলের ঠিকানায় কাগজ গিয়া থাকে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্ব স্ব বাটীর ঠিকানা প্রকাশকের নিকট পাঠাইবেন। নচেৎ, ছুটির মধ্যে তাঁহারা কাগজ পাইবেন না।

সম্পাদক।

উদয় সিংহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শোকের ঝড় বহিল।

রাত্রি দুই ঘটিকা।—সমুদয়ই নিস্তব্ধ,—সকলেই নিদ্রায় অচেতন। কিন্তু রাজপুরীর কাহারও নিদ্রা নাই, দাস দাসী কেহই সর্ব্ব-সন্তাপ-বিনাশিনী নিদ্রাদেবীকে আর সেরূপ আদর করিতেছে না। নিদ্রা-দেবী সকলের নিকট অনাদৃতা হইয়া অনুগ্রহ-লাভার্থে সকলকেই

তোষামোদে তুষিতেছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতেছে না। পুরমহিলাগণ কঃ মনোদুঃখে নম্রমুখী হইয়া অনর্গল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন, কহ বা বক্ষঃস্থলে, শিরোদেশে করাঘাত করিতেছেন। এক একবার 'সংসারের বৃথা মায়া'— এই প্রবোধ বচনে অন্তরেন্দ্রিয়কে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিতেছেন, আবার শোকাবেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইলেই উচ্চৈঃস্বরে—"বাবারে" 'বৎসরে' 'বাবা উদয় সিংহ" এই সমুদয় মর্ম্মভেদিকর কাতরোক্তি প্রয়োগ করিতেছেন।

কাহারও মনের গতি স্থির নাই, সকলেই উন্মত্তা; কুরঙ্গিণীগণ যেমন নিজ শিশু-শাবককে হারাইলে ব্যথিতচিত্তে চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, পয়স্বিনীগণ যেমন নিজ বৎসকে নয়নপথের বহির্ভূত দেখিলেই আর স্থির থাকে না,—অনবরত চীৎকার করিতে থাকে, তেমনি রমণীরা শোকে পাগলিনীর ন্যায় চারিদিগে দৌড়িয়া যাইতেছেন, এক একবার 'বাবা! উদয় সিংহ। কোথা গেলিরে বাপ' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। হায়। সে করুণ বিলাপ শ্রবণ করিলে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। সুতরাং তাহাতে মানবহৃদয় যে ব্যথিত হইবে, এর আর বিচিত্র কি?

সকলেই অজ্ঞান, পরিচারক পরিচারিণীগণের পর্য্যন্ত ও মনের গতি স্থির নাই,—সকলেই কাঁদিতেছে, বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতেছে, যেন জীবনকে এ ছার দেহ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছে। শান্তিরক্ষক, দ্বারপালেরা পর্য্যন্তও আর নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছে না, সকলেই নিজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতেছে,—কত প্রকারে বিলাপ করিতেছে,—যাঁহার জন্য তাহারা প্রাণপণে শান্তি বিস্তার ও দ্বাররক্ষা করিতে যত্ন করিতেছিল, এক্ষণে তাঁহারই অপঘাত মৃত্যু;——আর দ্বাররক্ষা করিয়া কি করিবে, যাঁহার জন্য এত করিযা ছিল,—তাঁহারই মৃত্যু;—তবে আর দ্বার রক্ষণে প্রয়োজন কি?—এই সমুদয় মনে আলো-

চনা করিয়া দ্বাররক্ষা করিতেছে না—একমনে একধারে বসিয়া কাঁদিতেছে—দ্বার উন্মুক্ত;—ভ্রূক্ষেপ নাই-কাহারও রাজ-প্রাসাদে প্রবেশের নিষেধ নাই. যে মনে করিতেছে, সেই প্রবেশ করিতেছে,—প্রবেশ করিয়া পুরস্ত্রীদিগের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া কাঁদিতেছে।

কি পুরবাসিনীগণ, কি অপরাপর মহিলাগণ সকলেই কেহ শুইয়া, কেহ বা বসিয়া, কতপ্রকারে বিনাইয়া কাঁদিতেছেন, আর চিতোর নগরীর ভাবীদশা স্ব স্ব চিত্ত-দর্পণে দেখিতেছেন,—এমন সময় এ আবার কি গোলমাল!-আবার সকলে নবশোকের ন্যায় এরূপ চীৎকার করিয়া উঠিল কেন।—আবার কি ঘটিল,-কি শোচনীয় ঘটনাই উপস্থিত হইল!-এইত এক ঘটনা দ্বারা পুরমহিলারা সকলেই মলিনা,—আবার এ কি ব্যাপার!। যে সমুদয় লোক রাজবাটীর বিপদ দেখিয়া তথ্যানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আসিয়াছিল, তাহারা তীর্থের কাকের ন্যায় উপস্থিত ঘটনার সংবাদ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছে; কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকৃত কারণ পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছে না, এইরূপ সকলেই পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া প্রকৃত কারণ পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছে, কিন্তু প্রতিবারেই সমুদয় প্রশ্নই বিফল হইয়া যাইতেছে। রাজ-বাটীর দাস দাসীগণের নিকট কারণ জিজ্ঞাসু হইয়াও মনোভাব প্রকাশ করিতে বিরত হইতেছে, পাছে তাহাদিগের এই উৎকণ্ঠায়—মনের বিচলিতাবস্থায়—দুঃসময়ে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কুপিত হয়; সুতরাং সেই ভয়ে কেহই জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইতেছে না।

ক্রমশঃ।

গাইলে কি হবে?

১

অবশ্য গাইব অবশ্য গাইবে।
কিন্তু——
গাইলে কি হবে? গাওয়াই সার,
ভারতের দশা গাওয়াই সার,
ভারত নয়নে ঝরিছে আসার,
মুছিতে সে ধারা আশ্বাস আশার,
বিফল ক্রন্দন, বিলাপ বিফল,
ভারত-সন্তান হীন-বীর্য্য-বল।

২

গাইলে যদ্যপি ঘুচিত বেদনা,
এ মরম ব্যথা কেন বা যায় না?
মনের অসুখ কেন বা ঘুচে না?
ভারত তনয় গাইতে রত।
আজি উচ্চৈঃস্বরে তুমিই গাইবে,
পবন বহনে সবে আমোদিবে,
ক্ষণেকে ঘুচিবে কুসুম মত!

৩

সত্য,—ভারতের বীর পুত্র কুল,
করি আর্য্যভূমে সংগ্রাম তুমুল,
যুণানী-মণ্ডলী সনে রিপুকুল,
যুঝেছিল তাঁরা সময়-বশে।
সেই বীর্য্যবল কোথায় গিয়েছে?
সে গরিমা আজি কোথা লুকায়েছে?
সৌভাগ্য-তপন গিয়েছে খসে।

৪

সত্য,-এ ভারতে মহাবীরগণ,
জনমিয়া ছিল উজলি ভুবন,
ভারত মাতারে করিয়া যতন,
স্বাধীনতা-হার দিয়াছিল গলে।
ভারত-হৃদয়ে কি শোভা তখন,
যখন জাগ্রত ছিল পুত্রগণ;
যখন বেড়াত সানন্দে সকলে।

৫

মহা পরাক্রমে গরজি উঠিয়া,
হিম-গিরি হতে কুমেরু গণিয়া,
হিন্দু-পরাক্রম বিস্তার করিয়া
এ ভারত-ভুমি শাসিয়া ছিল।
কত যে হুঙ্কার তাঁহারা করিত,
সদা বীর-বেশে সাজিয়া থাকিত,
তাঁদের গাওয়া শোভিয়া ছিল।

৬

এখন্ তোরা যে সেই হিন্দুজাতি,
সেই আর্য্যভুমে করিস্ বসতি,
কেনই বা তবে তোদের এ গতি,
সদাই থাকিস্ মজিয়া সুখে ?
তবে কেন্ বল্ অজ্ঞানের প্রায়,
থাকিস্ সদাই এ ভ্রম-নিদ্রায়,
কাঁদিয়া উঠিস্ বিষ-রোগী প্রায়,
ভারতের দশা গাইয়া মুখে।

মিছে বীর্য্যবল, ভারতে তোদের,
তোদের সে দম্ভ, মিছে অহঙ্কার,
গাইলে কি হবে?—গাওয়াই সার,
ভারতের দশা গাওয়াই সার।

আর্য্য-ইতিহাস।

(১৫শ পৃষ্ঠার পর)

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তি হীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥
বৃহস্পতি স্মৃতি।

আরও এই শাস্ত্রোদ্ধৃত বচনে বিশেষরূপ প্রতীত হইতেছে, যে সকল কর্ম্মে যুক্তি অবলম্বন করাই বিধেয়। আমরা অপরাপর জাতিদিগের ভাষার সহিত স্বীয় ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করিয়া দেখিলে অবগত হই, যে আমরা পৃথিবীস্থ অপরাপর জাতির সহিত একত্রে এক-স্থলে বাস করিতাম কোন না কোন সময়ে পরস্পরে গৃহবিচ্ছেদ হওয়ায় সকলেই নিজস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এবং পরে কালবশে এক এক বিভিন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই যুক্তি দ্বারা, আমরা যে প্রথমোক্ত স্থান হইতে আসিয়াছি, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। সকলেই ক্রমে ক্রমে সেই স্থল পরিত্যাগ করিয়া নানা দিগ্‌দেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিল, যাহারা ভারতবর্ষে বাস-ভূমি নিরূপণ করিল, তাহারা আর্য্য, যাহারা গ্রীসে বাসভূমি নিরূপণ করিল, তাহারা গ্রীক, যাহারা ইটালিতে বাসভূমি নিরূপণ করিল, তাহারা রোমক প্রভৃতি নামে বাচ্য হইল। আর ও আসিয়া খণ্ডের লোকেরা যে ইউরোপে গিয়া বাস করে, তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক ও রোমক দেশীয় ইতিহাস-বেত্তারা অনুমান

করেন, যে তাহারা পূর্ব্বোত্তর অঞ্চল হইতে আসিয়াছে, এবং ইহাতে বোধ হয়, যে এক আর্য্যজাতি হইতে পৃথিবীর যাবতীয় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সে যাহা হউক, আর্য্যেরা যে উত্তর-পশ্চিমস্থ হিম-প্রধান দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ কৈলাস পর্ব্বত যাহা হিন্দুদিগের দেবাদিদেব ভগবান মহাদেবের বাসস্থান, যথায় ধূর্জ্জটী নিজ প্রেয়সী গিরীন্দ্র-সুতার সহিত বাস ও ঈশ্বরধ্যানে ক্ষেপণ করিতেন, সেই পবিত্র ভূমি হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত, আরও ঋকবেদে এরূপ অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যে আর্য্যেরা হিমঋতু লইয়া বর্ষ গণনা করিত।

তোকম্ পুষেম্ তনয়ং শতং হিমাঃ।

আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া, প্রথমে উত্তরে অর্থাৎ হিমালয় ও বিন্ধ্যাচল বেষ্টিত স্থানে আপনাদিগের বাসস্থান নিরূপণ করেন, এই নিমিত্ত হিমালয় ও বিন্ধ্যাচল বেষ্টিত স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যদিগের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির বাসভূমি বলিত। মনুসংহিতায় ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরণ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন কস্মিন বা নিবসেৎ বৃত্তি কর্ষিতঃ॥

মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়।

অর্থাৎ দ্বিজেরা* এই সকল দেশে বাস করিবে, কিন্তু শূদ্রেরা ব্যবসায়ের নিমিত্ত তথায় বাস করিতে পারে। আরও এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে আর্য্য অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিকে বুঝাইত, কিন্তু শূদ্রজাতিকে বুঝাইত না, আরও আর্য্যেরা শূদ্রদিগকে অনার্য্যজাতি বলিত, ইহাদ্বারা বোধ হয়, যে শূদ্র এক বিভিন্ন জাতি ছিল। এইরূপ কথিত আছে আর্য্যেরা যখন ভারতবর্ষে আপ-

*—দ্বিজ অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

নাদিগের আধিপত্য স্থাপন করে, তখন এই দেশস্থ যে সকল আদিম—নিবাসী আর্য্যদিগের বশ্যতা স্বীকার করে, তাহারা শূদ্র বা অনার্য্য-জাতি মধ্যে পরিগণিত হইল, আর যাহারা আর্য্যদিগের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া সন্নিহিত পর্ব্বতে বা বনে আশ্রয় লইয়া আপনা-দিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া ছিল, তাহারা দস্যুনামে অভিহিত হইল, ঋক্‌বেদে এই সকল দস্যুদিগের বিষয়ের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

বিজানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদ ব্রতান্।
শাকীভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্ তাতে মধমাদেষু চাকন্॥
ঋক্‌বেদ সংহিতা ১ ম। ১০ অ। ১ সু। ৮ ঋক্।

হে ইন্দ্র! তুমি আর্য্য এবং দস্যুদিগকে অবগত হও। ঐ ব্রতদ্বেষী-দিগকে নিগ্রহ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠাতা যজমানের অধীন কর, তুমি শক্তি-শালী, অতএব যজমানের প্রযোজক হও, আমি প্রমোদকর যজ্ঞ সমু-দয়ে তোমার ঐ সমুদয় কর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করি।

প্রথমে এই সকল দস্যুরা সময়ানুসারে পর্ব্বত হইতে নিম্ন প্রদেশে আসিয়া আর্য্যদিগের যাগযজ্ঞাদির উপর অত্যন্ত অত্যাচার ও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিত। তৎপরে তাহারা আর্য্যদিগের দ্বারা পরা-ভূত হইয়া ভারতবর্ষীয় পর্ব্বত সমূহে আশ্রয় গ্রহণ করে, অনেকে অনু-মান করেন, যে আধুনিক সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি জাতিরা এই দস্যু-দিগের বংশাবলী হইবে।

ক্রমশঃ।

কলিকাতা ১০নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট সত্যযন্ত্র হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট ৩৭নং বাটী শ্রীযোড়শীচরণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হিন্দু দর্পণ

সাহিত্যবিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্রএবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ আনা।
মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণকে এতদ্ভিন্ন ডাক মাসুল দিতে হইবে
মফঃস্বল বাসী গ্রাহক সংখ্যা এক এক স্থলে ১০। ১২ জন
হইলে ডাকমাসুলের সুবিধা।

১ম খণ্ড } ১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১২৮২ { ৪র্থ সংখ্যা

যুধিষ্ঠিরের শাক।

প্রায় সকলেই বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন রাজার প্রচারিত শাক অবগত আছেন, এবং সকলেই কোন না কোন সময়ে এই দুই শাকের অঙ্কপাত ও করিয়া থাকেন, যদিও ইহা বিজাতীয় প্রভুত্ব ও তদনুকরণ বশতঃ কদাচ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তথাপি ইহা ভারতবাসিদিগের অন্তরে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখা সম কিয়ৎ পরিমাণে আলোক দান করিতেছে। কিন্তু হায়! রাজা যুধিষ্ঠির যে শাক প্রচলিত করিয়াছিলেন, অনেকেই অদ্যাপি তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন, এমন কি, অনেকে শুনি লেও তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না। কিন্তু বোধ হয়, নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলে সকলেরই মন হইতে ভ্রমোপনোদন হইবে।

যুধিষ্ঠিরো বিক্রম শালিবাহনো ততো ভবিষ্যো বিজয়াভিনন্দনঃ
কল্কীচ নাগার্জ্জুন ভূপতিশ্চ কলৌ যুগে ষট্ শক কারকাস্যুঃ
ইতি ভাস্কুতী।

আরও ইহাতে যে কেবল রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রচারিত শাকের বিবরণ অবগত হওয়া যায়, এমত নহে, সর্ব্বশুদ্ধ এই ভারতবর্ষে ছয়টী রাজার সময়ে ছয়টী ভিন্ন ভিন্ন শাক প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু হিন্দুসন্তানগণ সকল কয়েকটীর ব্যবহার না করিয়া কেবলই শকাব্দাও সংবৎ এই দুইটীরই ব্যবহার করিতেন, সুতরাং পুরুষানুক্রমিক অবশিষ্ট চারিটী শাকের আলোচনা না হওয়ায় অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া অন্তর্বিলীন হইয়া গিয়াছে* আরও অস্মদ্দেশের প্রকৃত ইতিহাস অতি বিরল। এমন কি প্রকৃত ইতিহাস নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। সেইহেতু আমাদিগের বহুদর্শিতাও অধিকদূর গমন করিতে পারে না। সাধারণ কিম্বদন্তী, অথবা ধর্ম্মপুস্তকই আমাদিগের পূর্ব্ব-ইতিহাস জানিবার এক মাত্র উপায়।

বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন রাজার শাক যেমন সংবৎ ও শকাব্দা নামে অভিহিত, যুধিষ্ঠিরের শাকের সেরূপ বিশেষ কোন নাম নাই, ইহা "যুধিষ্ঠিরের শাক" এই নামে পূর্ব্বপূর্ব্ব গ্রন্থকারের পুস্তকমধ্যে লিখিত আছে,।

যুধিষ্ঠিরের প্রচারিত শাক জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরা ব্যবহার করিত, যে কারণ তাহাদিগের গ্রন্থ কিম্বা স্মরণার্থক প্রস্তর ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মপুস্তক কিম্বা কোন চিরস্মরণীয় চিহ্নে দৃষ্টিগোচর হয় না।

* কথিত আছে যে রাজা যুধিষ্ঠিরের শাক রহিত করিয়া শকাদিত্য সম্বৎ নামে শাক স্থাপিত করিলেন।

ভাগলপুরের সন্নিহিত বদুপাদুকায় জৈন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এক খানি পারস্য ভাষায় খোদিত স্মরণার্থক প্রস্তর আছে। মহাত্মা উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার স্বরচিত পুস্তকে সচিত্র সেই খোদিত বিবরণ সন্নিবেশিত করেন, এবং তিনি নিজেও ইংরাজীতে তাহার অবিকল অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রকাশীভূত আছে, যে যুধিষ্ঠিরের শাকের ২৫৫৯ অব্দে তাহা নির্ম্মিত হয়।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকরিলে যুধিষ্ঠিরের নামানুসারে যে এক শাক প্রচলিত হইয়া ছিল, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদিও প্রাচীন ইতিবৃত্ত নানাবিধ কাল্পনিক কন্টকে সমাচ্ছন্ন, বহু বহু, উৎপ্রেক্ষালঙ্কারে বিভুষিত, তথাপি এই সমুদয় দর্শন করিয়া আমরা কথনই ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারি না। যেকারণ প্রাচীন ইতিবৃত্তের প্রকৃত ঘটনা নিরূপণ করা, প্রাচীন কবিদিগের সুমধুর বীণাধ্বনির উপর আন্তরিক বিশ্বাস নির্ভর করা অপেক্ষা স্মরণার্থক দ্রব্যের উপর নির্ভর করিলে প্রকৃত ঘটনা অনেকাংশে জানিতে পারা যায়।

আইন আকবরি গ্রন্থে আমরা অবগত হই, যে যৎকালে রাজা যুধিষ্ঠিরের শাক ৪৬৯৬, তৎকালে খৃষ্টীয় শাক ১৫৯৬। সুতরাং ইহাতে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে খৃষ্টীয় শাক প্রচলিত হইবার ৩১০০ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের শাক প্রচারিত হইয়াছিল। আরও জৈনদিগের প্রাগুক্ত চিরস্মরণীয় প্রস্তরে (Tablet) যে বিবরণ অঙ্কিত ছিল, তাহাতে আমরা জ্ঞাত হই, যে উহা যুধিষ্ঠিরের শাকের ২৫৫৯ বৎসর পরে স্থাপিত হইয়াছিল, সুতরাং এই গণনা দ্বারা অল্পায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়, যে উহা খৃষ্টীয় ৫৪১ বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল। অতএব ক্রমান্বয়ে, আমরা গণনা দ্বারা যুধিষ্ঠিরের শাকের সহিত সমুদয় শাকেরই সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারি, এবং ইহা দ্বারা

আরও অনুমিত হয়, যে বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের সহিত সমকাল স্থির করিতে হইলে এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের শাক ৪৯৭৫ বৎসর।

কবির অলীক স্বপ্ন।

(নিদাঘ-সন্ধ্যায় উদ্যানে বসিয়া)

স্মরণপথেতে আসি, আস্যেতে ঈষৎ হাসি,
নবীনা কামিনী কোন, কবিরে সম্ভাষে।
"কি ভাব হে একমনে, বসিয়া বিজন বনে,
কেন বা নয়ন দুটী অশ্রু নীরে ভাসে;।
তোমার কল্পনা দাসী, ধীরে মম কাছে আসি,
ডাকিল তোমার কাছে কিসের কারণ।"
শুনিয়া সে মৃদুস্বর, উচ্ছাসিত কবিবর,
প্রসারিয়া বাহুদ্বয় ধরিল তখন।
বহুদিন পরে হায়! হস্তে চন্দ্রিমার ন্যায়,
দুইজনে প্রেমভরে করে আলাপন,—
কাল ধর্ম্ম কোথা যায়, অশনির শব্দে হায়!
ভেঙ্গেগেল জাগরণে কবির স্বপন।

—০—

উদয় সিংহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সকলেই ভাবিতেছে,—এ আবার কি ঘটিল—কিন্তু কেহই কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিতেছে না; রাজবাটীস্থ মহিলাগণ কাঁদিতেছেন

বলিয়া সকলেই কাঁদিতেছে, কিন্তু কেন তাঁহারা কাঁদিতেছেন, কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, এ বিষয় অনেকেই অবগত নয়। সকলেই আবার মনে মনে বিপদের আশঙ্কা করিতেছে।

কিছু পরে সকলেরই মন হইতে চিন্তাদেবী অপহৃতা হইলেন, সুতরাং আর কোন ভাবনা রহিল না, সকলেই জানিতে পারিলেন, যে তাহারা স্ব স্ব মনে যে সমুদয় আশঙ্কার বিষয় আনিয়াছিল;—সমুদয়ই সত্য; রাজ-পুরীর আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত;—একজন পরিচারিকা দ্রুত-বেগে আসিল, ভূতলে বিলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, এবং তৎসঙ্গে করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিল।;—

"মাগো এদাসীকে কোথায় ফেলিয়া গেলে? আর এ দাসীকে তেমন যত্ন করিয়া কে রাখিবে? আমি মা তোমার পরিচারিকা, আমায় কেন সঙ্গে লয়ে গেলে না?—মাগো! তুমি কি মনে করেছ, প্রাণের সমান ভাই কে হারাইয়া আমি সুখে আছি? আমি যে তোমাদের বিহনে চারিদিক অন্ধকার দেখছি। তুমি যে মা আমাকে কখন কখন বলিতে, যে'—"দেখ সরলে! আমি তোকে আমার গর্ভের সন্তানের অপেক্ষা অধিক ভালবাসি, আমি মরেগেলে তোর যাহাতে ভাল হয় উদয়কে বলে যাব।—মাগো। এত ভালবাসার ফল কি এই হলো, যাবার সময় আমাকে একবার ডেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে না। মা আমায় একবার দেখাদিয়া আমাকে তোমার কাছে লয়ে যাও। হায়! হায়! আমার দশা কি হইল।"

পরিচারিকা এইরূপ একমনে কাঁদিতেছে, এক এক বার নিজ অঞ্চল দ্বারা নেত্রদ্বয় মুছিতেছে, আবার কাঁদিতেছে।

এমন সময় আর একটী পরিচারিকা আসিয়া উপস্থিত হইল, সে আসিয়া ইহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল।——

'বোন! আর কাঁদিয়া কি করিবে? অভাগিনীদের অদৃষ্ট মন্দ, নহিলে

এমন রাজাই বা মরিবেন কেন?—আর এমন রাজমাতাই বা বিবাগিনী হইবেন কেন? হায়! হায়! এখন বোন্ এদুঃখ ছেড়েদে, যাহাতে রাজমাতার কোন সন্ধান করিতে পারি, তার চেষ্টা করিগে চল—— আমাদের তো অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে, আর দুঃখ করিলেই বা কি হইবে?''

পাঠক! এতক্ষণ যে বিপদের কারণ না পাইয়া ব্যাকুলিত হইয়াছিলে, যাহা মনে কোন আশু বিপদের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই বিপদ———রাজমাতার নিরুদ্দেশ.———রাজমাতা পুত্রশোকে কাতরা হইয়া পলাইয়াছেন, রাজবাটীর অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কিছুই স্থিরতা হইতেছে না।

অচিরাৎ নগর মধ্যে মহা গোলমাল পড়িল, নগরবাসী সকলেই শুনিবামাত্র আর সুস্থির না থাকিয়া নগরের চারিদিগ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। অন্য দেশীয় রাজাদিগের নিকট এবিষয়ের সংবাদ পাঠান হইল, কিন্তু সমুদয় অনুসন্ধান বিফল হইল।

—০—

সঙ্গীত।

কোথারে সঙ্গীত তোর সে মধুর ধ্বনি,
যাহার মোহিনী-গুণে বাঁধা সর্ব্বজন
আবাল—বনিতা—বৃদ্ধ; অট্টালিকা-বাসী
বসু-পতি,কুটীরের অনাথ দরিদ্র,
সকলে সমান ব্যগ্র লভিতে তোমারে,
ধুইতে অন্তর মলা সুধা—বরিষণে।
কিন্তু যত বার আমি করেছি যতন,
জুড়াতে মনের ব্যথা তব সুধা-পানে

ততই নূতন বেশ ধরিয়া যাতনা
কাঁদায়েছে অনুক্ষণ হৃদয় আমার।
বর্ত্তমান সুখ-দুঃখ থাকেনা অন্তরে—
পূর্ব্ব-অনুভূত-সুখ, মৃত বন্ধু-বর্গ,
ভাল বাসা তাঁহাদের, আসিয়া অন্তরে
কাঁদায় আমারে পুনঃ নব-রূপ ধরে।

—০—

আমাদের দুর্গতি কেন ?

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রস্তর এমন সুদৃঢ় হয় যে বলবানেরাও অনায়াসে শীঘ্র ভগ্ন করিতে সমর্থ হয়না। অতএব মানব দিগের পরস্পরের এমত সুখকরী ও আনন্দদায়িকা উপায় অবলম্বনকরা, যে অতীব কর্ত্তব্য, তাহার আর সন্দেহ কি ?

আমাদের একতা প্রথমতঃ ত্রিবিধ ; যথা, পারিবারিক একতা, সামাজিক একতা ও স্বদেশীয় বা স্বজাতীয় একতা। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী ও তাহাদের পুত্র কলত্রাদির সহিত একত্র অবস্থান, পরস্পর দ্বারা পরস্পরের উপকার সাধন, কেহ কোন বিপদে পতিত হইলে তাহাকে উহা হইতে উদ্ধার করণ, কেহ অবিনয়ী হইলে তাহা হইতে নিবারণ, কাহারও কোন দোষ দেখিলে ক্ষমা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সেই দোষ ও তাহার অনিষ্ট প্রদর্শন, পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও দ্বেষ দূরীকরণ ও সকলকে উপযুক্ত মত পিতৃ, মাতৃ বা ভ্রাতৃ ভাবে দর্শন করাই উক্ত পারিবারিক একতার প্রতিপাদ্য। আমরা যখন নিতান্ত নিরাশ্রয় শৈশবাবস্থায় অবস্থিত ছিলাম, তখন যাহারা আমাদিগকে কায় মনোযত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলেন; যখন আমরা বাল্যাবস্থায়

উপায় নির্ণয়াক্ষম হইয়া পতিত ছিলাম; তখন যাহারা অন্নদান দ্বারা ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিয়াছেন; যখন আমরা সকল বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম, যখন আমাদের হিতাহিত বিবেচনা শক্তি ছিলনা, যখন আমাদের মন বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে ও জ্ঞানের সুস্পষ্ট কিরণে আলোকিত হয় নাই;—সকলই নূতন ও আশ্চর্য্য বোধ করিতাম, তখন যাঁহারা আমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান দ্বারা বিদ্যা শিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন ও প্রত্যেক বিষয়ের কৌতূহল নিবারণ করিয়া ছিলেন, সেই সর্ব্ব-সুখ—দাতা পিতা মাতার সহিত একত্রে বাস করা ও যখন তাঁহারা অক্ষম হইবেন তখন তাঁহাদের যথাসাধ্য উপকার ও সাহায্য করা আমাদের সকলেরই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ইহাতে নিশ্চয়ই সুখ ও আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি অন্যান্য পরিবার বর্গের সহিতও একতা সংস্থাপন আমাদের একান্ত উচিত। কারণ, সকলের সহিত একত্রে ও সদ্ভাবে বাস করিলে প্রায় কোন বিপদই আক্রমণ করিয়া বিজয়ী হইতে পারে না। এমত অনেক কার্য্য আছে যে তাহা অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে কখনই সুসম্পন্ন হয় না, এমত স্থলে ভাই ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সহিত সখ্যতা ও সৌভ্রাত্র থাকিলে অনায়াসেই তাহা সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; অন্য কাহাকেও অনুরোধ বা তোষামোদ করিতে হয় না, এইরূপে পরিবার বর্গের সহিত ঐক্য থাকিলে সকল বিপদকেই অতিক্রম করিতে পারা যায়, নানা প্রকার উপকার, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্ঞান ও ক্রমশঃ উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইতে থাকে এবং যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। (ক্রমশঃ)

কলিকাতা ১০নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট সত্যযন্ত্র হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং শোভাবাজার ষ্ট্রে ষ্ট্রীট ৩৭নং বাটী শ্রীষোড়শীচরণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Registered No. 136.

হিন্দু দর্পণ

সাহিত্য বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

নগদ মুল্য দুই পয়সা মাত্র এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ আনা।
মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণকে এতদ্ভিন্ন ডাক মাসুল দিতে হইবে।
মফঃস্বল বাসী গ্রাহক সংখ্যা এক এক স্থলে ১০। ১২ জন
হইলে ডাকমাসুলের সুবিধা।

১ম খণ্ড } ১৫ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১২৮২ { ৫ম সংখ্যা

আমাদের দুর্গতি কেন ?

(গত সংখ্যার পর)

সকলপরিবারের সহিত একতাস্থাপন পুর্ব্বক একত্রে অবস্থানকরিলে প্রথমতঃ ব্যয়ের অনেক লাঘব হয়, আবার এমন কর্ম্ম অনেক আছে, যাহাতে সকলে পৃথক্ ভাবে অবস্থান না করিলে ও সদ্ভাব থাকিলে তাহা অপর সকলকে সমাধান করিতে হয় না; সুতরাং তাহাতে সকলেরই কতক সময়ের আনুকূল্য হয়, সেই স্বল্প সময়ে আমাদের কত মঙ্গল-কর কার্য্য সাধিত হইতে পারে। ইহাতে যে শুদ্ধ পুরুষদেরই সময়ের আনুকূল্য হয় তাহা নহে; গৃহের স্ত্রীলোকেরাও তাহাতে অনেক অবসর পাইয়া থাকেন। সেই অবসরে তাঁহারা যদি বিদ্যা শিক্ষা ও আবশ্যকীয়

শিল্পকর্ম্ম অভ্যাস করেন, তাহাতে সমাজের,—জাতির—দেশের কত উন্নতি হয়; তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অনেকে বলিতে পারেন, একত্র বাস করিতে গেলে কেবল অহরহঃ বিবাদ কলহাদি হইয়া থাকে, সুতরাং পৃথক থাকাই উত্তম। কিন্তু দেখুন দেখি সেই বিবাদ কলহ কোথা হইতে ও কিরূপেই বা উৎপন্ন হইল, ? বোধ হয় অধিকাংশ বাটীর স্ত্রীলোকদিগের হইতেই উৎপন্ন হয়। অশিক্ষিতা-হেতু স্বীয় পতির ধন সম্পত্তি দর্শনে গর্ব্বিতা হইয়া অপরের প্রতি তাঁহারা বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠেন, এমন কি স্বীয় পতির ভ্রাতৃবিরোধ বন্ধুবিরোধ পর্য্যন্ত ঘটাইয়া দিতে ত্রুটি করেন না। তাঁহারা স্ব স্ব ভর্ত্তার সম্মুখে এরূপ দৃঢ় বন্ধনে বিবাদের সূত্র-পাত করেন যে, তাঁহারা প্রেয়সীর সুধালিপ্ত সুমধুর বচনের দ্বিরুক্তি করিতে সাহসী হয়েন না। অচিরাৎ গৃহ মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ আত্মীয়বিরোধ প্রবেশ করিয়াগৃহলক্ষ্মীকে ছার খার করিয়া ফেলে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা একতার গুণ একবার ও মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া দেখেন না। অনেকে আবার স্ব স্ব স্বামীকে এই বলিয়া উপদেশ দেন যে, এত গোল যোগে থাকি বার আবশ্যক কি? আমরা পৃথগ্‌ভাবে থাকিয়া কাল যাপন করিলে ইহা অপেক্ষা অধিক সুখে থাকিতে পারিব, কিন্তু দেখুন, যেখানে সুখ আছে সেই খানেই গোল যোগ, সুখের পথ অতি ভয়ঙ্কর—প্রলোভনরূপ কন্টকে আবৃত; সেই গোল যোগ ও কন্টকাকীর্ণ পথ হইতে অতিক্রম করিতে পারিলেই প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, কন্টক হইতেও উত্তম পুষ্প সংগ্রহ করিবে, অর্থাৎ সকল বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সুখের অন্বেষণ করিবে। কিন্তু সুখ অতি কষ্টে লাভ করিতে হয় বলিয়া, কোন্ ব্যক্তি সেই সুখের নাম শুনিয়া তাহা লাভ করিতে অলস হইবে? অতএব যিনি একবার পারিবারিক একতার আস্বাদ পাইযাছেন, তিনি কি কখন সেই একতা লাভে পরাঙ্মুখ

থাকিবেন?—কখনই না। শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি থাকিলেও তাহা প্রাপ্ত হইতে অগ্রসর হইবেন, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। যে ব্যক্তি একতার গুণ জানিয়াও তাহা লাভ করিতে পরাঙ্মুখ হন তাহার মত অলস অজ্ঞ আর কে আছে?

পারিবারিক একতা স্থাপন করিতে গেলে প্রথমতঃ স্ত্রীলোক দিগকে বিশেষ রূপে সদুপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য, সকলের মনকে হিংসা দ্বেষাদি শূন্য, ও শান্ত প্রকৃতি করা আবশ্যক, সকলকেই সৎকর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাহাতে তাহারা অলস না হয় ও আত্মনির্ভরতা বা স্বাবলম্বন শিক্ষা ও তদনুসারে কার্য্য করে এবং যাহাতে সকলেই একতার গুণ জানিতে পারে, একত্র বাস অভ্যাস করে ও পরস্পর সৌহার্দ্দ ব্রতে ব্রতী হয়, এরূপ করা অতি প্রয়োজনীয় এরূপ করিলে পারিবারিক একতার সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

একটী বোঁটায় দুটী ফুল।

১

একটী বোঁটায় দুটী ফুল।
অনুপম বেশ কিবা শোভার আধার;
মনোমুগ্ধ কর বেশ; মলার নাহিক লেশ,
সাজি দোঁহে খেলিতেছে মরি কি বাহার!
বায়ুযোগে নিপীড়িত, মোহ বশে বিমোহিত,
জীবন-সাগরে দোঁহে দিতেছে সাঁতার।
বিশুদ্ধ প্রেমের যেন ধরাই আধার।

২

আহা মরি অপরূপ!
কি সাজে সেজেছে আহা বঙ্গের মাঝারে,
শুভ্রবর্ণ নিরমল, যেমন ধবলাচল,
শ্যামল বিটপী মাঝে শোভা মুগ্ধ করে।
হাসে যদি দোঁহে হাসে, অশ্রুনীরে সদা ভাসে,
কাঁদিলে ভাসায় ধরা নয়ন আসারে।
কি রূপ বিশুদ্ধ প্রেম এই দোঁহাকারে।

৩

অই দেখ দুটী ফুল,——
মন্দ মন্দ সমীরণে নড়িছে সতত,
একদিকে যদি যায়, অপরটী তথা ধায়,
কভু না দুটীর হয় বিপরীত মত,
শুকাইয়া যদি যায়, অপর মলিন প্রায়,
উভয়ে ত্যজিতে ভূষা না থাকে বিরত,
বৃন্ত ছাড়ি দোঁহে হয় ধরায় শয়িত।

৪

একটী বোঁটায় দুটী ফুল,
আমি বড় ভাল বাসি হেরিতে নয়নে,
দোলে দোঁহে একবার, আঁখি করি সুবিস্তার,
পূরাই মনের আশ আজি দরশনে,
পূর্ব্বরাগ উদ্দীপন করুক আমার মন,
পোড়াক আমারে যথা খাণ্ডবদহনে,
এ হৃদি রাবণ—চিতা পুড়ুক আগুনে।

৫

তুলিবনা কভু আমি,—
ছিঁড়িবনা কভু আমি তোমা উভয়েরে,
মূলদেশে করি আলি, সযতনে জল ঢালি,
সুদীর্ঘ জীবন তরে ডাকিব পিতারে,
দিন দিন সযতনে, পালিব আপন মনে,
মনোজ্ঞ ভূষণে আমি সাজাব দুটীরে,
অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত স্থল দেখাব সবারে।

৬

পবন-বহন যোগে
দোল আর এক বার,—বাড়ুক উল্লাস;
আমরা আনন্দ মনে, ধরি করে তোমা ধনে,
একতা-অন্তিম সীমা করি পরকাশ।
বঙ্গের হৃদয় মণি, হৃদয়ে রাখিয়া ধনি,
কাঁদিয়া কাটা'ছে কাল, হৃদয়ে বিশ্বাস,
সময়ে ছেদিবে তারা অধীনতা পাশ।

৭

শোভিছে যুগল রূপ,
মরি কি মাধুরী আজি ফুটিয়া কাননে,
বনদেবী শিরোপরে, ফুল রাখি পরে পরে,
প্রকৃতিরে ভুষিতেছে সহাস্য বদনে।
আহ্লাদে উৎফুল্ল হিয়া, বীণা দেবী বাজাইয়া,
পিকবর-বিনিন্দিত-স্বর সংযোজনে,
আলাপিছে গীত, মিশি মধুর নিক্কণে।

৮

একটী বোঁটায় দুটী ফুল,
অপরূপ শোভিয়াছে বিপিন মাঝারে,
এক গর্ভে জনমিয়া, দোঁহায় দোঁহার হিয়া,
বাঁধিয়াছে দৃঢ়রূপে একতার হারে;
একক যদ্যপি যায়, অপর পশ্চাৎ ধায়,
অমূল্য প্রণয় চিহ্ন দেখায় সবারে,
বিশুদ্ধ প্রণয় আছে অখিল সংসারে ;

৯

কোথা বল সে একতা
সে অমূল্য নিধি হায় বঙ্গজ অন্তরে?
বঙ্গের সন্তান সবে, কেন আর নাহি হবে
একতা-সম্বদ্ধ হৃদি ? কেন না হবে রে ?
বঙ্গের হৃদয় তারা, কেন তবে দিশে হারা
উদাস-উচ্ছাস তবে কেন বা উঠেরে ?
একতা--সম্বদ্ধ হৃদি কেন না হবে রে ?

১০

প্রণয়ের এই ছবি,
রাখিব হৃদয়ে আমি করিয়া যতন,
দোঁহার প্রতিমা খানি, হৃদয়ে মাঝারে আনি
সার্থক করিব আঁখি করি দরশন।
কভু তোমা নিরীক্ষণে, পুলক পূরিত মনে,
চিত্রিব হৃদয়ে আমি করিয়া যতন,
একটী বোঁটায় দুটী ফুল অপূর্ব্বমিলন।

উদয় সিংহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তরঙ্গিণী—কূলে।

বিরিস নদী চিতোরের পশ্চিম ভাগে রমণীয় বেশে প্রবাহিত হইতেছে, আর কোন গোল যোগ নাই—বিগত রজনীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলে এক্ষণে কতদূর বিভিন্ন বোধ হয়; যে প্রবাহিনীর প্রবাহ গত নিশায় উপকূল অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে তাহারই সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব; নম্র সুধীর ভাবে অবনত মুখে যেন স্বীয় বাল-চাপল্যতার দোষ মার্জ্জনার্থে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, এখন আর সে বিশৃঙ্খল তরঙ্গ নাই; পর্য্যায় ক্রমে একটীর পর একটী যাইতেছে। কিন্তু কেহই ফিরিতেছেনা। গগন মণ্ডল পরিষ্কার—মেঘের কোন চিহ্ন নাই—চারিদিগ্ গাঢ় নীলিমায় সমাচ্ছন্ন; যামিনীর অবসানে নিশানাথ শশাঙ্ক স্বীয় মনোমোহিনী-কুমুদিনীর নিকট বিদায় লইতেছেন, কুমুদিনী অভিমানিনীহইয়া দুই এক ফোটা অশ্রুজল ফেলিয়া প্রাণেশ্বরের মনকে প্রণয়-রসে আর্দ্র করিতেছেন, অপর কথা আনিয়া জীবিতেশ্বরের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতেছেন না,—শশাঙ্ক দেখিলেন ভারি বিপদ—কি করেন—পায় ধরিলেন—তথাপি উত্তর দিলেননা, আরও কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে ভার্য্যারই সম্মাননা করা উচিত বিবেচনা করিয়া সহবাস সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন—কিন্তু সে ভাব কতক্ষণ থাকিবে, দিনমনি কেনই বা নিরস্ত থাকিবেন, তাঁহার দেহে বীর্য্য আছে,-সাহস আছে, তবে কেন তিনি বিলম্ব করিবেন কেনই বা তিনি সামান্যের ন্যায় থাকিবেন।—সুতরাং অনতি-বিলম্বে উদয়াচল হইতে অবতরণ করিলেন, সঙ্গে সহস্র সেনা,—সুতরাং কুমুদিনী নায়ক যে পরাস্ত হইবেন, এর আব সন্দেহ কি?— যে ব্যক্তি স্ত্রৈণ; যে ব্যক্তির স্ত্রীর বাক্যই শিরোভূষণ, যিনি স্ত্রীরমতেই যাবতীয়

বিষয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন,-তাঁরতো পৃথিবীতে এই দশাই—তিনি আর কি সুখ ভোগ করিবেন; আজ নিশাকরের ও এই দশা; তিনি আজ কমলিনী বান্ধবের নিকট-বন্দী—সমুদয় দিবাভাগের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রতিদিন কারাগারে থাকিতে হইবে—কিন্তু কুমুদিনীর কারামুক্তা; তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া দিননাথ গাত্রস্পর্শ করেন নাই,—বন্দী ও রাখেন নাই। কুমুদিনী দেখিলেন, প্রাণেশের এই দশা—আজি তিনি এ অভাগিনীর—বিলাপিনীর জন্য কারাগারে বদ্ধ; বলিয়া কাঁদিয়া দিনেশের নিকট জীবিতেশ্বরের প্রাণভিক্ষা চাহিলেন, দিনেশ রমণীর দুঃখে কাতর হইয়া বলিলেন, রজনী যোগে তাঁহার সহিত তোমার দেখা হইবে।" দিবাকর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অচিরাৎ উদয়াচলের শিখর দেশে আসিয়া দেখা দিলেন, রক্তিমায় চাবিদিগ আলোক ময় হইয়া উঠিল,—দ্বিজকুল আপন আপন বৃক্ষ কোটর স্থিত কিম্বা শাখাস্থিত কুলায় পরিত্যাগ করিয়া তাহারা দিগেদশান্তরে গমন করিতে লাগিল। পক্ষিশাবকগণ নিজ নিজ নীড় মধ্যে ইচ্ছামত খেলা করিতে লাগিল। মাজিরা গত রজনীর ভয় হেতু পূর্ব্বেই তীরে নৌকা নঙ্গর করিয়া রাখিয়াছিল; তাহারা এক্ষণ আকাশের সেই ভাব নাই দেখিয়া অবাধে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া দেশ দেশান্তরে গমনের নিমিত্ত ভাসিয়া চলিল। ক্রমে দুই এক করিয়া মনুষ্য রাস্তায় ঘাটে দেখা দিতে দিতে উষা কাল—প্রভাত কাল—পরে দিবা ভাগ আসিয়া উপস্থিত হইল।

ক্রমশঃ

কলিকাতা ১০নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট সত্যযন্ত্র হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট ৩৭নং বাটী শ্রীষোড়শীচরণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রেজষ্টরি নং ১৩৬

হিন্দুদর্পণ

সাহিত্য বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ আনা
মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণকে এতদ্ভিন্ন ডাক মাস্তুল দিতে হইবে।
মফঃস্বল বাসী গ্রাহক সংখ্যা এক এক স্থলে ১০। ১২ জন
হইলে ডাকমাস্তুলের সুবিধা।

১ম খণ্ড } ১লা আসাঢ় সোমবার ১২৮২ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আর্য্য-ইতিহাস।

(২৪ পৃষ্ঠারপর)

ভাষা। পূর্ব্বে এক প্রকার সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতি একত্রে একস্থলে সমাজ বদ্ধ ছিল, সকলেই পরস্পর নৈকট্য-সম্বন্ধে বাস করিত, ও এক আদিম ভাষায় পরস্পরের কথোপ-কথন চলিত, কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে সমুদয়ই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, প্রতিদেশে সেই পরিবর্ত্তন-শীল ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা রূপে পরিণত হইয়াছে, এমন কি প্রগাঢ় রূপে বিবেচনা করিয়া না দেখিলে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, এক প্রধান ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

কালভেদে এই এক আদিম মূল ভাষা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে, যথা গ্রীস দেশে গ্রীক, ইটালী দেশে ইটালিক্স, ভারতবর্ষে সংস্কৃত ইত্যাদি। আবও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এক মূলভাষার শাখার অনেকানেক প্রশাখা বহির্গত হইয়াছে, ইটালিক্সভাষা হইতে লাটিন, স্পানিস্ পর্টুগীজ ও ফ্রেঞ্চ; সংস্কৃত ভাষা হইতে মহারাষ্ট্রী, হিন্দী ও বাঙ্গলা; এবং স্লেভনিক, হেলনিক প্রভৃতি ভাষা হইতে গ্যালিক, আইরীস, গ্রীক ও রোমক প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত স্থা (বর্ত্তমান থাকা) ঐ অর্থে লাটিন স্টো (St), গ্রীক আই-ষ্টি মি (I-s e mi) ইংরাজী ষ্টাণ্ড (Stand) বুঝায়। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সংস্কৃত স্থা, লাটিন স্টো, গ্রীক আইষ্টিমি এবং ইংরাজী ষ্টাণ্ড শব্দের এক অর্থ, অর্থাৎ আমরা যেখানে স্থা, ধাতুর ব্যবহার করি, গ্রীকেরা সেইখানে আইষ্টিমি, ইটালিক্সেরা সেইখানে ষ্টো ধাতুর ব্যবহার করিয়া থাকে। আরও এইরূপ নামবাচক, ক্রিয়াবাচক, সংখ্যাবাচক, সর্ব্বনাম শব্দ অনেক আছে তাহার তালিকা নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে *

নামবাচক।

সংস্কৃত	লাটিন্	ইংরাজী	স্লেভনিক	জর্ম্মন
পিতৃ	পেটর্	ফাদার্	বাত্	পু-জ-ভেতর † প্রা-জ ফাদার্

* উইলিয়ম সি ফাউলর সাহেবের ইংরাজী ব্যাকরণ দেখুন।

† সাংকেতিকচিহ্ন—পু-জ—পুরাতন জর্ম্মন্। প্রা-জ—প্রাকৃত জর্ম্মন্। ম-জ—মধ্য জর্ম্মন্। আধু-জ—আধুনিক জর্ম্মন্।

মাতৃ	মেটার্	মাদার্	মেটার্	জর্ম্মন মটার্
ভ্রাতৃ	ফ্রেটার্	ব্রাদার্	ব্রাত্	ম-জ ব্রদার্
স্বসৃ	সরর্	সিস্টার্	সেস্ট্রা	ম-জ সুইস্টার
অক্ষি	অকিউলো	আই	অকো	ম-জ অগো
সূর্য্য	সল্ (sol)	সন্	সল্ (saule)	ঐ সইন্
নিশি	নক্‌ট্	নাইট্	নক্	ঐ নাট্‌স্
দিবস	দিয়	ডে	ডিয়ু	ঐ ডাগ্‌স্
যৌবন	যুভ্‌নি	য়িয়ুং	জনুয়ী	জর্ম্মন্ যঙ্গ

সর্ব্বনাম।

সংস্কৃত	লাটিন্	ইংরাজী	স্লেভনিক	জর্ম্মন্
অহং	ইগো	আই	আজ্	ম-জ ইক্
ত্বং	তিউ	দাউ	টাই	ঐ দিউ
মাং	মি	মি	ম্‌জা	ঐ মিক্
যুয়ম্	ভস্	য়িউ	ভায়	ঐ এগ্‌স্

সংখ্যাবাচক।

সংস্কৃত	লাটিন্	ইংরাজী	রুসীয়ন্	জর্ম্মন্	পারসীক
	অয়নো	ওয়ান	ওদিন্	পু-জ এইন্	ইয়েক
এক	ওইনো	এ্যান		আধু-জ এইন্	
	ইউনো	এ			
দ্বি	ডুইয়ো	টু	ডভা,	পু-জ টুয়ো	দু
			ডভাই	আধু-জ জোয়ে	
ত্রি	ত্রি	থ্রি	ট্রি	পু-জ থ্রি	সে
				আধু-জ ড্রিয়ি	

চত্বর	কোয়াড্রা কোয়াটোয়ার্	ফোর্	চোয়েট্রি	পু-জ-ফুয়ার্ আধু-জ ভায়ার	চাহার
পঞ্চ	কুইন্কিউ	ফাইফ্	পঁয়েৎ	পু-জ ফিন্ফি আধুজ ফুন্ফ্	পেন্জ্
ষষ্	সেক্স	সিক্স	সেস্ট্	পু-জ সেস্ আধু-জ সিক্স	ষেস্
সপ্তন্	সেপ্তেম্ সেপ্তুয়া	সেভেন্	সেম্	পু-জ সিবন্ আধুজ সাইবেন্	হপ্ত
অষ্টন্	অক্টো	এইট্	অসম্ ভোসেম্	পু জ ওটো আধু জ অচট্	হেস্ত্
নবন্	নভেম্	নাইন্	ডভিয়্যাট্	পু জ নিগুনি আধু-জ নিয়ন্	নোয়
দশম্	ডিসেম্	টেন্	ডশিয়্যাট	পু-জ টেহান্ আধু-জ জেহেন্ জেন্	দে
বিংশতি	ভিজিন্টি ভিন্জিন্তি	টোয়েন্টি*	ত্ভাট্ জাট্	পু-জ টুয়েনটিগ্ আধু-জ জেয়ান্জিগ্	বিশৎ
ত্রিংশৎ	ত্রিজিন্টা ত্রিন্জিন্টা	থ্যার্টী	ট্রিট্জ্যাট্	পু-জ থ্রিটিং আধু-জ ড্রেজিগ্	সি
শত	সেন্টম্	হণ্ড্রেড্	স্টো	পু-জ হন্ত আধু-জ হণ্ডার্ট	শদ্

* ইংরাজী টোয়েন্টি, থ্যার্টি প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দ সংস্কৃত দ্বি ও ত্রি বা ইংরাজী টু ও থ্রি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবেক।

ক্রিয়া বাচক।

সংস্কৃত	আবস্তিক্	পারসীক	গ্রীক্	লাটিন্
দদামি	দধামি	দেহম্	ডিডোমি	ডো
দদাসি	দধাহি	দেহ	ডিডোস	ডাস্
দদাতি	দধেতি	দেহদ্	ডিডোটি	ডাট্
অস্মি	অহ্মি	হস্তম, অস্তম্	এম্মি	সম্
অসি	হহি	হস্তি		
		অস্তি	এস্‌সি	এস
অস্তি	অসতি	হস্ত	আহস্	
		অস্ত	এসটি	এসট্

ক্রমশঃ।

কল্পনা।

নমি আমি তব পদে কৃতাঞ্জলি পুটে
কল্পনে! কটাক্ষে মাতঃ! চাও দীন পানে;—
যার বলে কত শত কবি জাগরিত
আজি, এই কর্ম্মক্ষেত্র ভারতের মাঝে।
যাহার সাহসে মধু কুসুমের হার
গেঁথেছিলা সযতনে কাব্যোদ্যানে পশি।
আজি আমি, সেই কৃপাবলে নাহি ডরি
কারে ত্রিভুবনে। সময়ে সময়ে আমি
ভ্রমি এ উদ্যানে, তুলিব কুসুম কভু,
গাঁথিব মনের সাধে, কভু সাজাইয়া
অনুপ্রাসে আমি, সরল কুসুম হার।
যাইব তোমারে লয়ে যথা ইচ্ছা চলি,

অতল-সাগরে কভু গহন কান্তারে,
কভু পশি সরোবরে কুবলয় তুলি
সাজাইব প্রকৃতির সুঠাম কবরী;
কভু চলি যাব দিব লোকে, সাজাইতে
ইন্দ্রানীরে দেবসহ বাসবের বামে।
কিন্তু যাচে তব কাছে, অয়ি দয়াময়ি!
সদা যেন রয় দাস নয়নের কোণে।

উদয় সিংহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দিবা আগমনে সকলেই ব্যস্ত, - স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য-সম্পাদন করিতে সকলেই রত; কেহ বা প্রাতঃ-কৃত্য সম্পাদন করিতেছে, কেহবা পূত জাহ্নবী সলিলে অবগাহন করিয়া দেহ পরিতৃপ্ত করিতেছে;—সকলেই কোন না কোন কর্ম্মে ব্যস্ত;—কিন্তু এ পুরুষটী নদীর ধারে বসে কেন? হস্তে কপোল দেশ বিন্যাস করিয়া কেনইবা এ ভাবে বসিয়া রহিয়াছে? একটী সুকুমার বালক পুরুষটীর চারিদিগে ক্রীড়াকূর্দ্দন করিয়া বেড়াইতেছে; বালকটীর বয়স পাঁচ ছয় বৎসর; সুতরাং সে আর দুঃখের মর্ম্ম কি জানিবে?—তাহার হৃদয় সরলতাময়—চিন্তাকীট প্রবেশ করেনাই সুতরাং সে দুঃখের কাহিনী কেমনে অবগত হবে? এক একবার "মা" "মা' বলিয়া আধ আধ স্বরে ডাকিতেছে, আবার তৎপরক্ষণে কোন নূতন খেলা পাইয়াই সমুদয় ভুলিয়া যাইতেছে।

পুরুষটী দীর্ঘ; বর্ণ শ্যাম, চক্ষু দুটীর তারার রং কটা; মস্তকে লম্বা লম্বা চুল, শ্মশ্রু আছে – চুল পরিষ্কার নয়, ওষ্ঠাধর কিঞ্চিৎ পরিমাণে

পুরু, নাসিকা লম্বা; চক্ষের দৃশ্য ভাল নয়; একখানি অপরিচ্ছন্ন বসন পরিধান, তাহাও জানুদেশ অতিক্রম করিয়া নিম্নে নামে নাই; উত্তরীয় বসনের মধ্যে কটিদেশে জড়ান এক খানি গামছা। পুরুষটীকে দেখিলেই সৎবংশ জাত নয় বলিয়া নিশ্চয় জানিতে পারাযায়। পুরুষটীর ভাব-ভঙ্গিতে বোধ লইল যে, এব্যক্তি এ নগরবাসী নয়—একজন অপরিচিত। এব্যক্তি কি চিন্তা করিতেছে?—কেনই বা এক মনে বসে? তবেকি পুরুষটী অপরিচিত স্থলে আসিয়াছে বলিয়া ভাবিতেছে,—এ হতেও পারে। কিন্তু সবে দিবসের প্রথমাবস্থা; এমন সময় এত ভাবিত হইবার কারণ কি?—অবশ্যই অন্য কিছু কারণ থাকিবে।

সময় কাহারও আয়ত্ত নয়। স্তব স্তুতি করিলেও ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা করে না, আজিকার সময় যাইতেছে—কল্য আসিবে—ক্রমে সময় যাইবে—আসিবে না, গত কল্য ফিরিয়া আসিবে না—কালের গতি প্রবাহিনীর উর্ম্মিমালার ন্যায় এক দিকে চলিতেছে—ফিরিয়া আসিতেছে না—পরিশেষে অনন্ত সাগর তলে নিহিত হইতেছে। বেলা তিন চারি দণ্ড উত্তীর্ণ হইল, তথাপি পুরুষটী সেইস্থলে বসিয়া রহিয়াছে।—দিনমণির লোহিত ছবি গগণ মণ্ডলের শিখর দেশ হইতে ধরাতলে ক্রমেই সুতীক্ষ্ণ রশ্মিমালা বিকীর্ণ করিতে লাগিল—রৌদ্র পৃথ্বীতল উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। আমাদের অর্দ্ধপরিচিত পুরুষটীর পৃষ্ঠদেশ তপনদেব পরিহাসের নিমিত্ত অলক্ষিত ভাবে আসিয়া স্পর্শ করিলেন ঐ ব্যক্তি রৌদ্রের আতিশয্যতা হেতু তথা হইতে উঠিয়া একটী বৃক্ষ-চ্ছায়ায় আশ্রয় লইল। চিন্তাদেবীও সঙ্গের সাথী হইয়া তদনুসরণ করিল।

ইতি মধ্যে এক কামিনী যেখানে আমাদিগের নব পরিচিত যুবকটী বসিয়াছিল, যেখানে বসিয়া প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন ছিল, সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকটী এতক্ষণ পর্য্যন্ত পথের কাহাকেও

চিনিতে পারে নাই, এক্ষণে ঐই কামিনীকে পরিচিত জানিয়া তাহার নিকটে যাইবার নিমিত্ত দৌড়িল,—আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া আধ আধ বচনে "মা" "মা" সম্বোধন করিয়া রমণীর অঞ্চল ধরিল, রমণীও স্বীয় স্বভাব সিদ্ধ বাৎসল্য ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বালকটীকে নিজ অঙ্ক দেশে তুলিয়া লইল। রমণীর করুণ বিলাপে সকলেরই মন ব্যথিত হইল।

যতই রমণী পুরুষটীর নিকট বর্ত্তিনী হইল ততই শোকাবেগ দ্বিগুণতর বেগে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল,—কামিনী কোন রূপেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না, পুরুষটী যে তাহাকে সান্ত্বনা করিবে, সে আশাও নাই, পুরুষটী শোকে অভিভূত হইয়া বাক্য স্ফুরণ করিতে পারিল না, কেবলই অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া ধরাসিক্ত করিতে লাগিল। কামিনী মন্দগতিতে যুবকের সন্নিধানে আসিয়া সম্মুখীন হইয়া বসিলে কোন কথাই না কহিয়া উভয়েই নয়নাসার দ্বারা ধরাতল আর্দ্র করিতে লাগিল।

ক্ষণেক পরে পুরুষটী এক দীর্ঘ নিশ্বাস পতন পূর্ব্বক বলিল। "উঃ! দুরাচার কি নির্ম্মম, হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্র নাই!"

স্ত্রীলোকটী এতক্ষণ কাঁদিতে ছিল, একমনে হস্তে স্বীয় গণ্ডদেশ বিন্যাসিত করিয়া কত প্রকার বিলাপ করিতেছিল, এক্ষণে কাঁদা বৃথা, বিলাপ নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া সকল মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা কিয়ৎ পরিমাণে সম্বরণ করিয়া বলিল, "কেমন এক্ষণে সমুদয় নির্বিঘ্ন?"

পুরুষটী বলিল "সমুদয়ই" ক্রমশঃ।

কলিকাতা ১০নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট সত্যযন্ত্র হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট ৩৭নং বাটী শ্রীষোড়শীচরণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রেজিষ্টরি নং ১৩৬।

হিন্দু দর্পণ

সাহিত্য বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ আনা।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণকে এতদ্ভিন্ন ডাক মাসুল দিতে হইবে।

মফঃস্বল বাসী গ্রাহক সংখ্যা এক এক স্থলে ১০। ১২ জন হইলে ডাকমাসুলের সুবিধা।

১ম খণ্ড } ১৫ই আষাঢ় সোমবার ১২৮২ { ৭ম সংখ্যা

বঙ্গদর্শন ও শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা।

শীর্ষক লিখিত প্রস্তাবটীর উপর হস্তক্ষেপ করিয়া আমাদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ করা দুরাশা মাত্র; যেহেতু মলয় মারুত সর্ব্বদাই বিবিধ সুরভি সংযুক্ত কুসুমাবলী হইতে গন্ধ বহন করিয়া সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে, কিন্তু যদি কোন সময় দুর্গন্ধ বিমিশ্রিত হইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে, সেও তৎকালে বর্ত্তমান সত্ত্বে অমূলক বলিয়া সন্দিহান হইয়া থাকে, অথবা কোন বায়ুসেবনকারী প্রকৃত আরোপ করিলেও অপরের নিকট অবিশ্বাস ভাজন ও ঘৃণা এবং উপহাসের পাত্র হইয়া থাকেন। সেইরূপ আমাদিগের এতৎ সংক্রান্ত কোন মতামত প্রকাশ করিলে হয়ত তাহার নিকট মিথ্যাবাদী নয়ত বিদ্রূপ ভাজন হইতে হইবে। যাহা হউক, যৎকালে আমরা এই

বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিলাম, তৎকালে অনাথের ন্যায় কোন কোন সময় তর্জ্জন-গর্জ্জন-সংযুক্ত ভীষণকর ঝঞ্ঝাপাত, কোন কোন সময় দ্রুত ইরম্মদের অকস্মাৎ উজ্জ্বল প্রভাব, কোন কোন সময় দুরন্ত নিদাঘের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সদৃশ মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের খরতর রশ্মিমালার আতিশয্য ও কখন কখন বসন্তরাজানুমোদিত পিকবর সুললিত-স্বর-সংমিলিত মলয়ানিলের প্রীতিকর মন্দ মন্দ বায়ুর প্রবাহ সকলই সময় বিশেষে সহ্য করিতে হইবে। সাধারণতঃ বঙ্গ সন্তান গণের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা নির্বীর্য্য ও তোষামোদ প্রিয়; বড় লোকের কথায় দ্বিরুক্তি করিতে সাহসী হয়েন না। তাঁহারা যাহা একবার প্রকাশ করেন, তাহা অশেষ দোষসত্ত্বেও পাঠকদিগের চিত্তে বিশোধিত বলিয়া প্রতীত হয়। অধিকন্তু যাঁহারা অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়া দেন, তাঁহারাই আপাততঃ সর্ব্বসমক্ষে উপহাস ভাজন হইয়া থাকেন।

যে কোন মহাত্মা গ্রন্থকার হউন না কেন, সকলেই স্ব স্ব প্রণীত পুস্তকে অথবা প্রচারিত পত্রে কখনই স্বীয় মতের অনৈক্যে লেখনী চালনা করেন না। অথবা যে স্থলে একটী সামান্য তর্কে নতশির হইতে হইবে, সে স্থলে তাঁহারা কখনই সেই প্রবন্ধ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশিত করিতে সাহসী হয়েন না।

গত বৈশাখ মাসের 'বঙ্গদর্শন' প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত প্রথম প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া দেখি যে, প্রবন্ধলেখক শকুন্তলার প্রথমাবস্থার মিরন্দা ও দ্বিতীয়বস্থায় দেস্‌দিমোনাকে তুলনীয়া স্থিরী-কৃত করিয়াছেন। তাহা হউক লেখক মহাশয় এ বিষয়ে সতত্ত্বরাকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারিনা।

মিরন্দা শকুন্তলার প্রথমাবস্থায় তুলনীয়া; এবং ইহাদিগের উভয়ের পরস্পরগত সাদৃশ্য অনেকাংশে বিভিন্নতাইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার

করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দুষ্মন্তে গোমূত্রবিন্দু পতনের ন্যায় এই প্রবন্ধ আমাদিগের প্রীতিকর ও চিত্তাকর্ষক হয় নাই। লেখক শকুন্তলার চরিত্র সামান্যা অনাথিনীর চরিত্রাপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, শকুন্তলা প্রকৃত সরলা কামিনী নন স্থিরীকৃত করিয়াছেন এবং মিরন্দা কামিনী কুলের শ্রেষ্ঠতমা, সরলা পতিব্রতা সাধ্বী বলিয়া জনসমাজ মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইবার নিমিত্ত কত প্রকারে সজ্জিত করিয়াছেন। অন্ধের যষ্টি, বৃদ্ধের তরুণী-ভার্য্যা যেমন কালবশে একমাত্র উপায়; মিরন্দা ও তেমনই লেখকের সময় বশে একমাত্র উপায়। লেখক যতদূর পারিয়াছেন, মিরন্দাকে অপর সজ্জিত অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন, কোন মতে অপরের নিকট চারিত্রে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

দ্বিতীয়াবস্থায় দেস্‌দিমোনা তুলনীয়া; কেননা উভয়েই গুরুজনের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। উভয়েই স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। কিন্তু লেখক শকুন্তলার দোষ দেখাইয়াছেন যে, যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষাসত্ত্বেও চাতুর্য্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন যে, "অনার্য্য আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ।" যখন তদুত্তরেও রাজা বলিলেন, "ভদ্রে। দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে,' তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন,

"তুম্হেজ্জেব পমানং জাণধ ধর্ম্মত্থিদিঞ্চ লোঅস্স।
লজ্জাবিণিজ্জিআও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥"

ওদিকে যখন ওথেলো দেস্‌দিমোনা কে প্রহার করিয়া দূরীকৃত করিলেন, তখন দেস্‌দিমোনা এই মাত্র উত্তর দিয়াছিলেন যে, "আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিবনা।" আবার যখন ওথেলো বিনাপরাধে কুলটা বলিয়া অপমানের এক শেষ করিয়াছিলেন, তখনও

দেস্‌দিমোনা বলিয়া ছিলেন; "আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন" তৎপরে যখন একেবারে পতি স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিলেন তখন ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,

... . O good Iago
What shall I do to win my lord again?
Good friend, go to him for by this light of heaven,
I know not how I lost him; Here I kneel;— "

অবশেষে মৃত্যুকালে যখন ইমিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একার্য্য কে করিল?" তখনও দেস্‌দিমোনা বলিলেন "কেহ না আমি নিজে। চলিলাম! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানিও। আমি চলিলাম!"

যাহা হউক, এস্থলে এক মাত্র বিবেচ্য যে, শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনার তৎকালীন অবস্থা কিরূপ? উত্তর,—রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে নিজপ্রিয়তমা বলিয়া চিনিতে পারেন নাই আরও তিনি এতদূর ভ্রমান্ধ হইয়াছিলেন যে, শকুন্তলা তাঁহার পরিণীত ভার্য্যা কি না? তাহাও তিনি জ্ঞাত নহেন, অধিকন্তু তিনি এই বিষয় লইয়া শকুন্তলার সহিত ব্যঙ্গছলে নানাপ্রকার উপহাস জনক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহাতে এক সাধ্বী অবলা নারীর মনে কতদূর না ক্ষোভের উদ্রেক হয় এবং এই হেতু স্বামীর প্রতি যথেচ্ছামত স্ত্রীজনানুচিত কটূক্তি প্রয়োগ করায় এত দোষাবহ ও ন্যায় বিরুদ্ধ হয় নাই যে, তাহাতে তাঁহাকে প্রকৃত অপরাধিনী বলিয়া স্বীকার করা যায়। আর দেস্‌দিমোনার চরিত্র সরলতাময়। ওথেলো যখন দেস্‌দিমোনাকে অপমানিতা করেন, তৎকালে ওথেলোর চরিত্র সংক্রান্ত কোন দৈব বিপর্য্যয় ঘটে নাই, তিনি নিশ্চয় জানিতেন, যে, তিনি তাঁহার পত্নীকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, সুতরাং দেস্‌দিমোনা যে উদ্ধতাবিরহিতা থাকিবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? আমরা

দুইজনের শেষ লীলার চরিত্র দর্পণে ধরিলাম; পাঠকগণ! উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া লইবেন।

পরিশেষে লেখক আচার্য্য-মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সমালোচনা সমাপন করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় এখানে ব্যাঘ্রাচার্য্য আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হওয়া যুক্তি সঙ্গত হয় নাই। যেহেতু ইহা তাঁহার কর্তৃত্বাধীনী সুন্দরবন নয় যে, যথোচিত কার্য্য করিবেন।

আর ও ইনি এই পদাসীন থাকিলে ঘাট অঘাট হইবে, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট কিছুমাত্র বিচার থাকিবেনা। লেখক যেন এভার কোন উপযুক্ত আচার্য্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিরস্ত থাকেন, নচেৎ কালিদাসের অপমৃত্যু ঘটিবে। যে হেতু যে কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী কবি, যিনি নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন, যাঁহার কবিতার লালিত্য সকল স্থলে বিরাজিত রহিয়াছে, তিনি কি না এক জন এলিজা-বেথের সমকাল বর্ত্তী (এলিজাবেথের সময় ভারতবর্ষে মুসলমানসম্রাট আকবর ছিলেন) কবি সেক্সপীয়রের পরবর্ত্তী হইবেন? তাঁহার প্রণীত শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা হইতে অনুকরণ করিয়াই প্রণীত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হইবে?—কখনই নয়। বোধহয় কালিদাসের সময় ইংরাজী একটী স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া পরিগণিত ছিল না। অপিচ, শকুন্তলা মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা হইতে অনুকরণ করা নয়। যদ্যপি শকুন্তলা কালিদাসের স্বকপোল-কল্পিত হইত, কোমল হস্তে গঠিত হইত, তাহা হইলে এক পল, বিপল, অনুপলের জন্যে ও স্বীকার করিতে পারিতাম যে, ইহা মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনার জীবনের অনু করণীয় এবং একমুহূর্ত্তের জন্যেও সন্দেহ আমাদের অন্তরে স্থান পাইত, কিন্তু সে সন্দেহ আর নাই—ইহা আদি সংস্কৃতজ্ঞ দ্বৈপায়ন ব্যাস প্রণীত প্রসিদ্ধ নামা গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গত; মহাভারতে ইহার যথাযথ বে বর্ণিত আছে। কবিবর কালিদাস কেবল সেই স্থলটী উদ্ধৃত করিয়া দৃশ্য কাব্যে পরিণত করিয়াছেন।

রাজপুত মহিলা।*

১।

সখি। কি হইল হায়।
হৃদয় জ্বলিয়া যায়,
প্রাণ করে যে কেমন,
না জানি কপালে মোর,
কি হবে ঘটন।

২।

যবে ব্যাকুল অন্তরে,
পুষ্প চয়নের তরে,
করি উদ্যানে গমন,
স্পন্দিত হইল মোর,
দক্ষিণ নয়ন।

৩।

সখি। না জেনে না শুনে,
পুষ্প তুলিনু যতনে,
অষ্ট মূর্ত্তির উদ্দেশে,
চলিনু ত্বরিত-পদে
পুজিতে মহেশে।

৪।

যবে মন্দিরের দ্বারে,
এনু চিন্তিত অন্তরে,
পদ হইল স্খলিত,
হাত হতে ফুলচয়,
হইল পতিত।

---

* খৃষ্টীয় ১৩০৩ সালে খিলিজি বংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা আলাউদ্দিন স্বয়ং চিতোর নগর আক্রমণ করেন। বহুকাল হইতে চিতোরের দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া বিখ্যাত; ফলতঃ এই সময় রাজপুতানার অন্যান্য ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে চিতোর প্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিল, এবং তত্রত্য রাজা অন্যান্য রাজপুতরাজাদিগের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা নগর আক্রমণ করিলে রাজা প্রভূত বিক্রমের সহিত স্বাধীনতা রক্ষা করেন, কিন্তু অবশেষে পরাভূত হইয়া শত্রুহস্তে বন্দী হন। তদীয় রাজ্ঞী যুদ্ধের এই অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া চিতারোহণে প্রাণত্যাগ করেন।

৫।

শিব পূজিবার তরে,
সখি! মন্দির ভিতরে,
পশিলাম যবে হায়!
অগণন চিন্তা কত,
আমারে ভাবায়।

৬।

মন হল উচাটন,
পুষ্প করিনু গ্রহণ,
হাত কাঁপিতে লাগিল,
ভব শিবে ফুল দিতে,
মন না সরিল।

৭।

বহু করিয়া যতন,
স্থির করিলাম মন,
ধীরে ধীরে দেবশিরে,
বিল্বদল সহ পুষ্প,
দিলাম কাতরে।

৮।

সে ফুল সৈ বিল্বদল,
পরশিল ধরাতল,
শিব মহসা কাঁপিল,
বজ্রনাদে ঘনঘর,
গরজি উঠিল।

৯।

তনু শিহরি উঠিল;
ভয়ে প্রাণ চমকিল,
ধরা দেখিনু আঁধার,
বুঝিনু কপাল সই!
ভেঙ্গেছে এবার।

১০।

সে অবধি মম মন,
হইয়াছে উচাটন,
উপায় না দেখি আর,
কি করিলে হবে সখি,
এর প্রতীকার

১১।

বিধি প্রতিকূল অতি,
অভাগিনী দাসী প্রতি,
আর নাথের বদন,
দেখিতে পাবেনা বুঝি,
হবেনা মিলন।

১২।

চিতোরের দিনমণি,
মনে হেন অনুমানি,
অস্তমিত প্রায়, হায়
চিতোরের রাজলক্ষ্মী,
বুঝিবা পলায়

১৩।
এইরূপে রাজরাণী
পতি অমঙ্গল গণি
শোকে অধীরা হইল,
ধীরে ধীরে সখী তবে
বুঝাইতে লাগিল।

১৪।
"কেন ক্ষত্রিয় নন্দিনী,
হয়ে ক্ষত্রিয় গেহিনী,
ভীরু নারীর মতন,
অস্থিরা হতেছ এত
কেন অকারণ?

১৫।
"ক্ষত্রিয়ের চূড়ামণি
তোমার জনক যিনি,
কত যবন করিরে
বাহির করেছে মদী
তুমুল সমরে।

১৬।
"তব প্রণয়ের ধন,
যাঁর বিক্রম কথন,
গিরি গহন কাননে
উঠেছিল জয় নাদে
রাজপুতগণে।

১৭।
"যাঁর প্রতাপে কম্পিত,
আছে রাজপুত যত,
আজি সামান্য যবন
আসিয়াছে তাঁর সহ
করিবারে রণ।

১৮।
"তুমি বীরের নন্দিনী
তুমি বীর সোহাগিনী
মিছে কাঁদ কেন সতি,
সমরে জিনিয়া তার
আসিবেন পতি।"

(ক্রমশঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন বর্ত্তমান মাসের মধ্যে স্ব স্ব দেয় মূল্য পরিশোধ করেন। আর এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত যাঁহারা 'হিন্দুদর্পণ' সংক্রান্ত পত্রাদি প্রকাশকের বাটীতে পাঠাইতে ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে তথায় না পাঠাইয়া শ্যামবাজার বৃন্দাবন পালের লেন ৫নং বাটী (হিন্দুদর্পণ কার্য্যালয়ে) পাঠাইবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ

কলিকাতা ১০নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট সত্যযন্ত্র হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং শ্যামবাজার বৃন্দাবন পালের লেন ৫নং বাটী হিন্দুদর্পণ কার্য্যালয় হইতে শ্রীষোড়শাচরণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রেজিষ্টারি নং ১৩৬।

হিন্দু দর্পণ

সাহিত্য বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।
নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ আনা।
মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণকে এতদ্ভিন্ন ডাক মাসুল দিতে হইবে।
মফঃস্বল বাসী গ্রাহক সংখ্যা এক এক স্থলে ১০। ১২ জন হইলে ডাকমাসুলের সুবিধা।

১ম খণ্ড } ১লা শ্রাবণ শুক্রবার ১২৮২ { ৮ম সংখ্যা

আর্য্য-ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উপরোক্ত শব্দোচ্চারণের সৌসাদৃশ্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এক আদিম ভাষা হইতে পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। আর যে, উচ্চারণ গত অল্প বিভিন্নতা দৃষ্টি গোচর হয়, তাহা কেবল পরস্পর ভিন্ন দেশে বাস হেতু ঘটিয়াছে। আর্য্যেরা পরস্পর একত্র বাস কালীন যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিত এবং প্রতিবেশিমণ্ডলীর ন্যায় চলিত ভাষায় গার্হস্থ্য বিষয়ক কথোপকথনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহারই প্রায় উচ্চারণ গত সাদৃশ্য দেখা যায়। আরও একত্র বাস কালীন তাহারা যে সকল পশু পক্ষী ও উদ্ভিজ্জের বিষয় জানিত, তাহাদের নামেরও অনেক সাদৃশ্য আছে। যে

রূপ, সংস্কৃত 'গো' শব্দ, ইংরাজী 'কো' জর্ম্মণ 'কু'। বৃক্ষাদি—সংস্কৃত ভূট্টা ইংরাজী ওট ইত্যাদি। কিন্তু পশু পক্ষ্যাদির নাম সংক্রান্ত উচ্চারণের ঐক্যতা অতিশয় বিরল, এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্বসমাজ বদ্ধ স্থিরীকৃত করা অতি দুরূহ। যে হেতু আর্য্যেরা যৎকালে এক সমাজ শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাসস্থান নিরূপণ করিল, তৎকালে, তাহারা সমাজবদ্ধাবস্থায় যে সমুদয় পশু পক্ষী ও উদ্ভিজ্জাদির নামকরণ করিয়া ছিল, সে সমুদয় ভিন্ন, দেশ ভেদে নূতন নূতন পশু পক্ষী উদ্ভিজ্জের নূতন নূতন নামকরণ হইয়াছে। যদিও এক জাতীয় পশু পক্ষী উদ্ভিজ্জাদি অনেক স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। তথাপি এক জাতি সত্ত্বেও তাহাদিগের পরস্পরের নামের বিভিন্নতায় পাঠকদিগের চিত্তে সন্দেহ জন্মিতে পারে; আমাদিগের বিবেচনায় পাঠকদিগের মনের সেই বিকার ভাব অকিঞ্চিৎকর, তাঁহারা ধীরান্তঃকরণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবগত হইবেন যে, তৎকালে পরস্পর রুচি ও উপযোগিতার উপর নির্ভর করিয়া যাবতীয় জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। বোধ হয়, এই সমুদয় নাম করণ কখনই সমাজবদ্ধাবস্থায় ঘটে নাই, তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণেও নামের সৌসাদৃশ্য পাওয়া যাইত। কিন্তু সচরাচর ব্যবহৃত শব্দের (পিতৃ, মাতৃ ইত্যাদি) কোন রূপান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, ইহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্রমশঃ।

আমাদের দুর্গতি কেন?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই একতা সম্বদ্ধ হইলেই আমরা সুখী, নিরাপদ ও প্রশংসা ভাজন হইব। অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথপুত্র মতিমান্ রামচন্দ্র এই পারিবারিক একতা অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ কাল কেমন সুখসচ্ছন্দে

ও নিরাপদে জীবন ক্ষেপণ করিয়া ছিলেন।—তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি ও বিখ্যাত রাজ্যের রাজা হইয়াও ভ্রাতৃগণের সাহায্যে ও একতা গুণে কেমন প্রজাবাৎসল্য ভাবে ও নিরুপদ্রবে রাজ্য শাসন করিয়া ছিলেন। তদ্ভ্রাতৃগণের মধ্যে একতা না থাকিলে কখনই তিনি অপ্রতিহতপ্রভাবে ও নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যপালনে সমর্থ হইতেন না। অনেকে এরূপ বলিতে পারেন যে, যে ব্যক্তি প্রায় সমস্ত জীবনই ঐরূপ কষ্টে ও বিপদে কালাতিপাত করিয়াছেন; তাঁহাকে কিরূপে সুখী ও নিরাপদ বলিতে পারা যায়। এস্থলে ইহাই বক্তব্য যে, সূর্য্য-কুল-তিলক রামচন্দ্র যেরূপ দুস্তর বিপদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন, যদি ভ্রাতৃবর্গের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য থাকিত—যদি পরস্পরের মন হইতে একতার মধুরমনোহর ভাব স্খলিত হইত, তবে কোন ক্রমেই সেইরূপ অতল জলধিতল হইতে তাঁহার উদ্ধারের উপায় থাকিত না। ঘোর বিপদ জালে জড়িত হইলেও তিনি ভ্রাতৃবৃন্দের সদ্ভাব ও সম্মানভাব স্মরণ-পুরঃসর আপনাকে সুখী, সন্তুষ্ট ও নিরুপদ্রুত বিবেচনা করিতেন। পারিবারিক একতার এই সুখ—এই সুখময় ফল,—এই মধুর পরিণাম; ইহাকেই নিরুপদ্রব বলা যায়। ভ্রাতৃ-সদ্ভাব-সমুদ্ভাবিত সুখ ও আনন্দ যে কিরূপ বিমল, সরল, মধুর ও মনোরম, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। অতএব পারিবারিক একতা কত প্রয়োজনীয়ও সুখজনক। এই একতা আমাদের মধ্যে সকলেরই শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য; এরূপ করিলে আমরা সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারক হইব।

ভ্রাতৃবর্গের সহিত একতা স্থাপন যেমন সুখকর, তাহাদের সহিত একতার লোপও সেইরূপ দুঃখ জনক, ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহৈশ্বর্য্যবান্ লঙ্কেশ্বর রাবণ অতুল বিভবের অধিকারী

হইয়াও পরিশেষে ভ্রাতার সহিত অনৈক্য হেতু সবংশে নিহত হইলেন। রাবণ স্বীয় বাহুবলে ত্রিভুবনজয়ী হইয়াছিলেন বটে;—কোন বস্তুরই তাঁহার অভাব ছিলনা;—তাহার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইতে কেহই সমর্থ ছিলেন না যথার্থ, কিন্তু একমাত্র ভ্রাতৃবিরোধই তাঁহার কাল স্বরূপ হইয়াছিল। এমন কি এই একতাভাবে তাঁহাকে পরিবার-পুত্র কলত্রাদির সহিত অকালে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। কৌরবেরা পাণ্ডব দিগের সহিত বিবাদ করিয়া পরিশেষে সকলে শমন-সদনে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা যদি পাণ্ডবদিগের সহিত একতা ও সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া একত্রে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই অসময়ে শমন ভবনের দ্বারস্থ হইতেন না, কখনই কেহ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না, তাঁহাদের রাজ্য সকল দিকে বিস্তৃত হইত, এবং বাহু-বলও জগতে চিরস্মরণীয় হইত; কিন্তু তাঁহারা পাণ্ডব দিগের সহিত একতা লোপ ও বিবাদ করিয়া আপনারা রাজ্যও পাইলেন না, লাভের মধ্যে তাঁহারা সকলে ও তদনুসঙ্গে অন্যান্য অনেকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইহার আরও একটী দৃষ্টান্তস্থল প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে, সুন্দ উপসুন্দ নামে দুই পরাক্রমশালী ভ্রাতাও পরস্পরের বাহুবলে পৃথিবী তাড়ন করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা সেই ভ্রাতৃ-একতা আজীবন মর-ণান্ত কখনও বিস্মৃত না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা পরস্পর সৌভ্রাত্র প্রভাবে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান অধীশ্বর হইতেন, সে বিষয়ে লেখনী চালনা করা বৃথা। কিন্তু তাঁহারা এক লাবণ্যবতী রমণী সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তল্লাভার্থ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে শমন সদনে গমন করিলেন। অতএব আমাদের পরিবারের মধ্যে পরস্পরের একতা লোপ অতিশয় অনিষ্টকর এবং একতা স্থাপন অতি সুখ দায়ক; সুতরাং পারিবারিক একতা লাভার্থ সবিশেষ যত্নবান হওয়া সকলের সম্পূর্ণ রূপে বিধেয়।

ক্রমশঃ।

রাজপুত মহিলা।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

১৯

জয় মহম্মদ জয়!!
ব্যাপ্ত হল সর্ব্বময়,
দূত ত্বরিত আইল,
"মহারাজ বন্দী" বলে
কাঁদিয়া পড়িল।

২০

যথা ঝটিকার বলে,
পড়ে কদলী সমূলে,
সতী তেমতি ভূতলে,
খসিয়া পড়িল বিধু
অবনী মণ্ডলে।

২১

কিম্বা যথা কুরঙ্গিনী
নাথ ভ্রষ্টা পাগলিনী
নিষাদের তীক্ষ্ণ বাণে,
পড়েরে যেমতি হায়া
বিষণ্ণ বদনে।

২২

সখী জীবন কারণ,
সুখে সিঞ্চিল জীবন,
করি অঞ্চল বীজন,
বহুক্ষণ পরে সতী—
মেলিলা নয়ন।

২৩

বহু করিয়া যতন,
দেহে আসিলে জীবন,
সতী উঠিলা তখন,
আদেশিলা সখীগণে
চিতার কারণ।

২৪

কাষ্ঠ সজ্জিত হইল,
হুতাশন প্রজ্বলিল,
ধূম্র দিগন্ত ব্যাপিল,
প্রচণ্ড অনল তেজ
গগণে উঠিল।

২৫

কাঁদে সহচরী, চলিলা সুন্দরী,
ত্রিভুবন সতী রূপে আলোকরি
অনলে আসিয়া জীবন সঁপিল,
আলোকেতে যেনআলো—
মিশাইল।

২৬

ভারতের মণি রমণী এমনি,
তুলনা যাঁদের নাজানি না শুনি
সাধ্বী পতিব্রতা রমণী রতন,
ত্যজিলা জীবন উজলি ভুবন।

উদয়সিংহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পাঠক! কথা প্রসঙ্গে বোধ হইল, ইহাদের কোন গুপ্ত বিষয় আছে, তাহা না হইলে এরূপ অসংলগ্নরূপে কথোপকথন করিবে কেন? যে ভাব ব্যক্ত দ্বারা মনোগত ভাব পরিজ্ঞাত হওয়া সুকঠিন, এরূপ ভাবই বা কেন প্রয়োগ করিবে।

স্ত্রীলোকটী বলিল। "আমারই অদৃষ্ট ———"

রমণী কাঁদিয়া উঠিয়া আর নিজভাব প্রকাশ করিতে পারিল না, আন্তরিক যাতনায় কণ্ঠরোধ হইয়াগেল, কেবলই আঁখি যুগল হইতে দর দর ধারায় অনিবার অশ্রুবারি পতিত হইয়া, পরিধেয় বসন আর্দ্র করিতে লাগিল। ক্রোড়স্থ বালকটি কামিনীর ক্রন্দন দেখিয়া 'মা কাঁদিস্ কেন?' 'মা কাঁদিস্ কেন?' আধ আধ স্বরে এই কথা বলিয়া রমণীর হৃদয় সুশীতল করিতে লাগিল। রমণী বালকের চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত নানাবিধ কথা পাড়িতে লাগিল।

পুরুষটী বলিল। "কলির কি এত প্রতাপ?"

কামিনী বলিল। "হবে না কেন? – কালদোষে সব হইয়াথাকে, আর ও যে অদৃষ্টে কত ঘটে, তা কে বল্‌তে পারে?"

পুরুষ। "যাহক, যদ্যপি পরমেশ্বর দিন দেন, যদি কখন ও গৃহ লক্ষ্মী আমাদের উপর সুপ্রসন্ন থাকেন, তখন এর কথা – তখন এ মনস্তাপ নিবারিত হবে। এক্ষণে সমুদয় সহ্য করিতে হইবে।" কামিনী বিরক্ত স্বরে বলিল "চুপকর এখন্! চুপ্ কর্ – আর পূর্ব্ব শোক জাগরিত করিবার প্রয়োজন করে না – এখন বাঁচুক – তার পর ওকথা বলিস্।"

পুরুষটী কিছু অপ্রতিভ হইল, আর কোন কথা কহিল না চুপ করিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া রহিল। এক নিমিষের মধ্যে কামিনীর ক্রোধ দপ,

করে জ্বলে উঠেছিল, তৎপরক্ষণেই এই অপরিচিত প্রদেশে স্বীয় সঙ্গী-কে ম্রিয়মান দেখিয়া বিনীতস্বরে তাহার ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত বলিল? "আগে আমাদের কপাল গুণে যদি বাঁচে, তার পর এ কথা বলো—তখন একথা বলিলে খাটবে, কিন্তু এখন একথা বল অপমানের বিষয় বই আর কিছুই নয়।"

পুরুষ। "তবে এখন আমাদের উপায়—আমাদের যাইবার স্থান কোথায়?'

কামিনী। "উপায় নিরুপায়—যাইব অকুল পাথারে।"

পুরুষ। "অকুল পাথারে যাইব—তরি কোথা?"

কামিনী। "কেন মনসাগরে আশাতরি ভাসমান রয়েছে জীববায়ু যতদিন থাকিবে, বিকৃতিভাব ধরিবে না, তত দিন আশাতরি মনসাগরে ভাসমাণ থাকিবে।"রমণীর মলিন আস্যে হাস্যের দেখাদিল; জীমূত—মন্দ্রে সৌদামিনীর আবির্ভাব হলে যে রূপ শোভাধারণ করে রমণীর মুখে আজ হাস্যের সেই রূপশোভা দিল। রমণী একটু হাসিল,কিন্তু সে হাসি কতক্ষণ? নিমিষে সেই রম্যভাব রমণীর কোমল মুখদেশে মিশাইয়া গেল। রমণী পরক্ষণে আবার ম্রিয়মানা, আবার বিরস বদনে নম্র মুখী হয়ে অবিরল অশ্রুবারি পতনে ধরা সিক্ত করিতেছে।

পুরুষটী বলিল। "তবে এখন আমরা যাইব কোথায়?

স্ত্রীলোক। "অনিশ্চিত—কোথায় যাইব যে, তাহার কোন স্থিরতা নাই।"

পুরুষটী কিছুক্ষণের জন্য তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল। অবনতমুখে যেন কি ভাবিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটী স্বভাবতঃ ভাবভঙ্গিতে যেরূপ চতুরা, বুদ্ধিমতী বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল, বাস্তবিক কার্য্যেও তদ্রূপ; চতুরা বুঝিল যে তাহার সঙ্গী তাহার কথা শুনিয়া নিরুৎসাহী হইয়াছে, সমুদয় আশাই একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছে। তাহার এরূপ নিরুৎসাহ

ভাবে কার্য্যহানি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখিয়া উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত রমণী বিবিধমত চেষ্টা করিতে লাগিল। নানা প্রকার আশ্বাস দিতে লাগিল।

পুরুষটী কথঞ্চিৎ উৎসাহিত হইয়া সৌৎসুকান্তরে বলিল 'ভদ্রে। এক্ষণে কোথায় যাইবে বল?'

কামিনী বলিল। 'যে স্থানে যাইলে আমাদের উপকার সাধিত হইবে, তথায় যাইব।'

পুরুষ। 'এক্ষণে কোথায়?'

কামিনী। "ইচ্ছা—দেওলা নগরে যাইব।"

পুরুষ। 'সেখানে গেলে কি কার্য্যসিদ্ধি হবে?'

কামিনী। 'কেমন করে জানিব—হইলে হইতে পারে, আমাদের অদৃষ্ট, সাধ্যমত যত্ন করিতে ত্রুটি কেন করি?'

পুরুষ। "তথায় কার কাছে যাইবে?"

কামিনী। 'দেওলাধিপতি রাজাধিরাজ সিংহরায়ের নিকট—এখন চল, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, বিলম্বে কার্য্য হানির সম্ভাবনা।

পুরুষ। 'তবে চল,—যদি এখন যাওয়া হয়, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। রৌদ্রের উত্তাপ ক্রমশঃই বেড়ে উঠছে।'

কামিনী। 'হাঁ বিলম্বে প্রয়োজন করে না, তবে চল।"

রমণী উঠিল, আর ক্ষণেকের জন্য বিলম্ব করিল না যদিও কৃশাঙ্গী, পরিশ্রান্তা শোকাক্রান্তা, তথাপি বলিষ্ঠার ন্যায় সবলে বৃক্ষতল হইতে উঠিল। পুরুষটীও বালকটীকে ক্রোড়ে করিয়া উঠিল। উভয়ে একমনে জগদীশ্বরকে প্রণাম করিয়া আপনাদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত সানুনয়ে প্রার্থনা করিয়া দেওলাভি মুখে যাত্রা করিল।

কলিকাতা ১০নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট সত্যযন্ত্র হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং শ্যামবাজার বৃন্দাবন পালের লেন ৫নং বাটী হিন্দু দর্পণ কার্য্যালয় হইতে শ্রীষোড়শীচরণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত

রেজিষ্টারি নং ১৩৬।

হিন্দু দর্পণ

সাহিত্য বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ আনা।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণকে এতদ্ভিন্ন ডাক মাসুল দিতে হইবে।

মফঃস্বল বাসী গ্রাহক সংখ্যা এক এক স্থলে ১০। ১২ জন হইলে ডাকমাসুলের সুবিধা।

১ম খণ্ড } ১৫ই শ্রাবণ শুক্রবার ১২৮২ { ৯ম সংখ্যা

উদয়সিংহ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গিরিসঙ্কটে।

দূর হইতে পশ্চিমাংশে যাহা ঘোরা কাদম্বিনীর ন্যায় বোধ হইতে ছিল, আকাশের দুর্যোগ বলিয়া দূরগমনেচ্ছু পথিকদিগের মনে আশঙ্কার উদ্রেক হইতেছিল, সেটী ভীতিজনক বস্তু নয়,—আকাশের প্রকৃত দুর্যোগ নয়, পান্থদিগের জীবন সংহারের-কালদণ্ড নয়।—এটী পর্ব্বত।—আর্বলী পর্ব্বত।—পর্ব্বতের শিখর দেশ বহুবিধ বৃক্ষ লতা-গুল্মাদিতে সমাচ্ছন্ন থাকায় অপরিচিত পান্থগণের মনে আকাশে

নীল মেঘোদয় বলিয়া বাস্তবিক শঙ্কার উদ্রেক হইয়া থাকে, একে নির্জ্জন প্রদেশ,-তাহাতে সামান্য নিরাপদ—স্থলও নাই, আবার ইহার উপর মেঘের ঘন ঘটা দেখিলে পথিকদিগের মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইবে, ইহার আর বিচিত্র কি?—পাঠক! আমাদিগের পরিচিত পান্থত্রয় যে এই অবস্থায় অবস্থিত, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা পুনরুক্তি-মাত্র। ঐদেখ—তাহারা ভয়ে দ্রুতপদে নিকটস্থ প্রদেশে আশ্রয় লইবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে,কোনদিকেই আর মনঃসংযোগ নাই কেবলই-কিরূপে আশ্রয় স্থান পাইয়া অদ্যকার নিমিত্ত রক্ষা লাভ করিবে, সেই বিষয়েরই-চেষ্টা করিতেছে।—এ কি?—হঠাৎ ভাবের বৈপরীত্য কেন?—ঊর্দ্ধ্বঃ শ্বাসে দৌড়িতে ছিল, ইহারমধ্যে আর বিশ্রামার্থে কেন বসিল।—এতক্ষণে মুখ মণ্ডলে ভয়ের চিহ্ন দেখা দিতেছিল, হঠাৎ হাস্যভাব কেন আসিল।

পাঠক! বুঝিতে পারিয়াছ।—তাহাদিগের ভয়ের কারণ প্রকৃত নয়—চিন্তাবেগ অমূলক; তাহারা ভ্রমবশতঃ ছায়ানুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু সে ছায়া প্রকৃত বস্তুর ছায়া নয়; উহা কাল্পনিক। মনেই উদয় হইয়াছিল, মনেই লয় প্রাপ্ত হইল, সুতরাং যতই তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহাদিগের অন্তরের সেই আশঙ্কা অপনোদিত হইতে লাগিল, এক্ষণে তাহাদিগের আর কোন ভয় নাই। ভাবী দুর্যোগের কোন বিপদ জনক আশঙ্কা নাই।

পর্ব্বতের-পৃষ্ঠ-দেশ অতি রমণীয়; নানাবিধ বর্ণে পর্ব্বতাঙ্গ সুরঞ্জিত। কোথাওবা জাঁতি, যুথী, সেবাতি, মল্লিকা, কিংশুক প্রভৃতি কুসুমচয় প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধবহ সহ দিগাঙ্গনাকে পরিশোভিতা করিতেছে, কোথাও বা এলালতা প্রিয়তম বোধে সহকারকে আলিঙ্গন করিয়া প্রণয়োপহার প্রদান করিতেছে। কোথাও বা বিবিধ বর্ণের বিহঙ্গম বৃক্ষশাখায় আসীন হইয়া সুললিত স্বর সংযোগে প্রকৃতির

রম্য ভাব বৃদ্ধি করিতেছে, প্রকৃতির ভাব সম্যক্ নিস্তব্ধ নয়।—কখন কখন অশ্বগণের হ্রেষারব, দন্তি যূথের বৃংহিত শব্দ, পক্ষী-গণের মিশ্ররব এবং অপরাপর জন্তুদিগের মিশ্রিত চীৎকারে বনস্থলী-কোলাহলময়ী করিতেছে।

পর্ব্বতের-পার্শ্ব-দেশ দিয়া একটী অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ পথ আছে, এমন কি, দুই জন পথিক এক শ্রেণীভূত হইয়া সম পদ ক্ষেপণ করিয়া গমন করিতে পারেনা। এই পথ দিয়া সন্নিকট বর্ত্তী দেশস্থ গুপ্ত চরেরা গমনাগমন করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী রাজাগণ স্ব স্ব সাম্রাজ্য ও আপনাকে বিপদমণ্ডলী হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন বাস্তবিক, এইরূপ সঙ্কীর্ণ পথ এই সমুদয় উপায়ের নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয়। পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষাবলী থাকায় কখন যে ইহাতে সূর্য্যরশ্মি প্রবিষ্ট হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না; সুতরাং পরিশ্রান্ত পথিকদের পক্ষে এই স্থল অতি স্নিগ্ধ কর সুখ দায়ক।

মধ্যাহ্ন কালে আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত তিন জন পান্থ এই আপাততঃ মনোরম স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল, স্ত্রীলোক ও পুরুষ-টীর মুখদেশ রৌদ্রের উত্তাপ লাগিয়া কালিমা বর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখের আর প্রকৃত সেশোভা নাই, কলেবর ঘর্ম্মাক্ত।—উভয়েরই আপাদমস্তক হইতে অনর্গল ধারায় ঘর্ম্মবারি নিঃসৃত হইতেছে। স্ত্রীলোক নিজ অঞ্চল দ্বারা মুখের ঘাম মুছিলেন, বালকের মুখদেশ পরিষ্কার করিয়া দিলেন, কিন্তু বালকের মুখভাতি তত বিকৃত ভাব ধারণ করে নাই। পুরুষটীও নিজ অঞ্চল দ্বারা মুখ মুছিয়া সকলেই শ্রম পরিহারের নিমিত্ত পথিমধ্যে বসিল।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গ লেখক।

হে উন্নতিশীল বঙ্গলেখক গণ! তোমাদের বুদ্ধির কি অসীম তীব্রতা; তোমরা ভারতের উন্নতিশীল যুবক; তোমরা লেখনী সহযোগে যখন যাহা ইচ্ছাকর, তখনই তাহা সম্পাদিতকর, এই হেতু তোমাদিগের নাম সম্পাদক। তোমরা দেশের কুপ্রথা উন্মোচন কর, দেশের কুনীতি কন্টক উৎপাটন করিয়া সাগরবক্ষে নিক্ষিপ্ত কর, তোমাদিগের ঐ গজাননের লম্বোদরটীর ভিতর গুপ্তভাবে কত কত মহীয়সীশক্তি বিরাজমান রহিতেছে; অতএব তোমাদিগকে আমরা পূজা করি, অধম অকৃতজ্ঞদিগের পূজা গ্রহণকর।

হে ক্ষমাশীল! ক্ষমাগুণ বশতঃই হউক অথবা বাগবিতণ্ডার অক্ষম প্রযুক্তই হউক, যখন অপর কোন সহযোগী ভ্রাতা তালতলার চটি তুলিয়া মারিতে উদ্যত হয়েন, তখন 'অপমানত করে নাই' বলিয়া তোমরা সেই কথা ক্ষমাকরিয়া থাক, অতএব তোমাদের ক্ষমাগুণ অলৌকিক।

হে সত্যবাদিন্। পাছে মিথ্যা প্রয়োগ করা হয়—পাছে সত্যের প্রযুক্ত অপরে জানিয়া ঘৃণা প্রকাশ করে এই হেতু যখন অপরের সাহায্য লইতে যাও, অপরের অনুগ্রহে স্বীয় কলেবর পূর্ণ করিতে যাও তখন 'উদ্ধৃত' এই কথাটী সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিয়া পরে প্রকাশিত কর; অহো! তোমাদিগের কি অদ্ভুত পূর্ব্বসত্যবাদিত্ব।

হে সম্পাদকগণ! যখন তোমরা হংস পুচ্ছ লইয়া বিলাতি আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নিবিষ্ট চিত্তে জন্মভূমির বর্ত্তমান অবস্থা লিখিতে উদ্যত হও, তখনই করস্থ হংস পুচ্ছ বিরূপ-অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া সভয়ে দূরস্থ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াথাকে। অতএব তোমাদিগের জন্মভূমির ঐকান্তিক স্নেহকেই ধন্য।

হে সমালোচক! সমালোচনা যে কাহাকে বলে, তাহা তোমরা বিশেষ রূপ অবগত আছ। যখন কোন গ্রন্থকার সমালোচনার্থ- তোমাদিগকে পুস্তক প্রদান করেন, তখনই তোমরা হর্ষাতিশয়তায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ইহা যে কি বস্তু বলিয়া নৃত্য করিতে থাক। বটতলা হইতে বউবাজার পর্য্যন্ত কেহই বিষ দৃষ্টিতে পতিত হয়েন না। কদাচিৎ ভ্রম প্রমাদেই হউক অথবা বায়সাপহৃত কর্ণ পুনঃ প্রাপ্তি আশয়ে পশ্চাদ্ধাবন হেতুই হউক কোন কোন লেখকের চির পরিশুদ্ধ নামে কলঙ্ক আরোপ করিতে ত্রুটিকরনা, অতএব তোমাদিগের ঐশ- শক্তির কি চমৎকার মাহাত্ম্য।

হে সুবিবেচক! তোমাদিগের বিবেচনা শক্তি কি অদ্ভুত। যখনই জানিলে, যে, এই কয়েকটী প্রবন্ধে কাগজের কলেবর পূর্ণ হইবে না, এদিকে মস্তিষ্কচালনা করিবার অবসর নাই, অমনি স্পাইকার পরিবর্ত্তে ইংলিসে বর্ণযোজনা করিতে অনুমতি দিলে। যাহা হউক কে তোমাদিগের এইরূপ বহ্বায়াসসাধ্য কৌশলের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে- পারে?

হে পরোপকারিন্! পরোপকারই তোমাদিগের জীবনের এক মাত্র ব্রত। যেহেতু স্বজাতীয় দিগের সুখ সম্ভোগ বর্দ্ধনার্থে মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও লিখিতে কুণ্ঠিত হওনা। 'কি অত্যাচার!!—কি অত্যা- চার!! আমরা বাঙ্গালি' এই আক্ষেপ সূচক বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেও বিরত রওনা।

* হে পরছিদ্রান্বেষক। আপনাদের মধ্যে কত কত বিষয়ে কত কত

*আমরা এই পত্রটী পত্রিকাস্থ করিতে ইচ্ছাকরি না; কিন্তু সাধারণের অনুমত্যনুসারে পত্রস্থ করিলাম। যেহেতু হিন্দু-দর্পণ স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ মুখ প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া নিজ দেহ বর্দ্ধিতা করেন না। স

ছিদ্র আছে, তাহা তোমরা দেখিতে পাও না, আর অমুক ব্যক্তি অমুকের সহিত এইরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, ইহা তোমরা বিশেষ রূপ জানিতে পার। অতএব তোমাদিগের বিবেক শক্তিকেই ধন্য।

হে হিন্দু দর্পণ সম্পাদক! আপনি আমার-এই প্রদত্ত দর্পণের ভিতর পতিত হইয়াছেন কি? না, তাহা আমি জানি না, যদ্যপি পতিত হইয়া থাকেন, তবে আপনার মুখ আপনি দেখিতে পাইবেন যেহেতু মনের অগোচর পাপ নাই। শেষ নিবেদন—দর্পণে মিশাইয়া দিবেন। ছবি-পাইলেই-জানিবেন যে, আমি এক জন আপনার নিয়মিত লেখক আছি।

বঙ্গের বিধবা নারী আমি অভাগিনী।

(চতুর্দ্দশ পদী কবিতা)

১

আরক্তলোচনা ধনি কাহার গৃহিনী—
ত্যজি নিজ পুরী আজি, আসিয়া কাননে
অবিরল অশ্রুধারা ফেলিছ সুন্দরি ?—
কি বাসনা তব মনে ওলো শশিমুখি!
কি মরম ব্যথা (হায়! কোমলাঙ্গী তুমি
কেমনে সহিবে জ্বালা) ধিকি ধিকি জ্বলে—
দহিতেছে তব হৃদি হুতাশন যেন।—
বৃশ্চিকদংশনে যথা অস্থির যে রোগী
বাতুলের সম, যথা ইচ্ছা যায় চলি,—
সন্তাপিতে জ্বালা সে যে বাধা না মানিয়া।

তেমতি রমণী নিরাশ্রয়া এ বিপিনে
তুমি কাঁদিতেছ সারাদিন ;—উঠ, বৎসে!
ত্যজ ধরাশয্যা,—নাহি শোকে তব কান্তি—
আহা মরি মরি হায়! ভুতলে শয়নে।

● ● ● ● ● ●

২

প্রণাম চরণে তব পিতৃসম পূজি,
যাবৎ না প্রাণবায়ু ত্যজিবে এ দেহ
তাবৎ কাঁদিব আমি।—বাক্যব্যয় কেন—
পিতঃ! প্রবোধিতে মোরে, জনমদুঃখিনী!—
জনমিয়া কাঁদিয়াছি, মরিব কাঁদিয়া,
জীবনের স্রোত মম যাইবে কাঁদিতে।—
অকলঙ্ক মন কেন করিবে দূষিত
এ দুঃখ জঞ্জালে?—আমার অদৃষ্ট দোষ—
জনমদুঃখিনী, না হলে,—আমার কেন
ভাঙিবে কপাল, জীবনের সুখ মোর
ঘুচিবে অকালে হায়! কাল-বাত্যা যোগে।—
কাঁদিব না কেন আমি অবশ্য কাঁদিব,
আমি না কাঁদিলে তবে কে আর কাঁদিবে—
—বঙ্গের বিধবা নারী আমি অভাগিনী।

—:-:—

আমাদের দুর্গতি কেন ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয়তঃ সামাজিক একতা। কতকগুলি স্বজাতীয় বা স্বদেশীয় ব্যক্তি কোন বিষয়ে এক মতাবলম্বী হইয়া সকলেই অভীপ্সিত আচরণ ও ক্রিয়া কলাপাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলকেই এক সমাজভুক্ত বলা যায়, অন্য কতক গুলি লোক উপযুক্ত ব্যক্তিদের অনুষ্ঠিত বিষয় হইতে পৃথক অপর কোন বিষয়ে একমতাবলম্বী হইয়া তদনুসারে কার্য্য করেন তাঁহারা অন্য সমাজ ভুক্ত,—পূর্ব্বোক্ত সমাজ ভুক্ত নহেন। একতাই আমাদিগকে কোন এক বিশেষ সমাজ ভুক্ত করাইয়া থাকে।—প্রত্যেক সমাজেই একতার ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। একতাবলম্বী না হইলে আমরা কখনই সমাজে বাস করিয়া সুখী হইতে পারিতাম না। কারণ সমাজ আমাদের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও সুখ প্রদান করিয়া থাকে। সমাজের মধ্যে কোন বিষয়ে অসুবিধা ঘটিলে তদ্ভুক্ত ব্যক্তিরা সেই অসুবিধা দূর করত তাহা অনায়াস-সাধ্য করিয়া সকলকেই সুখী করে। যদি আমরা সমাজ ভুক্ত না হইয়া স্বেচ্ছাচারে কার্য্য করিতাম, তাহা হইলে আমরা কখন সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম না, আমরা অন্য সমাজ ভুক্ত লোক দিগের নিন্দা ভাজন হইতাম। সমাজে অনেক মত একত্র করিয়া তর্ক দ্বারা সুন্দর রূপে মীমাংসিত হইতে পারে এবং তাহা স্বকপোল কল্পিত অপেক্ষা উৎকৃষ্টও হইতে পারে। তাহাতেই সমাজ বন্ধন আমাদিগকে সুখী করে।

কলিকাতা ১০নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট সত্যযন্ত্র হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং শ্যামবাজার বৃন্দাবন পালের লেন ৫নং বাটী হিন্দুদর্পণ কার্য্যালয় হইতে শ্রীষোড়শীচরণ মিত্র দ্বারায় প্রকাশিত।

মন্তব্য।

অহো! কালের কি অলৌকিক পরিবর্ত্তন! কালবশে মানবগণ কুমার, কিশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ক্রমান্বয়ে সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে। আজি যে দুগ্ধপোষ্য বালক স্বীয় জননীর অঙ্কে শয়িত হইয়া নির্ভাবনায় ক্রীড়া কৌতুকে সময় ক্ষেপ করিতেছে, কালবশে তাহাকে চিনিতে পারা কঠিন হইয়া উঠে। এই পরিবর্ত্তনশীল কালবশে আমাদিগের এই দীনা পত্রিকারও পাঁচ মাস বয়ঃক্রম হইবা মাত্রেই নিজ কলেবরের আকার গত বিভিন্নতা হইয়া উঠিল। ইনি আর মাসে দুইবার স্বীয় বক্ষঃস্থলে চিত্র প্রতিফলিত করিয়া সাধারণ সমীপে গমন করিবেননা, একবার দর্শনে সকলকেই পরিতৃপ্ত করিবেন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, "হিন্দুদর্পণ" এইরূপ বেশপরিলেন কেন?—আমরা অমনিই উত্তর দিব—যে ইহা পাঠকবৃন্দের অনুকম্পায়। বড় লোকের অনুগ্রহ পাইলেই পদবৃদ্ধির জন্য বড় চিন্তিত হইতে হয় না। তবে কি তাঁহারা ইঁহার উপর অনুগ্রহ করিয়া থাকেন?——আমরা ইহার উত্তর না দিয়া অবনত মুখে রহিলাম। ইহার উত্তর কি দিব——উভয়সঙ্কট' উভয়তঃ বজায় রাখা বড় সুকঠিন।

এক্ষণে পাঠকগণ বুঝিলেন, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ'——আমরা এক্ষণে শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, এই ভাবিতেছি। মনে বাসনা যে, উভই রাখি, কিন্তু সে ক্ষমতা আমাদিগের হস্তে নয়—তাহা আপনাদিগের হস্তে। আপনারাই মূলাধার অতএব সে ভার আপনাদেরই হস্তে—কেবল আমাদিগের চেষ্টা মাত্র। অতএব আপনারা অনুগ্রহ বারি সেচন করুন, দেখিতে পাইবেন, লতিকাটী বৎসরের মধ্যে কিরূপ বর্দ্ধিতা হইয়া উঠেন এবং তদানুষঙ্গিক আমাদিগের চেষ্টারও যে লক্ষণ দেখিতে পাইবেন, ইহা বলা বাহুল্য।

আর্য্য-ইতিহাস।

আরও কৃষি বাচক, ঘৃণাবাচক ও শিল্প বাচক প্রভৃতি শব্দেরও সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা সংস্কৃত ভাষায় সীত্য অর্থে কর্ষিত শস্য, গ্রীক ভাষায় সিটস্ শব্দেরও ঐ অর্থ ; সংস্কৃত—শর্করা, ইংরাজী সুগর, লাটিন সাকারাম শব্দের এক অর্থ। শিল্প বাচক সংস্কৃত সীব, ইংরাজী—সো, লাটিন্ সুও [সেলাইকরা] ঘৃণাবাচক—সংস্কৃত বর্ব্বর, গ্রীক—বার্ব্বারস্, লাটিন—বার্ব্বরস্। এই রূপ প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দেরও ঐক্যতা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা সংস্কৃত—হন ধাতু বধকরা, ইহা হইতে বিশেষ্য হন্তা, ইংরাজী হন্ট, ইহা হইতে বিশেষ্য হণ্টর, লাটিন্ হেন্দ, ইহা হইতে বিশেষ্য হেন্দর। বিপরীত অর্থবোধক শব্দ যথা—সংস্কৃত অন্ত [শেষ] ইহার বিপরীত অর্থ বোধক শব্দ অনন্ত, ইংরাজী এণ্ড [End] বিপরীত অর্থ [unended] অসীম। আর আমরা সচরাচর যে 'হিন্দু' শব্দ প্রয়োগ করিয় থাকি,—ইহা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, বরং আর্য্যদিগের কোন প্রাচীন গ্রন্থে এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না, বোধ হয়, ইহা পারসীকদিগের ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবেক, কারণ বেদোল্লিখিত সপ্ত সিন্ধু স্থানে * পারসীকেরা হপ্ত হিন্দু প্রয়োগ করিত। অধিকন্তু ভাষার সমা-

* পারসীকদিগের গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে যে, তাহাদের দেবরাজ অসুর মজদ কতক গুলি দেশ সৃষ্টি করেন, তাহার মধ্যে পঞ্চদশ দেশের নাম 'হপ্ত হিন্দু।' এই হপ্ত হিন্দু আমাদের বেদোক্ত সপ্ত সিন্ধু। ঋগ্‌বেদের মধ্য স্থানে ঐ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সায়নাচার্য্য বেদোল্লিখিত দশটী নদী হইতে গঙ্গা প্রভৃতি সাতটী নদীকে সপ্ত সিন্ধু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইমং মে গঙ্গেযমুনেসরস্বতী শুতুদ্রিস্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যামরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃনুহ্যাসুষোময়া॥

ঋগ্‌বেদ সংহিতা। ১০ম। ৭৫ সূক্ত। ৬ ঋক।

লোচনার তালিকায় দেখান হইয়াছে যে, সংস্কৃত 'সপ্ত' ও পারসীক 'হপ্ত' এক স্থলে এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সংস্কৃত 'স' স্থানে পারসীকেরা 'হ' ব্যবহার করিয়া থাকে। আরও ইহাতে বিশেষরূপে বোধগম্য হইতেছে যে এই 'হিন্দু' শব্দ পারসীক ভাষা হইতে উৎপন্ন। এইরূপ শব্দের উচ্চারণের যতই সমালোচনা করা যায়, ততই ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ সাদৃশ্য ও তদনুসঙ্গে মানবগণের একত্রাবস্থানের উদাহরণ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সংস্কৃত ভাষার এমনকতকগুলি শব্দ সন্নিবেশিত আছে যে, তাহারা সংস্কৃত কোন ধাতু হইতে নিষ্পন্ন

হে গঙ্গে! যমুনে! সরস্বতি! শুতুদ্রি! তোমরা পরুষ্ণীর সহিত আমাদের এই স্তোত্র গ্রহণ কর। হে মরুদ্বৃধে! অসিক্নী ও বিতস্তার সহিত শ্রবণ কর। হে আর্জীকীয়ে! সুষোমার সহিত শ্রবণ কর।

কিন্তু এই দশটী নদীর মধ্যে 'সপ্ত সিন্ধু, বলিলে যে কোন্ সাতটী নদীকে নির্দ্দেশ করিত, তাহা বলা যায় না। তবে প্রতিপন্ন দ্বারা এই সিদ্ধ হয় যে, পঞ্জাবের সন্নিকটবর্ত্তী প্রধান সাতটী নদী অর্থাৎ ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা, শতদ্রু, সিন্ধু এবং সরস্বতী এই সাতটী নদী 'সপ্ত সিন্ধু' হওয়াই সম্ভব, কারণ আর্য্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর ভাগে অর্থাৎ পঞ্জাব ও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আপনাদিগের বাসস্থান নিরূপণ করেন, সুতরাং এই সকল স্থানের নদ্যাদির নাম প্রথমে জানিতেন। আরও যাস্ক ঋষি পরুষ্ণী ও আর্জীকীয়া নদীদ্বয়কে ইরাবতী ও বিপাশা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর শ্রীমাণ রোঠ অসিক্নীকে চন্দ্রভাগা বা চেনাব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে; পূর্ব্বোল্লিখিত এই সাতটী নদীকেই আর্য্যেরা সপ্ত সিন্ধু বা পারসীকেরা 'হপ্ত হিন্দু' বলিত এবং এই সকল নদীর সন্নিকটে আর্য্যদিগের বাসস্থান বলিয়া তাহাদিগকে 'হিন্দু' বলিত।

নহে, সেই শব্দ গুলিকে দেশ্য শব্দ কহে *। সকল ভাষার মধ্যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের সংস্কৃত ভাষা অতিশয় প্রাচীন, প্রাঞ্জল ও বিবিধালঙ্কারে ভূষিতা, এমন কি বিদেশীয়েরা পর্য্যন্ত এই ভাষার রচনা মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। মহাত্মা জর্ম্মন কবি গেটে (Goethe) মহাকবি কালিদাস বিরচিত শকুন্তলার জর্ম্মনঅনুবাদ পাঠানন্তর এক স্থানে লিখিয়াছেন যে—

"Willst du die Bluthe des fruhen, die Fruchte des spateren Jahres,
Willst du was reizt und etzuckt, willst due was sattigt und nahst,
Willst du den Himmel, die Erde, mit einem Namen begreifen;
Nennich Sakontala, Dich, und so ist Alles gesagt."—GOETHE.

যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি এবং তাহা হইলে সকল বলা হইল।

(সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব)

কিন্তু হায়! কি দুঃখের বিষয় যে এক মাত্র সংস্কৃত ভাষা আর্য্যদিগেরগৌরব বৃদ্ধি করিতেছে, যে ভাষাকে বিজাতীয়েরা মুহুর্মুহু প্রশংসা করিয়া থাকে, আর্যেরা যে ভাষার উন্নতির নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন, যে ভাষা প্রথমে সমস্ত ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা ছিল, আজি কিনা সেই ভাষা ভারতের সূচ্যগ্র সমান স্থান বারাণসী ধামে অধীত হইয়া থাকে। ইহা যে আর্য্যদিগের ভাষা ছিল, ইহা আমরা এক বারও মনে করিনা। কিন্তু সার উইলিয়ম জোন্স যখন মহাকবি কালিদাস প্রণীত

* হিন্দুদর্পণ ২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

শকুন্তলার অনুবাদ করিয়া ইউরোপবাসী সভ্য সমাজ সম্মুখে দর্পণ স্বরূপ ধরিলেন, তখনই তাহারা আর্য্যদিগকে প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই তাহারা এই ভাষা শিক্ষার্থ সাতিশয় আগ্রহ সহকারে ধাবিত হইতেছে, ও তাহাদিগের যত্ন ও আগ্রহ সফলীকৃত করিয়া আধুনিক সংস্কৃত ভাষানুধ্যায়ী আর্য্যদিগকে পরাস্ত পূর্ব্বক 'ভট্ট' প্রভৃতি মহামান্য সূচক উপাধি গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু ভারতবাসী আর্য্যেরা এই সকল দেখিয়া তাহাদিগের মনে একবারও ঘৃণার উদ্রেক হয় না! তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের গৌরব পতাকা উড্ডীন করিতে একবারও ইচ্ছা হয় না। আর অধুনা যে অল্প পরিমাণে বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের আলোচনা হইয়া থাকে, তাহাও কেবল ইংরাজদিগের যত্নে হইতেছে, তাঁহারা যদ্যপি এই ভাষাকে সমাদর পূর্ব্বক কিঞ্চিন্মাত্র যত্ন না করিতেন, বোধ হয় তাহা হইলে এত দিনে আর্য্যদিগের নামের গৌরব ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। আর্য্যদিগের সেই সর্ব্বজন-মুগ্ধকর সংস্কৃত ভাষা ভারতাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া জন্মেরমত কাঙ্গালিনীর ন্যায় রাইন নদীর উপকূলবর্ত্তিনী হইতেন। উঃ! ইহাকি সামান্য দুঃখের বিষয় যে, বিজাতীয়দিগের সাহায্য ও যত্ন দ্বারা আমাদিগকে মাতৃ-ভাষা শিক্ষা করিতে হইতেছে। আমাদের আর্য্যভাষার সমস্ত উপাদেয় বস্তু বিজাতীয়েরা ভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়াও যে আমরা নিশ্চিন্তান্তঃকরণে বসিয়া রহিয়াছি, ইহা কি আমাদের অলসতার ও অমনোযোগের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে না? ভারতবাসীরা অধীন বলিয়া কি তাহাদের ভাষাও অধীন হইবে? অতএব আধুনিক ভাষামোদী স্বদেশানুরাগী সদাশয় ব্যক্তিদিগের নিকট এই অনুরোধ যে—তাঁহারা যেন এই বিষয়ে একটু মনোযোগ দেন, তাঁহাদের দেখা উচিত, যে মহামূল্য অলঙ্কার-ভূষিতা সংস্কৃত ভাষা আজ কাল কি রূপ অবস্থায় পতিতা আছেন। তাঁহারা নিশ্চেষ্ট ভাব পরিত্যাগ

পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষার উন্নতি সাধন দ্বারা আর্য্য নামের গৌরব বৃদ্ধি করুন। ক্রমশঃ।

উদয়সিংহ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বালকটী রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে পরিশ্রান্ত হওয়ায় রমণীর সুকোমল ক্রোড়ে সুখে শয়ন করিবা মাত্র ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল। রমণীর শরীর পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় ক্রমশঃ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে জৃম্ভণ উঠিতে লাগিল, সুতরাং আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, নিজ অঞ্চল বিস্তার করিয়া বালককে এক পার্শ্বে শয়ন করাইয়া অপর পার্শ্বে রমণী শয়ন করিল। পুরুষটী স্থানের অনাটন প্রযুক্তই হউক, অথবা পর্য্যবেক্ষণার্থেই হউক, বিশ্রাম পরিহার নিমিত্ত শয়ন করিল না।

যাহার মন সততই চিন্তা জ্বরে জর্জ্জরিত, ক্ষণেকের নিমিত্ত যাহার মনে সুখ নাই তাহার নিকট কি হঠাৎ নিদ্রা দেবী আসিতে সক্ষম হয়? এই যে রমণী শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত—মনের চিন্তা সম্বরণ করিবার নিমিত্ত ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কার্য্যতঃ সমুদয়ই বিফল হইতেছে। রমণীর নয়ন যুগলে নিদ্রা আসিতেছে না; এমন কি নিদ্রার পরিবর্ত্তে শোকাবেগ আসিয়া অন্তরে সাগরের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় উঠিতেছে এবং নামিতেছে। রমণীর চক্ষে অশ্রুধারার চিহ্ন দেখা দিল, রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া বলিল।—

"দেখ, আমাদের কি দুর্ভাগ্য, কোথায় দেওলাধিপতি সিংহ রাওয়ের কাছে গেলাম—না, তিনিও অসম্মত হলেন।"

সঙ্গী বলিল। "এ সব আমাদের অদৃষ্ট লিখন, না হলে আমাদের দশা এমন হবেই বা কেন?"

রমণী বলিল। "তা দূর হক, ও কথা ছেড়ে দাও——দঙ্গরপুরের রাজা ইস্করণের নিকটে গেলাম, না তিনিও ভয়ে অসম্মত হলেন।"

"আর ও সব কেন বল—ও সব বলা কেবল শোক বাড়ান বৈত নয়, এখন অদৃষ্টগুণে অনেকেই ঘৃণা করিবে, অনেকেরও পদানত হইতে হইবে।"

"তা সত্যি এই তো দেখ না, দঙ্গর পুরের রাজা এক জন দাতা, পরদুঃখ-কাতর, আজ তিনিও পর্য্যন্ত অস্বীকার কল্লেন।"

"এ সব যে কলির ঘটনা—তা হবে না, এর অন্যায় কি দেখ্‌ছো এযে কালের দোষ।"

"কালের দোষ কেন? এ আমাদের অদৃষ্টের দোষ বল।"

"এখন আর মিছে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলে কি হবে বল—বেলা ক্রমেই শেষ হয়ে আসিতেছে,বেলা থাকিতেথাকিতে কোন নিরাপদ স্থলেআশ্রয় তো নিতে হবে, আরও আমার বোধ হইতেছে যে, এ সময় চলিতে আরম্ভ না করিলে সন্ধ্যার মধ্যে কোন জনপদে গিয়া আশ্রয় লওয়া দুর্ঘট হইবে।"

"নিকটে কি কোন স্থান পাওয়া যাবে না।"

"জানিনা—বোধ হয় নিকটে কোন স্থান নাই। এক্ষণে আমরা কোথায় যাইব?"

"যে খানে মন যায়।"

কামিনীর সঙ্গী হাসিয়া বলিল, "তবে এস এই নির্জ্জন প্রদেশে থাকি।"

"থাকিতাম—কিন্তু থাকিব না, হিংস্র জীব জন্তুদিগকে ইহার মধ্যে এ প্রাণ দিবনা।" এই বলিয়া রমণী সুষুপ্ত বালকের প্রতি নয়ন ক্ষেপ করিল, এবং মুখে যে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছিল, তাহা মুছাইয়া দিল।

"তবে কোথায় যাইবে?"

"কুস্তমেরুতে যাইব।"

"গ্রহ কি সুপ্রসন্ন হবে?"

"বলিতে পারিনা—ভগবান শিবলিঙ্গই জানেন।"

"তবে আর অপেক্ষা করে কি হবে?—চল।"

ত্বরিত বেগে উভয়ে উঠিল, কিন্তু বালক নিদ্রিত, রমণী বালককে জাগরিত না করিয়া সঙ্গীকে ক্রোড়ে লইবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিল, সঙ্গীও রমণীর মতানুসারে বালকটীকে স্কন্ধে ফেলিয়া লইল। বালক শ্রম হেতু অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, সুতরাং ঘুম ভাঙ্গিল না, নিদ্রিত অবস্থায় কত কত স্থান অতিক্রম করিয়া চলিল।

আমাদের দুর্গতি কেন?

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কিন্তু মনো মধ্যে একতার বীজ বপন না করিলে সমাজ তরু হইতে মিষ্টাস্বাদ জনক সুখ ফল প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ঐরূপ একতা ছিল বলিয়াই আমরা এক ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ভুক্ত হইতাম, কিন্তু এক্ষণে সেই একতা বন্ধন ক্রমে শিথিল হওয়াতে আমরা এক্ষণে প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজভুক্ত,

সুতরাং সমাজ হইতে আমরা পূর্ব্ববৎ সুখ স্বচ্ছন্দ লাভ করিতে পাই না।

ধর্ম্ম-বিষয়ক মতভেদ, ব্যবসায় ভেদ, দেশ ভেদ ও জাতি ভেদে সমাজ ভেদ দৃষ্ট হয়। এক দেশ বাসী ব্যক্তিগণের মধ্যে ধর্ম্ম-বিষয়ক মতভেদ বা ব্যবসায় ভেদ সংঘটিত হইলে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভক্ত হয়; এই রূপ এক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ ভিন্ন দেশ বাসী হইলেও তাহাদিগকে এক সমাজ ভুক্ত করা যায়। কিন্তু সচরাচর প্রায় এক দেশ বাসীদের মধ্যেই ধর্ম্ম বিষয়ক মতভেদ বা ব্যবসায় ভেদানুসারে সমাজভেদ লক্ষিত হয়, ভিন্ন দেশ বাসী-গণ সম-ব্যবসায়ী হইলেও তাহারা বিভিন্ন সমাজ ভুক্ত। যাহা হউক, এই রূপে আমাদের দেশে পূর্ব্বে সমাজ বন্ধন বদ্ধ ছিল এবং উক্ত কারণেই আমাদের দেশে শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় এবং কৃষক, সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি সমুৎপন্ন হইয়াছিল, এবং সকলে নিয়মিত রূপে কার্য্য নির্ব্বাহিত করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে উক্ত সামাজিক একতার লোপ প্রযুক্ত আমাদের কত পরিমাণে অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যাহাহউক, এই রূপে সামাজিক একতা ও আমাদের মহৎসুখ-প্রদ এবং উক্ত সমাজ শিথিলতা ঘোর অসুবিধার আকর।

তৃতীয়তঃ স্বদেশীয় বা স্বজাতীয় একতা। এই একতাও আমাদের অতিশয় প্রয়োজনীয়। এই একতা দ্বারা আমরা স্বদেশীয় বা স্বজাতীয় জনগণের কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহা হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা পাই; দেশস্থ জনসাধারণের অন্তঃকরণ বিদ্যা-লোকে আলোকিত করিতে চেষ্টা করি, যাহাতে অন্য লোকে আমাদের দেশকে সর্ব্বপ্রকারে উত্তম বিবেচনা করেন; এরূপ

করিতে চেষ্টা করি; এবং স্বদেশকে মহাবল পরাক্রমশালী শত্রুদ্বারা আক্রান্ত দেখিলে সকলে প্রাণপণে রক্ষা করিতে যত্নশীল হই, প্রাণ থাকিতে নিজ জন্ম ভূমিকে অন্য-জন-কর-কবলিত করিতে বা দেখিতে কোন মতেই অভিলাষী হই না। এই একতা দ্বারা দেশের ও স্বজাতীয় লোকের বহু প্রকারউপকার সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই একতা যে দেশে সতত বিরাজমান, সে দেশকে অন্য রাজা অনায়াসে স্বকরস্থ করিতে পারেননা। যখন এই বীরপ্রসুতা ভারত ভূমিতে হিন্দু রাজবর্গ একতাবলম্বী ছিলেন, দেশের সকলেই এই একতার উপকার বুঝিয়াছিলেন, তখন কি যবনেরা সহস্র আক্রমণেও ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছিল? কিন্তু যখন তাঁহাদের উক্ত একতা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল এবং তদানুষঙ্গিক গৃহ বিবাদ আরম্ভ হইল, তখন দুরন্ত যবনেরা সোনার ভারত জয় করিতে অগ্রসর হইল এবং ক্রমে হিন্দুদের দুরবস্থা করিয়া নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিল। গ্রীক, রোমান প্রভৃতি সকল জাতিই এই একতা বলে আপনাদের দেশকে সহস্র বিপদ হইতেও প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই একতা থাকাতেই সকলের মনে স্বদেশানুরাগিতা সততই জাগরিত থাকে এবং তজ্জন্য স্বদেশের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতির অভিপ্রায়ে মৃত্যুকেও তৃণতুল্য জ্ঞান হয় এবং সেই জন্যই পূর্ব্বকালে স্বদেশকে শত্রু হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দেশের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত উপায়ান্তরাভাবে স্বীয় সুদীর্ঘ কেশ রাশি ছিন্ন করিয়া যুদ্ধার্থে ধনুকের জ্যা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রদান করিয়াছিল*। সুলতান মামুদ যখন লাহোরাধিপতি অনঙ্গপালের বিরুদ্ধে আসিয়া নগরকূটের মন্দির আক্রমণ করেন, তখন ও স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের অঙ্গাভরণ

* রোমানেরা যখন কার্থেজ আক্রমণ করেন, ঘটনাটী তৎকালীন বিষয় সংক্রান্ত বলিয়া আদর্শ প্রদত্ত হইল।

গাত্র হইতে উন্মুক্ত করিয়া যুদ্ধের ব্যয় পূরণার্থে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এই রূপ অন্যান্য অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব উক্ত একতা আমাদের সকলেরই প্রয়োজনীয় ও উচিত। যদ্দ্বারা স্বদেশীয় বা স্বজাতীয় জনগণের মঙ্গল ও শিব সম্পাদিত হয়, তাহা সম্পন্ন করিতে কোন্ ধার্ম্মিক বুদ্ধিমান সহৃদয় ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে পরাঙ্‌মুখ ও নিশ্চিন্ত থাকিবেন? ক্রমশঃ।

ভারত চিত্র।

১

"হিন্দু!"-এই ছবি কেন দর্পণে ধরিলে!
হিন্দু সূর্য্য অস্তমিত,
নাহি আশ সমুদিত,
হিন্দুর অন্তরে কেন এ ভাব জানালে?
হিন্দুর অঘোর নিদ্রা কেন ভাঙ্গাইলে?

২

হিন্দুস্থানে হিন্দুকুল নিদ্রার কুহকে—
নিরাপদে নিদ্রা যায়,
পশ্চাতে কভুনা চায়,
দেখেনা ভাবিয়া কভু কি হবে কপালে।
যাও যাও 'হিন্দু' যম-করাল-কবলে।

৩

নহে ইথে হিন্দুকুল বল-বীর্য্য-বান্,
হিন্দুরক্ত নাহি গায়,
হিন্দুর মাহাত্ম্য যায়!
হিন্দুর সে বল-বীর্য্য অচিরে লুকায়,
হিন্দুকুল-দিনমণি অস্তমিত প্রায়!

৪

নাহি সে "অর্জ্জুন" বীর!-ভুবন বিখ্যাত,—
নাহি "ভীম" পরাক্রম,—
মহা প্রভঞ্জন সম,
নাহি "কর্ণ" "নাহি" "দ্রোণ" সংগ্রাম নিপুণ'
ভারতে বিখ্যাত অতি যাঁহাদের গুণ।

৫

কোথা "বাবা যুধিষ্ঠির"!-ভারতাধিপতি
সদা সত্যবাদী যিনি
স্বীয় অমঙ্গল গণি,
দেখাইলা সত্যরূপে "দুর্য্যোধনে" বলী
পাণ্ডবের পরাজয় উপায় সকলি!—

৬

"বীরকুল ধাত্রী" আখ্যা নাহিক ইঁহার
নাহি আর বীর সুত
মহাবাহী রাজপুত
নাহিক সে আর্য্য-বীর ভারতে বিদিত
দেশাচার পাপে এবে সব নিঃশেষিত।

৭

কোথা আর্য্য বীরগণ! ত্যজি সুখ শয্যা
ত্বরিতে উঠিয়া এসো
জননীর কোলে বসো
জুড়াও নয়ন ভাই আশা দেও তাঁরে!—
"সাজিবে জননি! তুমি স্বাধীনতা-হারে"

৮

কিম্বা পুন মাতৃ গর্ভে লওহে আশ্রয়,
জন্মি পুন "ধনঞ্জয়,"
ঘোষণা করিয়া জয়,
ভারতের চারি ভিতে কর জয় ধ্বনি,
অরাতি মণ্ডলী সনে কাঁপাও ধরণী।

৯

নাহিক "বাল্মীকি'।—ভারতে আদিম কবি,
নাহি আর "বেদব্যাস"
নাহি কবি' কালিদাস"
নাহি নবরত্ন "আদিত্যের" শোভাকর।
বিদ্যা-বিশারদ আর নাহি "গুণাকর"।

১০

কবিকুল-ধুরন্ধর কবি " কালিদাস
" অসামান্য কীর্ত্তি বলে,
কল্পনা দেবীর গলে
শরদিন্দু-নিভাননা, শকুন্তলা ধনে,
সার্থক সপিলা লিপি পুলকিত মনে।

১১

কল্পনে! —কোথায় বল!-তব অনুগামী—
"বাণ ভট্ট?"—কাদম্বরী—
(আহা মরি কি মাধুরী)
যাঁহার লেখনী ছটা করিছে প্রকাশ,
সে জন গিয়াছে দেখ ছাড়ি ইহবাস।

১২

কোথা " আর্য্য ভট্ট মুনি !—ভাস্কর আচার্য্য !
কোথা গেল " লীলাবতী—"
অলৌকিক বুদ্ধিমতী—
গণিতের সোজা পথ কণ্টক বিহীন,
খুলিত যতনে যাহা হতো না মলিন।

১৩

আকাশের কত তারা গুনিত তাহারা
ঊর্দ্ধ মুখে সদা থাকি,
গ্রহ উপ গ্রহ দেখি,
বিনা যন্ত্রে চর্ম্ম চক্ষে করিত লিখন,
একে একে সব তারা করিত গণন।

১৪

কোথায় কোবিদ শ্রেষ্ঠ " মধু মাইকেল," !
নবরুচি নবভাবে,
আর্য্যবীর্য্য-গীতি গাবে,
সাজাইবে প্রকৃতিরে বিবিধ ভূষণে
" দীন আমি। " বলি কেবা পুজিবে কল্পনে !

১৫

নব পরিচ্ছদ পরি কল্পনা সুন্দরি !
দিয়াছিলা তব পদে—
তুলি কাব্য কোকনদে—
সপুলকে করেছিলা সে দান স্বীকার,
এখন আশ্রয় দেবি ! লইবে কাহার ?

১৬

কবি হীন এভারত ?—না,—না, অয়ি দেবি !
আছে আছে কবিবর,
ভারতের প্রভাকর,
ভারতী দুখিনী বলে করেন ক্রন্দন,
" ভারত সঙ্গীত " গাহি পূরান গগন।

১৭

কভু গিয়া রণ স্থলে অসম সাহসে !—
কাব্যের ছলনে পশি,
বল করি পাড়ি শশী,—
দুর্ভেদ্য হিমাদ্রি-শির করিয়া পতন,
দেখাইলা বীরপণা মানসে আপন।

১৮

কভু ত্যজি বীর বেশ।—বিধবার খেদে
বরষি নয়নাসার,
সম্বোধিয়া কুলাঙ্গার,
বালন বারেক দেখ মেলিয়া নয়ন,
রমণীর কি দুর্দ্দশা বিধবা যখন।

১৯

থাকিত আমার যদি সম্পদ তেমন,
মন সাধ মিটাইয়,
বারিধারা বিসর্জ্জিয়া,
" সোণার প্রতিমা গড়ে বিধবা নারীর।
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারত ভূমির। "

২০

আর এক জন !—" বঙ্গদর্শনের " কবি ;
' আর্য্য দর্শনের ' কবি,
দীপ্তমান বঙ্গে ছবি,
কভু পলাসির ক্ষেত্রে করিয়া গমন,
ঘোষিলেন উচ্চৈঃস্বরে—
" ইংরাজের রক্তে আজি করিব তর্পণ। "

২১

দেখিব !—দেখিব !—"হিন্দুদর্পণে " এখন।
হিন্দুর তনয় সবে,
কি সুখে মজিয়া রবে,
সুখী বলে এ ভারতে কিসে দেখাইবে ?
সুখের প্রতিমা ' হিন্দুদর্পণে ' ফলিবে।

২২

সাহিত্য সুখের হ্রদে মগ্ন আজীবন
হিন্দুভারত ভূষণ—
ভারত-শিরো রতন
সে সুখে মজে কি আছে ভারত সন্তান ?
অথবা কল্পনা বলে রণে আগুয়ান।

২৩

ভারতে নবীন কবি উদিয়া আকাশে
বিতরে উজ্জ্বল কর,
ভারত মোহিত কর—
" কেশব " কোবিদ সনে সানন্দ অন্তরে,
বিতরিবে করোজ্জ্বল ভারত প্রান্তরে।

বঙ্গদর্শন ও প্রতিবিম্ব।

বঙ্গদর্শন এক খানি বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাসিক পত্র। বঙ্গের গুণিগণাগ্রগণ্য কয়েক জন বিদ্যোৎসাহী কর্তৃক সম্পাদিত। প্রতিবিম্ব যদিও তাদৃশ বুধ গণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত নয়, তথাপি ইহার লেখক মণ্ডলী যে সুবিজ্ঞ বিচক্ষণ, ইহা আমরা বিশেষ রূপ পরিজ্ঞাত আছি! উভয় পত্রিকার লেখকবৃন্দ যে বঙ্গভাষার উন্নতি সাধক, তাঁহাদিগের রচনার প্রতিচ্ছত্র যে ক্ষীণাঙ্গী বঙ্গ ভাষাকে পরিপুষ্টা করিতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাদিগের এই সদনুষ্ঠানে ব্রতী হওয়ায় আন্তরিক প্রশংসা করিয়া থাকি। সুতরাং আমরা এতদুভয় সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। যে হেতু যাঁহাদিগের অত্যল্প পরিমাণ অযত্নেও সমাজ বন্ধন শিথিল হইবার সম্ভাবনা, যে সমুদয় সজ্জনগণের মধ্যে এরূপ ভাব আরোপিত হইলে সমাজের প্রতি অবিচলিত স্নেহেরও বিভিন্ন ভাব হইতে পারে, সেই হেতু আমরা তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও কয়েকটী ভ্রম দর্শাইয়া দিব এবং সমাজের উন্নতি সাধনার্থে সামাজিক বিষয়ে একবার নয়, দুইবার নয়, শতবার পর্য্যন্ত এক কথা উত্থাপিত করিতে বিরত হইব না।

পৃথিবীর মধ্যে কখনও এক ব্যবসায়ীর ঐক্য হয় না, যিনি যে ব্যবসায়ী হউক না কেন, সকলেরই মধ্যে এই দ্বেষ ভাব স্পষ্ট দেখা যায়। আমি অদ্য এক ব্যবসায় খুলিলাম, দিন দিন লাভ হেতু ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং আমার ও অভাব দিন দিন অপনোদিত হইতে লাগিল, তখন অপরে দেখিয়া আর সুস্থির থাকিতে পারিল না, ক্রমেই আমার সম ব্যবসায়ী হইয়া উঠিল, সুতরাং অলক্ষিত ভাবে দ্বেষ ভাব আসিয়া অন্তরাত্মাকে আক্রমণ করিল। এই রূপ এক জনের উন্নতি ও অপরের সদকক্ষাবলম্বন, ইহাতে উভয়ের মনে দ্বেষ ভাব জন্মাইয়া দেয়,

হিংসা বৃত্তিকে প্রবলা করে। এমন কি একের ধ্বংস করিতে অপরে বিশেষ চেষ্টা করে। অধিকন্তু যিনি অনুকরণকারী, তাঁহাকে কখন কখন ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, কখন কখন প্রথম ব্যবসায়ীর উন্নতি অতিক্রম করিবার নিমিত্ত নানাবিধ মনুষ্যের অযথোচিত কর্ম্ম করিতে হয়। সুতরাং প্রতিবিম্বের যে এক্ষণে সেই অবস্থা, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব।

প্রতিবিম্বের লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষা যে লিখিতে জানেন, এবং তাঁহারা যে ইহার সদাসর্ব্বদা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদিগের লেখনীর প্রতি ছত্রে দৃষ্ট হইতেছে, তাঁহারা যে বঙ্গদর্শনের শত শত ভ্রম দর্শন করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নয়। বঙ্গ দর্শনের লেখকগণ মনে করিয়া থাকেন, যে তাঁহারা সর্ব্বেসর্ব্বা তাঁহারা ব্যতীত বঙ্গে লেখক নাই, তাঁহারা যে নূতনবিধ মত উদ্ভাবন করিবেন, তাহার উপর কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার সমর্থ নাই কিন্তু সে সময় গিয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এরূপ বিবেচনা করিলে এক প্রকার শোভা পাইত, এক্ষণে আর সে কাল নাই। বঙ্গে শত শত সুলেখক জন্মিয়াছেন, সুতরাং ভাষার আর স্তিমিত প্রভা নাই। বঙ্গদর্শনের লেখকগণ যাহা ইচ্ছা মনে করেন, করিবেন, কিন্তু আমরা জানি, এক্ষণে তাঁহাদিগের ন্যায় অনেকা-নেক লেখক বঙ্গে আছেন। তবে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ইহা আমরা স্বীকার কবিলাম কিন্তু তবে কেন বঙ্গে বঙ্গদর্শনের এত সমাদর? আমরা বলিব যদ্যপি বঙ্গ দর্শনে উপন্যাস ও পদ্য ভাল না থাকিত, তাহা হইলে ইহার এত আদর থাকিত না। যাহা হউক, এস্থলে আমরা একের নিন্দা করিয়া অপরকে বাড়াইতে ইচ্ছা করিনা; এবং ইহাও আমাদিগের সূচনার উদ্দেশ্য নয়। কেবল উপসংহারে এই বলিব যে, বঙ্গদর্শনের লেখকগণের এক একটী মত অভূতপূর্ব্ব; যেন নূতন গঠিত বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রতিবিম্বের লেখক যে এ বিষয়ের মত খণ্ডন

করিবেন, তাহার সন্দেহ কি, তাঁহারা সংস্কৃত জানেন, সংস্কৃতে দুই একটী কবিতাও গাঁথিতে পারেন, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদিগের মত অনায়াসেই খণ্ডন করিতে সাহসী হইবেন।

আমরা জানি যে, সমালোচনাই ভাষার উন্নতি, যখনই যে ভাষার উন্নতি হইয়াছে, তখনই যে তাহার কারণ সমালোচনা, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সেই রূপ বঙ্গে যে পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে ভাষা সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বঙ্গ ভাষার উন্নতিরই সোপান। কিন্তু তা বলিয়া প্রতিবিম্বে "বঙ্গ দর্শন ও বৃত্রসংহার" প্রস্তাবনায় যে সমালোচনা হইতেছে, তাহাকে আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করিতে অন্তরাত্মা একান্ত অনিচ্ছুক।

বঙ্গদর্শনে শত শত ভ্রম থাকুক, তথাপি আমরা তাঁহাদিগের মনের উচ্চতা দেখিয়া অন্তরের সহিত প্রশংসা করিয়া থাকি, তাঁহারা লিখিতে জানুন বা নাই জানুন, তাঁহারা ভদ্রতা জানেন, কিন্তু প্রতিবিম্বের উক্ত প্রস্তাব লেখককে আমরা ঘৃণা করি, যে হেতু তিনি বিচক্ষণ সত্বেও কোথায় বর্ণাশুদ্ধি হইয়াছে, তাহাই পাতি পাতি করিয়া খুজিতেছেন, দিবারাত্রি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতি পংক্তির প্রত্যেক অক্ষর প্রদর্শন করিতেছেন; পাঠকগণ বুঝিবেন ইহাতে মনে কত দূর নীচতা প্রকাশ পায়, তিনি যে এক জন সুলেখক হইয়া আমোদ সহকারে স্বীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতেছেন; তাহাতেই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আবার উক্ত লেখক ইহাই যে লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন এমত নহে, তিনি প্রতি ছত্রে ভ্রম গুলিও দেখাইয়া দিয়াছেন এবং কয়েক স্থানে বঙ্গদর্শনের আশ্চর্য্য ভাষা জ্ঞান দেখাইয়া দিয়াছেন, আমরা কৌতুহলচ্ছলে এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, অসুর, গান্ধর্ব্ব্য, রাক্ষস পৈশাচ।"

"অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথম ছয় প্রকার বিপ্রজাতির পক্ষে

ধর্ম্ম্য, ক্ষত্রিয় জাতির পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, ও দৈব ব্যতীত অবশিষ্ট চারিটী ধর্ম্ম্য, বৈশ্য ও শূদ্রের সম্বন্ধে আসুর গান্ধর্ব্ব্য ও পৈশাচ এই তিনটী অধর্ম্মজনক বলিয়া ব্যবস্থাপিত আছে" বঙ্গ দর্শন সম্পাদক এ প্রকার নূতন অর্থ কোথা হইতে পাইলেন? ইহার শ্লোক ও তাহার প্রকৃত অর্থ নিম্নে দেখান যাইতেছে।

"ষড়ানুপূর্ব্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।
বিট্‌শূদ্রয়োস্তুতানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্ম্যান নরাক্ষসান্॥"

মনুঃ।

"ষড়িতি। ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মাদিক্রমেণ ষট্। ক্ষত্রিয়স্য অবরান উপরিতনান্ আসুরাদীংশ্চতুরঃ। বিট্ শূদ্রয়োস্তু তানেব রাক্ষস বর্জ্জিতান্ আসুর গান্ধর্ব্ব্য। পৈশাচান্ ধর্ম্মাদন পেতান্ জানীয়াৎ। ইতি তট্টীকায়াং কুল্লূক ভট্টঃ।

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, আদিম অবস্থা জ্ঞাপক মহাশয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে ক্ষত্রিয়গণের কোন্ কোন্ বিবাহ ধর্ম্ম্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন? এই সকল সংস্কৃতবিৎ মহাত্মাগণ কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতির জীবন মরণের হর্ত্তা কর্ত্তা!

লেখক মহাশয় এই রূপ অনেকানেক স্থলের ভ্রম দর্শাইয়া দিয়াছেন, আমরা প্রস্তাবের দীর্ঘতা হওয়ায় উদ্ধৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম।

আবার তিনি বঙ্গদর্শনকে গালি দিবার নিমিত্ত কবি গাইয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছেন। প্রতিবিম্বের মনের গতি দেখাইবার নিমিত্ত উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"বঙ্গদর্শনের-দর্শন-শক্তি চমৎকার—
এদোষ দর্শনে রোষ হয় না কার?—
অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন, সমালোচন, কেন তার?

পদে পদে দেখ্‌তে পাই কর্ম্ম কর্ত্তা বোধ নাই,
ভাব রসের মা—গোসাঁই, কেন লেখার ছল ধরে?—
রাধাকৃষ্ট বল্‌তে শিখে, ছুটো একটা গল্প লিখে,
ধরা টাকে সরা সম জ্ঞান করে—
শুনে হাসি পায়, বাঁচিনে লজ্জায়,
কালে বাপু পণ্ডিত হবে এ কারখানা সেই প্রকার।"

হায়! কি দুঃখের বিষয় এখন ও বঙ্গে বিদ্যোৎসাহী যুবক বৃন্দের অন্তরে এই জঘন্য বৃত্তি রহিয়াছে! এখন ও বাঙ্গালিরা ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতেছে, এখনও বঙ্গবাসীরা কবিদলের খেঁউড় শুনিতে ভাল বাসেন এখনও তাঁহাদিগের সেই রুচির সম্যক পরিবর্ত্তন হয় নাই!!

প্রতিবিম্ব বঙ্গদর্শনের বিপক্ষে এত কথা লিখিলেন, শেষে কবি ও পাইলেন, বস্তুতঃ ইহা কেবল তাঁহার সূচনায় লিখিত হইয়াছে, এখন ও প্রকৃত প্রস্তাবের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। "ক্রমশঃ প্রকাশ্য" কথায় জের টানিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক না জানি বঙ্গদর্শনকে এখন ও প্রতিবিম্বের নিকট কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে এবং না জানি প্রতিবিম্বের নিকট বঙ্গদর্শন কত দিনের পর নিষ্কৃতি লাভ করিবেন। আমরা বলি প্রতিবিম্ব সম্পাদক মহাশয় ক্ষান্ত হউন, তিনি যেন এ বিষয় অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দেন, মনের নীচতা যেন আর না দেখান, ইহাতে কেন আর আত্মভেদ দেখাইয়া নিকৃষ্ট বৃত্তিকে চরিতার্থ করেন। তাঁহারা যদি বিজ্ঞ বহুদর্শী হইয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় কলহ ও বাগবিতণ্ডা করিবেন তবে আর কাহাকে সমাজ ভয় দেখাই? অথবা তাঁহারা ব্যতীত কে বা সেই ভয় দেখাইতে সাহসী হইবে।

উপসংহারে বলি, এই খানে ক্ষান্ত হউন, যদ্যপি আমাদের কথা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অন্তরে স্থান না দেন, তবে ভারতের বৃদ্ধ

পণ্ডিত চাণক্যকে এখানে আনিলাম। আশা করি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্" মতটী গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত হইবেন।

আমরা বাঙ্গালি !

আমরা বাঙ্গালি।—যে কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন না আমরা কোন বিবেচনা না করিয়া অমনিই উত্তর দিয়া থাকি—আমরা বাঙ্গালি। ইংরাজেরা এরূপ স্থলে 'আমরা ইংরাজ' বলিয়া সর্ব্ব সমক্ষে পরিচিত হয়েন, এই রূপ ফরাসি, জর্ম্মণ প্রভৃতি সকল জাতিই স্ব স্ব পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা এই কথা সাহঙ্কারে সর্ব্ব সমক্ষে বলিয়া পরিচয় দেন ও নিজ জাতির প্রাধান্য বিস্তার করেন, কিন্তু আমরা কি সদর্পে এই বাক্য উচ্চারণ করি? স্বজাতির প্রাধান্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত উৎসুকান্তরে বলিয়া থাকি?—কখনই নয়। যৎকালে আমাদিগের জীবন মধ্যে কোন সাহসিক কার্য্য নাই বীরত্বের নাম মাত্র নাই, ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে গৌরাঙ্গ বলিয়া ধরায় বিলুণ্ঠিত হইয়া থাকি, তৎকালে আমাদিগের দর্প কিসে? সাহসই বা কোথায়? ইংরাজেরা অনেকানেক রাজ্য স্বীয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপাধীন করিতেছেন, সুতরাং তাঁহারা অহঙ্কার করিতে পারেন এবং তাঁহাদিগের সমুদয়ই শোভা পাইয়া থাকে। ফরাসিরা এক সময়ে অনেকানেক দেশ স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়া বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর মধ্যে এক পরাক্রমশালী সভ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও অহঙ্কার করিতে পারেন, এবং তাঁহাদিগের পর্য্যন্ত শোভা পাইয়া থাকে, কিন্তু বঙ্গ সন্তান দিগের ইহা শোভা পায় না, এক স্বাধীন জাতির সহিত বাহ্যিক সমতুল ভাব ধারণ করা উপহাস জনক। যাঁহাদিগের

স্বাধীন বৃত্তি নাই, স্বাধীন ভাব মনে ধারণ করিতে ভয়ে কম্পিত হয়, তাঁহাদিগের সমযোগ্য হইতে যাওয়া বামনের চন্দ্রস্পর্শন সদৃশ। যাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিবার শক্তিনাই, যাঁহারা স্বীয় জাতির গৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন না, তাঁহাদিগের দাম্ভিকতা প্রকাশ করায় কি ফল? ইংরাজেরা—ফরাসিরা—জর্ম্মনেরা স্বজাতির বর্ত্তমান গৌরবাত্মক ঘটনা প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের দাম্ভিকতার পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালিরা কিসে সে পক্ষ সমর্থন করিবেন? তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থনের কি বা মূলীভূত কারণ আছে?—বাঙ্গালি দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া পরাধীন; স্বাধীনতা সূর্য্য একেবারে অস্তাচল শিখরাশ্রয় করিয়াছেন, কখন যে ভারতাকাশে পুনরুদিত হইয়া প্রতিভাত হইবে, ইহার অণুমাত্র আশা নাই।—তবে বাঙ্গালিরা কিসে অহঙ্কার দেখাইবেন? কিসে অপরের সহিত সমতুল ভাব ধারণ করিবেন? আজি আমরা 'আমরা বাঙ্গালি' বলিয়া সদর্পে সর্ব্ব সাধারণ সমীপে উচ্চারণ করিলাম, যতদূর পারিলাম, উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, 'আমরা বাঙ্গালি'। কালি হয়তঃ প্রভুর মন তুষ্টির নিমিত্ত তোষামোদ করিতে চলিলাম, এমন কি প্রভুর বিরাগ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চাটুকারিতা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না—প্রভুর কৃপাদৃষ্টি হইলে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলাম, সুতরাং সেই স্থলে সেই অমৃতময় বাক্যটীর উদ্দেশ্য কোথায় রহিল? আমাদিগের সেই দর্পইবা কোথায় থাকিল? তাই বলি আমরা কেন 'আমরা বাঙ্গালি' বলিয়া পরিচয় দি।

এস্থলে কোন আত্মাভিমানী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমরা কি এতই নিবীর্য্য যে, আমরা এই কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিতে পারি না? আমরা কি এমনই ভীরু, কাপুরুষ যে ইহার উচ্চারণে ভীত হইয়া থাকি? আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, বাঙ্গালিরা ইহা উচ্চারণ করিতে পারেন; কিন্তু প্রাবৃটের

মেঘগর্জ্জন সদৃশ লেখনীর বীরত্বই সার; লেখনী হস্তে ধরিয়া বাঙ্গালিরা বীরত্বের এক শেষ দেখাইতে পারেন। বাঙ্গালির অজরামরাবৎ অবস্থা নিমিষের মধ্যে অপনোদিত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু কার্য্যে কিছুই নয়, দুর্ব্বল নিরুৎসাহীদিগের অপেক্ষাও অধম. কিন্তু ইহার কারণ কি? জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে,

(১) উর্ব্বরা শক্তি।

(২) বাল্য বিবাহ।

(৩) স্বভাব।

(৪) লৌকিক আচার ব্যবহার।

এক্ষণে আমরা কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা এই কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট কারণের দোষ গুণ দেখাইয়া দিব এবং ইহাতে বঙ্গসন্তান-দিগের ক্রমেই যে অবনতি হইতেছে, তাহারও কিয়ৎ পরিমাণে কারণ দেখাইয়া দিব; কিন্তু পাছে বিষয়ান্তর সংঘটিত হয়, সেই ভয়ে কেবল কারণ কয়েকটির কার্য্য দ্বারা বঙ্গের দুর্দ্দশা সপ্রমাণিত হইবে। ক্রমশঃ।

উদয় সিংহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশালতা সংরোপিতা।

কুম্ভমেরু অতি সুদৃশ্য স্থল; অনেকানেক ধনাঢ্য বণিক এই স্থলে আপন আপন ব্যবসায় বিস্তার করিয়া নগরীকে সমৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়াছে। বৎসরে ২ অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে ব্যব-সায়ীরা বহুমূল্য পণ্যাদি বিক্রয় করিতে আসিয়া থাকে; সুতরাং নগরী বহুবিধ লোকের বসতি স্থান। মধ্য স্থলে দীর্ঘ শ্যামল।

প্রান্তরোপরি রাজ অট্টালিকা; পীতাম্বর বক্ষে হীরক খণ্ডের ন্যায় একরূপ ভাবে চারি দিক্ উজ্জ্বল করিতেছে, যেন কুম্ভমেরুর সৌধ কিরীটিনী বলিয়া প্রতীত হয়। রাজ বাটীর চতুর্দ্দিকে শ্যামল দূর্ব্বাদলাবৃত প্রশস্ত পরিষ্কার ক্ষেত্র, বোধ হয়, মহারাজ সন্ধ্যা সমীরণ সেবন করিবার নিমিত্ত বহু যত্নের সহিত বাটীর চতুঃপার্শ্ব এরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাসাদ দেশ অতি চমৎকার ও বহুবিধ কারু কার্য্যে নির্ম্মিত; দ্বার দেশে প্রহরী, দ্বারপালেরা সততই দ্বার রক্ষা করিতেছে। কেহই স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিরত নয়। এক জনের পর অপর ব্যক্তি সশস্ত্রে আসিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে, এমন কি বিপক্ষ দলের একজন পর্য্যন্তও প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। কুম্ভমেরুর অধিপতি আসা সাহা *। ইঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও কঠিন রাজ নিয়মে সকলেই ভীত; এমনকি বিপক্ষ দলও নিজ নিজ বৈরীভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাব পরিগ্রহ করিয়া বাস করিতেছে।

বেলা অপরাহ্ন তিন ঘটিকা;—দিনমণি দিবাশ্রম পরিহারার্থে পশ্চিম শিখরে গমন করিতেছেন, মহারাজও এতক্ষণ বিশ্রাম-সুখ-সম্ভোগার্থে বিশ্রামভবনে বসিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেছিলেন, সম্মুখে রাজ মাতা উপবিষ্টা; মাতাপুত্র উভয়েরই মধ্যে নানা প্রকার রাজ্য সংক্রান্ত কথোপকথন চলিতেছিল। এক্ষণে রৌদ্রের উত্তাপ অধিক ক্লেশকর নয় দেখিয়া মহারাজ বাহিরে আসিবার চেষ্টা দেখিতে ছিলেন, এমন সময় প্রতিহারী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল :—

"মহারাজ! দ্বারদেশে কয়েক জন আগন্তুক উপস্থিত, তাঁহাদের ইচ্ছা যে আপনার সঙ্গে দেখা করে। পরিচ্ছদাদি

---

* আসা সাহা দেপরা নামক বণিক বংশীয়; তিনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

যৎসামান্য; আর আপনার বিনা অনুমতিতে আসিতে দেওয়া রাজনীতি বিরুদ্ধ বলিয়া আসিতে দিই নাই। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি।"

আসা সাহার মনে সন্দেহ আসিয়া দেখা দিল, কে আসিয়াছে? অনিয়মিত সময় কে আসিয়া স্মরণ করিল? মনে এই ভাবনা বাড়িল। আবার তাহারা হীন বেশে আসিয়াছে!—রাজদর্শনানুচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমার দর্শন প্রাপ্তির নিমিত্ত সাহসী হইয়াছে। আমার রাজধানীস্থ প্রকৃতি-পুঞ্জ কখনই এরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অগ্রসর হয় না, তাহাতে বেশ বোধ হইতেছে, যে আগন্তুকেরা কখনই এদেশ বাসী নয়, তাহারা নিশ্চয়ই ভিন্ন দেশীয়; মহারাজ তাহাদের এখানে ডাকিবেন কি, রাজ সভায় ডাকিবেন, এই রূপ ভাবিতেছেন এমন সময় রাজমাতা প্রতিহারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বাছা! আগন্তুকদিগের পরিচ্ছদ কি রূপ? তাহা-দিগের পরিচ্ছদ কি এদেশীয়দিগের মত?"

"না মা! তারা বাঙ্গালিদিগের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়াছে। পুরুষটীর যদিও আমাদিগের মত পরিচ্ছদ, কিন্তু স্ত্রীলোকটীর পরিচ্ছদ আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের হইতে বিভিন্ন।"

মহারাজ সচকিতে প্রতিহারীর প্রতি মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহাদিগের মধ্যে আবার স্ত্রীলোক আছে?"

প্রতিহারী বলিল "হ্যা মহারাজ!"

মহারাজের চিন্তা বেগ আরও গভীর হইয়া উঠিল, এতক্ষণ 'কে আসিয়াছে?' 'কেনই বা আসিল' এই চিন্তায় নিরন্তর অন্তর্দাহ করিতেছিল, কিন্তু এর উপর আর একটী চিন্তার বেগ উঠিল। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই চিন্তায় জড়িত; ক্ষণেকের জন্যও চিন্তা মন হইতে

অপসারিত হয় না। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালারন্যায় একটী উঠিতেছে, অপরটী নামিতেছে, আবার একটী উঠিল, আবার একটী দেখিতে দেখিতে মিশাইয়া গেল। মহারাজার মনে চিন্তা— রমণী কে?—কেনই বা আসিল?—আসিবারই বা কারণ কি?—যৎ-কালে এইরূপ অমূলক চিন্তা রাজান্তঃকরণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছিলেন না, প্রতিহারীর প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন, তাহাদিগকে নিজ সন্নিধানে আসিতে বলিবেন কি? এই সমুদয় মনে আন্দোলন করিতেছিলেন, তৎকালে রাজমাতা অত্যল্প বিরক্ত ভাবে বলিলেন;—

"বাছা! এ জন্য এত ভাবনা কিসে?—দেবাদিদেব এক লিঙ্গ অবশ্যই রাজ্যের ও তোমার মঙ্গল করিবেন, দুর্নিবার বিপদ উপস্থিত হইলেও তিনি তোমায় রক্ষা করিবেন, আর আমি তোমার জননী, আমিও কায়মনোচিত্তে অধিষ্ঠাত্রীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনিও তোমার চির মঙ্গল সাধন করুন। যাহা হউক, এখন তুমি রাজোচিত কর্ম্ম কর, বোধ হচ্ছে কোন তাপিনী তোমার নিকট মনস্তাপ প্রকাশ করিয়া স্বীয় দুঃখভার লাঘব করিতে আসিয়াছে, যে হেতু রাজারা প্রজাগণের পিতা স্বরূপ;—"

আসাসাহা নম্রস্বরে বলিলেন। "মা! সকলেরই কালা-কাল বিবেচনা আছে, এ সময় আমার সাক্ষাৎ কেহই পাইবেন না, এতো আমি পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়া দিয়েছি, তবে কেন এ সময়—আমার বিশ্রামাবস্থায় বিরক্ত করিতে আসিয়াছে।"

রাজমাতা। "বাছা! মহারাজ নাম ধারণ করে এরূপ গম্ভীর হওয়া উচিত নয়, তুমি সকল প্রাকৃত জনেরই পিতা স্বরূপ, সদাই প্রজাদিগের মনোরঞ্জনার্থে বিরত থাকিবে, তা না হয়ে এরূপ কঠিন ভাব ধারণ করা কি উচিত? আরও বোধ হতেছে যে আগন্তুকদিগের কোন বিপদ সংঘটন হয়েছে বলিয়া দৌড়িয়া

তোমাকে জানাতে এসেছে, তা তুমি যদি তাদের উপর বিরক্ত বোধ কর, তাহা হইলে বল দেখি বাবা তাহারা কার কাছে যাবে ?—”

আসাসাহা। “মা ! আপনি যাহা বলিলেন, যাহা অনুমতি করিলেন সমুদয়ই আমার শিরোধার্য্য। এ বিষয়ে আমার আর কোন দ্বিরুক্তি নাই। এক্ষণে আপনি প্রতিহারীকে অনুমতি করুন যে সে আগন্তুকদিগকে শীঘ্রই সঙ্গে করিয়া এস্থানে লইয়া আইসে।”

রাজমাতা। “বাছা ! আমি যে তোমাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছিলাম, আমি যে তোমাকে তোমার বাল্যাবস্থায় কত কষ্টে লালন পালন করেছিলাম, আজি আমার সেই সমুদয় কষ্ট নিবারিত হইল। বাবা ! তোমার মত পুত্র যে না গর্ভে ধারণ করেছে তার জন্মই বৃথা-তার গর্ভধারণই বৃথা !—”

আসাসাহা স্বীয় জননীর বাক্যাবসান হইতে না হইতে বলিলেন, “মা ! ও কথা বারম্বার উত্থাপনের প্রয়োজন কি ?—এক্ষণে যে কার্য্যের জন্য এ কথা উত্থাপন হইয়াছিল, তাহারই অগ্রে বিধেয় কার্য্য সম্পাদন করুন। রামসিংহ তাহাদিগকে এখানে আনিতে গিয়াছে, আসিবারও বিলম্ব নাই।”

আসাসাহা এবং তাঁহার জননী উভয়ে নানাবিধ কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, কখন ও রাজ্য সংক্রান্ত কখন অন্তঃপুর সংক্রান্ত কথোপকথনে পরস্পর ব্যাপৃত আছেন, এমন সময় গৃহের বহির্ভাগে পদ সঞ্চারের শব্দ হইল, আগন্তুক আশ্রিতেরা আসিতেছে বলিয়া উভয়েরই মনে অনুমিত হইল। উভয়েই সতৃষ্ণ নয়নে দ্বারাভিমুখে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমেই পদ শব্দ দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, ক্ষণেক পরেই দ্বারের যবনিকা উদ্ঘাটিত হইল, প্রথমে রাম সিংহ ও তৎপশ্চাতে আগন্তুক তিন জন তথায় প্রবেশ করিল। আগন্তুক তিন জনের মধ্যে একটী অল্প বয়স্ক হিতাহিত বিবেকশূন্য

বালক; আর দুইটীর মধ্যে একটী স্ত্রীলোক অপরটী পুরুষ। তাহারা উভয়ে প্রচলিত পদ্ধত্যনুসারে মহারাজে রস্তুতিব'দ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর রাজ সম্মুখে অনুগ্রহ প্রাপ্তির নিমিত্ত দণ্ডায়মান রহিল, মহারাজ যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতে আজ্ঞা দিলেন। আগন্তুকগণ ও রাজাজ্ঞানুসারে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিল।

ক্ষণকাল গৃহে কোন কথাবার্ত্তার অণুমাত্র শব্দ নাই, সমুদয়ই স্তব্ধীভূত সকলেই যথা স্থানে বসিয়া আছে, কিন্তু বালকটীর ভাব অন্যরূপ। স্বভাবতঃ বালকগণ চঞ্চল, এক বিষয়ে অধিকক্ষণ মন সংযোগ করিয়া থাকিতে পারে না। গৃহটী নানা প্রকার কারুকার্য্যে চিত্রিত; কোথাও বা একটী ময়ূর চিত্রিত; তাহার পুচ্ছ গুলি গৃহ-তল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, কোথাও বা একটী ফলভরাবনত বৃক্ষ চিত্রিত; বালকটী অজ্ঞান হেতু রাজমর্য্যাদা অবগত না হইয়া কখনও চিত্রিত ময়ূরটী ধরিতে যাইতেছে, কখন বা ফলাহারের নিমিত্ত ফল পাড়িতে যাইতেছে, আবার কখনও বিফল মনোরথ হইয়া পরিচিত রমণীর অঞ্চলদেশ ধরিয়া উদ্দেশ্য সফলার্থে বিরক্ত করিতেছে, যতই রমণী ইঙ্গিতে বালককে নিষেধ করিতেছে, ততই বালক কোন নিষেধ না মানিয়া বারম্বার বিরক্ত করিতেছে, প্রায় এক দণ্ড এই ভাবে গত হইল, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন কথোপ-কথন চলিল না,—আগন্তুক পুরুষ ও স্ত্রীলোকটীর মধ্য হইতে কোন আপত্তি রাজার কর্ণগোচর হইল না। পাঠক! বলুন দেখি ইহারা কি কারণে হইয়া এখানে আসিয়াছে?— না।—ইহারা ভয়ে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিতেছে না কি ছল কৌশলে কথা প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া আপনাদের মত প্রকাশ করিবে এই ভাবিতেছে, এমন সময় দৈবানুকূল্যে একটী সুবিধা জন্মিল।

মহারাজ জিজ্ঞাসিলেন। "তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?"

ক্রমশঃ।

বিলাপী।

১

নিদারুণ শীত ঋতু হলো অবসান
রমণীয় বেশ ধরি প্রকৃতি সুন্দরী
মানব নয়ন পথে দিলা দরশন।
রূপের ছটায় মরি! আলো চারিদিক।

২

নয়ন নন্দন চারু পল্লব বসনে
আপনার অঙ্গ ধনী ঢাকিলা আপনি
ভূষিতে কোমল কণ্ঠ ফুল আভরণে
পরিলেন কমনীয় কুসুমের হার।

৩

মনোহর মুকুলিত সহকার শাখে
পিকবর বসন্তের প্রিয় সহচর
কুহু কুহু রব ক'রি ঘন ঘন ডাকে
সুধা রাশি ঢালে যেন শ্রবণ বিবরে।

৪

মন্দ মন্দ আন্দোলিয়া নবলতিকায়
সুশীতল সমীরণ সতত বহিছে।
বিহঙ্গ বিপিন মাঝে নানা গীত গায়
কে না মোহে শুনে সেই সুস্বর লহরী?

৫

অলিকুল নানাফুল করিয়া ভ্রমণ
মানস মোহন রূপ বরণ মলিন

মধু পানে মাতিয়াছে করি গুঞ্জরণ
শুনিলে মোহিত হয় যুড়ায় শ্রবণ।

৬

পুলকে পুরিল যত জীব অবনীর
সুখময় ঋতু রাজ বসন্ত সঙ্গমে
তবে কেন সখে! তুমি এতই অধীর
নিরন্তর মন তব সদাই উদাস!

৭

সদাই আকুল প্রাণ বিরস বদন
শারদের শশী যথা ঢাকা মেঘ জালে
স্ফুরিত অধর মরি! শ্বাস বহে ঘন
ভাসিছে হৃদয় আহা! নয়নের জলে।

৮

নাহি সে কোমল কান্তি নাহিক সে বেশ
কালিমা পড়েছে আহা! সোণার বরণে
হয়েছে পাণ্ডুর বর্ণ চারু গণ্ডদেশ
খেলে না চপলা আর অধরের কোলে।

৯

কি বলিব সখে! আর সরে না বচন।
কোথায় গিয়েছে মোর প্রেমের প্রতিমা
অভাগার প্রেমপাশ করিয়া ছেদন
শোকের সাগরে মরি! ভাসায়ে আমায়।

১০

নিরবধি কাঁদি তেঁই বসিয়া বিরলে
চিত্তপটে আঁকি সেই মোহিনী মুরতি
নিবাতে হৃদয়ানল নয়নের জলে
দিবানিশি ঝরে আঁখি শ্রাবণের ধারে।

১১

কুমুদিনী মুদে আঁখি হেরি দিন করে
শশী সহ নিশি কিন্তু দেখা দেয় যবে
মৃদু মৃদু হাসে সতী পতি প্রেম ভরে
ভুলিয়া পুর্ব্বের আহা! শোক তাপ যত।

১২

নীরব কোকিল মরি! বিপিন মাঝারে
শীত তাপ বৃষ্টি আদি ঋতুর তাড়নে
সুমধুর রব করি ডাকে সমাদরে
নয়নের পথে যবে বসন্ত পথিক।

১৩

দেখ সখে বিধির কি লীলা মায়াময়
কালেতেও লভে তারা ভালবাসা ধন।
কিন্তু ভাই অভাগার তাপিত হৃদয়
হলো না ত সুশীতল প্রিয়া সমাগমে?

১৪

হায় রে অবোধ মন! কেন তুমি আর
মিছামিছি বল বল কর আকিঞ্চন
আসিবে সে জন হায়! ফিরে কি আবার
কালের করাল গ্রাসে হয়েছে যে লয়?

নাক্ষত্রিক রহস্য।

ধবল পথ। (Milkyway)

আমরা এই বিশ্ব সংসারে যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই জগদীশ্বরের মহীয়সী কীর্ত্তি আমাদের নেত্রগোচর হয়, এবং আমরা যখন মনঃসংযোগ পূর্ব্বক এক একটীর বিষয় চিন্তা করি, তখনই শরীর রোমাঞ্চিত হয়; আমরা যখন রাত্রিকালে নভোমণ্ডল প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমর মস্তকোপরি তুষারাবৃত বা দুগ্ধময় কোটি বন্ধন সদৃশ একটী পদার্থ যেন আকাশকে বেষ্টন করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আর ঐ স্থানে যত অধিকসংখ্যক নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় এত অধিক নক্ষত্র আর কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ স্থান যে কি নিমিত্ত শুভ্র বর্ণ দেখায়, তাহা দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঐ স্থান কেবল নক্ষত্র মালায় আবৃত; কি দক্ষিণ দিকে, কি বাম দিকে, কি কিঞ্চিৎ অন্তরে সকল স্থানেই সমান সংখ্যক নক্ষত্র মালা দেখিতে পাওয়া যায়। সর উইলিয়ম হারসচেল, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে পরিমিত স্থান একবারে দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় ৫০,০০০ নক্ষত্র গণনা করেন এবং তিনি অনুমান দ্বারা আরও স্থিরী করন করিয়াছেন যে, ধবল পথে (Milky way) ২৫,০০০০০ লক্ষ নক্ষত্র থাকে।

যুক্ত নক্ষত্র। (Double Star)

আমর আকাশের কোন কোন স্থলে এক একটী নক্ষত্র দেখিতে পাই, কিন্তু যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টিপাত করি, তখন কোন কোনটীকে দুইটী একত্রিত দেখি, এমন কি কোন কোন সময় তিনটী চারিটীও একত্রিত দেখিয়া থাকি, এই একত্রিত নক্ষত্র মালার আকার পরস্পর সমান নহে; কোনটী ছোট, কোনটী বা বড়; আবার ছোট নক্ষত্রটী বড় নক্ষত্রটীকে বেষ্টন করিয়া আসে, ইহাও অনেক বার দেখা গিয়াছে। এই প্রকার প্রায় ৫০টী ক্ষুদ্র নক্ষত্রকে বৃহৎ নক্ষত্র

দ্বারা আবর্ত্তন করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকের আবর্ত্তন অদ্যাবধি শেষ হয় নাই, এবং যে সমুদয় নক্ষত্রের কার্য্য শেষ হইয়াছে ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা তাঁহাদের আবর্ত্তনের সময়ও নিরূপিত হইয়াছে। করোণী (Coronce) নক্ষত্র ৪০ বৎসরে, লিওনিস (Leonis) ৮২ বৎসরে এবং কাষ্টর (Castor) ২৫২ বৎসরে বৃহৎ নক্ষত্রকে আবর্ত্তন করিয়া আসে, এই পৃথিবী সূর্য্য কে পরিবেষ্টন করিয়া আসিতে ৩৬৫ দিন বা ১বৎসর সময় লাগিয়া থাকে, কিন্তু সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৪ লক্ষ গুণ বড়, সুতরাং এই সকল নক্ষত্রের আকৃতির নিকট পৃথিবীর আকৃতি তিলার্দ্ধ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বোধ হয়। এই সকল নক্ষত্রে আর একটী চমৎকার ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা মধ্যে মধ্যে আপন আপন বর্ণ পরিবর্ত্তন করে। যখন বৃহৎ নক্ষত্রের বর্ণ শুভ্র, তখন ক্ষুদ্র নক্ষত্রকে ঈষৎ ধুম্র বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যখন বৃহৎ নক্ষত্রের বর্ণ ঈষৎ লোহিত, তখন ক্ষুদ্র নক্ষত্রকে হরিত বর্ণের দেখায়।

নূতন এবং পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র। (New and changing Stars)

আকাশের যে স্থানে কখন নক্ষত্র দেখা যায় না, তথায় হঠাৎ একটী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা এক বৎসর বা দুই বৎসর কাল বিমল কিরণে আকাশ মণ্ডলকে সুশোভিত করিয়া পুনর্ব্বার অদৃশ্য হইয়া যায়। হাইণ্ড সাহেব, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৮শে এপ্রেল, আকাশের এক স্থলে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রকে হঠাৎ উঠিতে দেখেন, তিনি বলেন পূর্ব্বে সে স্থলে কখন নক্ষত্র উঠিতে দেখেন নাই। তৎপরে ঐ নক্ষত্র ক্রমশঃ হীন প্রভ হইতে আরম্ভ হইয়া কয়েক মাসের মধ্যে পুনর্ব্বার অদৃশ্য হইয়া যায়, কতক গুলি নক্ষত্র সময়ে সময়ে কিছু দিনের নিমিত্ত আকাশে বিরাজমান থাকিয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সিটস্ (cetus) নামে একটী নক্ষত্র ১১ বৎসরের মধ্যে ১২ বার উদিত ও অন্তর্হিত

হইতে দেখা গিয়া ছিল। ইহা ১৪ দিবস অতিশয় উজ্জ্বল দেখা যায় এবং তিন মাস ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, এই রূপ পাঁচ মাস অদৃশ্য থাকিয়া পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইতে থাকে। আর একটী নক্ষত্র আলগোলা (Algola) ইহা দুই দিন ১৩ ঘণ্টা উজ্জ্বল কিরণ বিতরন করিয়া তৎপরে সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে ইহার আলোক ক্রমশঃ হীন হইতে থাকে, এবং কিছু পরে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, পরে আবার সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে থাকে। এই প্রকার প্রায় ৪০টী নক্ষত্রের বিষয় জানা গিয়াছে, ইহাদের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। অনেকে এই সকল নক্ষত্রের হঠাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাবের বিষয় এই স্থির করেন যে, সৌর জগতের গতি অনুযায়িক ইহাদিগকে উজ্জ্বল ও হীনপ্রভ হইতে দেখা যায়, অর্থাৎ যখন একটী গ্রহ অপর একটী গ্রহকে আবৃত করিয়া রাখে, তখন তাহা একে বারে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং তাহার স্থানান্তর হইলে পুনর্ব্বার দৃষ্টি পথে পতিত হয়।

নক্ষত্র মালা এবং নাক্ষত্রিক মেঘ (Nobulœ)

রাত্রিতে আমরা দেখিতে পাই যে, নভোমণ্ডলের কোন কোন স্থানে বহু সংখ্যক নক্ষত্র অন্যান্য স্থানের নক্ষত্র সমূহের অপেক্ষা অল্প পরিসর বিশিষ্ট স্থানে একত্রিত রহিয়াছে। এই সকল নক্ষত্র মালার মধ্যে একটীকে সপ্তর্ষি মণ্ডল কহে (Pleiades)। আর কতকগুলি নক্ষত্র আছে তাহা আমরা দুরবীক্ষণের সাহার্য্য ব্যতীত দেখিতে পাই না তাহাকে পারসিঅস্ (Perseus) কহে। জ্যোতিঃবের্ত্তেরা স্থির করিয়াছেন যে, নাক্ষত্রিক আকর্ষণ হেতু ইহারা একত্র বা সমূহ বদ্ধ থাকে। আকাশে শুভ্র মেঘ বা রমাচ্ছাদিত স্থানের ন্যায় মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে নাক্ষত্রিক মেঘ (Nobulœ) কহে। ইহা কেবল এক স্থলে কতকগুলি নক্ষত্রের একত্রাবস্থান হেতু

এই প্রকার বোধ হয়। সার জে হারসচেল দূরবীক্ষণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এক একটী নাক্ষত্রিক মেঘে পাঁচ সহস্রেরও অধিক নক্ষত্র আছে। এই প্রকার প্রায় তিন সহস্র নাক্ষত্রিক মেঘ আকাশে আছে, সুতরাং এই সকল নাক্ষত্রিক মেঘে প্রায় পঞ্চদশ লক্ষ নক্ষত্র আছে।

কুলীন কামিনী।

১

চির দুঃখে গেল সই এছার জনম।
সদাই বিরলে বসি, বরষি লো দিবা নিশি
অনিবারে দুটি মম নয়নের জল,
নিবাতে নিবাতে সই, মনের অনল।

২

কিন্তু বিধি বামযার, সকলি বিগুণ তার
সে জলে দ্বিগুণ জ্বলে আগুণ চিতের
বুঝিলাম সার সই দোষ ললাটের।

৩

কত কাল সব সই, এবিষম জ্বালা।
কাঁদিব কি চির দিন, হয়ে পতি প্রেমাধীন
শুকাবেন এক দিন নয়নের জল?
হবে না কি দুখিনীর মানস সফল?

৪

বালিকা বয়সে আহা! ব্যথা লাগে মনে
রোপেছিনু আশালতা হৃদয় কাননে—
পতি সোহাগিণী হব, কভু মান ভরে রব।

কভু বা তুষিব নাথে প্রেম আলাপনে
হলো না সে সুখ সই! এ পোড়া জনমে।

৫

বাজের অধিক বাজে, হায় সখি লোক মাঝে
দেখাতে এ পোড়া মুখ কোমল পরাণে।
সকলি বিরস মরি! এদের বিহনে।

৬

ধিক্‌লো জনমে তার ধিক্‌লো জীবনে
কভু নাহি ফিরে চায় পতি যার পানে।
হা কৌলিন্য দেশাচার! কত দিনে অবসার
ঘুচিবেক বিষময় মনের যাতনা
উদিবেক সুখ রবি পুরিবে কামনা।

৭

নারীর জনম সই! দুঃখের কারণ।
থেকে থেকে প্রাণ কাঁদে, কেনরে কি বলি তোকে।
বলিতে হৃদয় ফাটে হায় লো সজনি!
নাথ থেকে অনাথিনী কুলীন কামিনী।

জৈন-পাদুকা।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির পর প্রায় খৃষ্টীয় ৬০০শত অব্দে বৈদিক ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম লইয়া জৈন নামে একটী স্বতন্ত্র নূতন ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হয়। এই ধর্ম্মাবলম্বীরা বৌদ্ধদিগের ন্যায় অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিতেন এবং বেদাদির কোন২ মতানুসারেও চলিতেন। ইহাদের মতে দেব দেবী পূজার বিধি ছিল। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি সিদ্ধ পুরুষকে ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞান করিয়া পূজা

করিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়াযায় * ।অনুমান খৃষ্টের ১২০০ অব্দহইতে এই ধর্ম্মের কাল ভেদে অবনতি আরম্ভ হইয়া অধুনা প্র বিলুপ্ত হইয়া ছে। যদিও ভারতবর্ষের কোন কোন দেশে জৈন ধর্ম্ম বলম্বী লোকও জৈনদিগের স্মরণার্থ মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও অতি হীন দশায় পতিত রহিয়াছে, এবং এতৎ ধর্ম্মাবলম্বী দিগের উন্নতি আর নয়নে পতিত হয় না।

---

* অট্টাবয়ম্মি উসহোচংপাংবাসুপুজ্জ্য জিন্নাহো।
উজ্জিংতেণেমি জিনো পাবাং নির্ব্বুদো মহাবীরো।
বাঁসংতু জিনবরিংদা অমরাসুর বংদিদাধুদকলেসা।
সংমেদে মিরিসি হরেণি দ্বাণ গয়াণ ণেতিসিংযুগ্মং

অস্যার্থ।

চম্পানগরীতে অষ্টাপদ নামক স্থানে বাসু পূজ্য নামক জিন থাকিতেন (পরে ইহারই পদ চিহ্ন বসু পাদুকা নামে জৈনদিগের দ্বারা পূজিত হইত) তাঁহার প্রতাপ নেমি জিনের (জৈনেরা এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে যে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মাতুলানী রাধিকার সহিত সহবাস দোষে এক্ষণে নরক ভোগ করিতেছেন তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইলে পর নেমি জিন বা জিন দিগের প্রধান অবতার স্বরূপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন) সমান, তিনি মহাবীর জিনের উপদেশ প্রচারক, দেবগণ এবং অসুরগণ কর্তৃক সর্ব্বদা বন্দিত, পাপ হইতে মুক্ত, তিনি সকলের আনন্দ স্বরূপ তাঁহাকে উপাসনা করিলে নির্ব্বাণ মুক্তির পথ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও ইহাদিগের কতক গুলি অবতার আছে।

কৈলাস	গিরিণার পর্ব্বত
বিষদেব	চাবাপুর
চংপাপুর	সম্মেদ শিখির পর্ব্বত
নির্ব্বাণমুক্তি	নেমিনাথ
মহাবীর	২০ জন মুক্তি

ভাগলপুরের সন্নিহিত মন্দার নামক পাহাড় ইহাদিগের একটী পবিত্র তীর্থ স্থান। এ পাহাড়ের প্রায় দেড় ক্রোশ পশ্চিমে চম্পা-নগরী বা চম্পক মালিনী নগরীতে জৈনদিগের দুইটী মন্দির আছে। এই মন্দিরদ্বয় ২৫৫৯ ধাতৃ নামক সম্বৎসরে শ্রী প্রেম চন্দ্রের আদেশানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় *। ইহার অভ্যন্তরে সুচিক্কণ মার্কেল প্রস্তরে আবাধ্য বসুদেবের পদ চিহ্ন খোদিত আছে। এই পাদুকা পূজার নিমিত্ত শত শত জৈন ধর্ম্মাবলম্বী লোক নানা স্থান হইতে তথায় উপস্থিত হইত। লেফটেনেন্ট কর্ণেল উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিন সাহেব উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ভ্রমণ কালীন যখন তিনি জৈনদিগের এই মন্দির দেখিতে যান তখন তিনি মন্দিরস্থ এক জন পুরোহিতের নিকট এই পাদুকার সমস্ত বিষয় জানিয়া লিখিয়াছেন যে, খেমেজপুর রাজার অধীনস্থ চম্পা নগরবাসী এক জন পুরোহিতের উপর এই পাদুকার সমস্ত ভার অর্পিত ছিল, ঐ পাদুকা উক্ত ব্রাহ্মণের বাটীতেই থাকিত। প্রতিবৎসর জৈনদিগের মহাসমারোহ সম্পাদিত একটী উৎসব হইত, কেবল সেই উৎসব কালীন পাদুকা মন্দিরে আনীত হইত; তৎপরে উৎসব সমাপন হইলে পাদুকা পুনর্বায় পুরোহিতের বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইত। এই রূপ কথিত আছে যে, এই পাদুকা প্রায় দুই সহস্র বৎসর জৈনদিগের দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছে।

---

* স্বস্তিশ্রী জয়াভ্যুদয় মঙ্গল সম্বৎসরে জমেরব বর্ষশাকে (যুধিষ্ঠির শাকে ২৫৫৯ ধাতৃ নামক সম্বৎসরে মার্গশির শুক্ল ২ সংনৌ শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীমূলসংঘে সরস্বতীগচ্ছে বলাৎকারগণে কুন্দকুন্দান্বয়ে ভট্টারকশ্রী কুমুচন্দ্রাস্তৎপট্টে ভট্টারকশ্রী ধর্ম্মচন্দ্র পদেশাৎ জয়পুরশুভ স্থানে বঘেরবালজ্ঞাতৌ সংশ্রী গোসাল সংশ্রী, সুনইতয়ো পুত্র সংশ্রী হাতায়া সংশ্রী সজ্জাৎ এতে চম্পাপুরী বাসুপুজ্যাস্য শিখরবন্ধ প্রাসাদ করণং প্রতিষ্ঠাঞ্চ বিদ্যাভূষণৌ প্রতিষ্ঠিতং বর্দ্ধত শ্রীজিনধর্ম্মী।

যমালয়ের গোলযোগ।

কার্ত্তিক মাস পড়িল, শীত ঋতু অল্প অল্প আসিয়া দেখা দিল,—যমালয়ের চারি দ্বার খোলা-চারি দ্বার দিয়া লোক আসিতেছে,—যাইতেছে, ক্ষণেকের জন্য ভিড় কমিতেছে না, যমপুরীর কর্ম্মচারীরাও সদাই কার্য্যে ব্যস্ত; মুহূর্ত্তের নিমিত্ত নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিবার যো নাই, কি দিন কি রাত্রি সকলেই সমভাবে স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। যমরাজ স্বর্ণাসনে বহুবিধ পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া বসিয়া আছেন, চারি দিকে আরদালি ফিরিতেছে দেহ রক্ষকেরা ঘাড় হেঁট করিয়া সদম্ভে নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, পার্শ্বে বিচক্ষণ মন্ত্রীবর চিত্রগুপ্ত পুস্তিকা উলটাইয়া আইন

সমস্ত জয় অভ্যুদয় ও মঙ্গলের আকর সমস্ত দেব প্রধান, এবং সমস্ত লোকের ঈশ্বর, (যুধিষ্ঠিরের) ২৫৫৯ বর্ষ শাকে ধাতৃ নামক সম্বৎসরে অগ্রহায়ণ মাসে শুক্ল দ্বিতীয়া শনিবার প্রধানপর্ব্বতে সরস্বতী নামক স্থানে বলাৎকার নামক সম্প্রদায়ে কুন্দ কুন্দ বংশে মটপ্রবর (নর্ত্তকের রাজা) তাহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; শ্রীধর্ম্ম চন্দ্রের আদেশানুযায়ী জয়পুর স্থানে বঘের বাল কুটুম্বের মধ্যে কোমাল ও মুনাইর পুত্র ধাতা এবং তাহার স্ত্রীমজ্জাই ইহাদের সাহার্য্যে চম্পানগরীর মধ্যে বাসুপুজ্য তীর্থকারের শিখর বদ্ধ প্রাসাদ অধিষ্ঠান করা হইল। বিদ্বান দণ্ডের দ্বারা জৈন ধর্ম্মের বৃদ্ধি হউক।

আমরা উপরেই লিখিয়াছি যে, জৈন ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির পরেই প্রাদুর্ভূত হয়। কিন্তু এই মন্দির (যুধিষ্ঠিরের ২৫৫৯ শাকে) ধাতৃ নামক সম্বৎসরে স্থাপিত হয়, আমরা হিন্দুদর্পণে যুধিষ্ঠির শাক লিখিত প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে যুধিষ্ঠিরের ২৫৫৯ শাক খৃঃ পূঃ ৫৪১ অব্দের সহিত সমকালীন। এই গণনানুসারে ধরিতে গেলে জৈনধর্ম্ম খৃষ্টের ৫৪১ বৎসর পূর্ব্বেও প্রাদুর্ভূত ছিল। কিন্তু জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির অনেক পরে (প্রায় খৃষ্টের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি হয়) প্রায় খৃষ্টের ৬০০ শত অব্দে জৈনধর্ম্ম আবির্ভূত

দেখিতেছেন, যথোপযুক্ত বিচার করিয়া দোষী নির্দ্দোষীর প্রতি যথাবিধ দণ্ড বিধান করিতেছেন, পাপীরা বিচারে দোষী সপ্রমানিত হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, পুণ্যবানেরা পবিত্র স্বর্গধামে চলিয়া যাইতেছে, কাহার উপর কোন অন্যায় বিচার হইতেছে না।

এই মাসের ১৭ই তারিখে আমার উপর সমন জারি হয়, আমার ইচ্ছা ছিল না যে, [illegible] গ্রহণ করিতে আমি একান্ত অনিচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু অপরের হ[illegible] নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে, যমরাজকে ফাকি দিয়া নিরাপদ লাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার; সুতরাং কি করি ভয়ে ভয়ে যমরাজের পেয়াদার তাড়নে কাজেই বাহির হতে হলো,--একবার চক্ষু মুদিয়া অসার সংসার মনে স্তোভ দিয়া নিয়মিত সময়ে হুজুরে হাজির হলাম—আমার পূর্ব্বে ছয় জনের ডাক হয়ে ছিল, এক্ষণে সপ্তম ডাক আমার উপরে। আমিও "খোদাবন্দ" বলে করযোড়ে যমরাজের সম্মুখে কাঠের পুতুলের ন্যায়, জোবানবন্দী দিতে দাঁড়ালাম। ক্ষণেক পরে জোবানবন্দী আরম্ভ হইল, কিন্তু আমার সঙ্গে নাম ব্যতীত অপর কিছুই মিলিল না, ইহাতে যমরাজ সাশ্চর্য্যে মন্ত্রীর প্রতি মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মন্ত্রীবর! এ আবার কি দেখ্‌ছি!!"

চিত্রগুপ্ত হতবুদ্ধির ন্যায় পুনর্ব্বার পুস্তিকা উল্‌টাইয়া বলিলেন

হয়। সুতরাং পরস্পর মতের অনৈক্য হেতু আমরা কোনটীর উপর বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, আমরাও এই অসংলগ্নতা দূরপনয়নার্থে বহু যত্ন করিয়া ছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে দেখিতে পাইলাম যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির অনেক পরে জৈন ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। যদ্যপি কোন মহাত্মা আমাদিগকে কোনটী সত্যমূলক অবধারিত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট পরম উপকৃত হইব।

" তাইতো আমার তো কোন ভ্রম হয় নাই, এই দুই বার দেখিলাম; দেখিতেছি আমার সহিত বিশেষ অনৈক্য হইতেছে, আমার বোধ হয়, সংহার কর্ত্তার বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে, আমি এক দিন আপনাকে এ বিষয় জানাই কিন্তু আপনি সে কথায় কর্ণপাত করেন নি—আজ তার প্রতিফল ভোগ করুন।"

যমরাজ বলিলেন, "সে যাহক-মানুষেরা যে রূপ আইন প্রিয়, তাতে এরূপ ন্যায় বিরুদ্ধ ব্যাপারে কোন চার্জ্জ (Charge) দিয়া ব্রহ্মার কাছে দরখাস্ত কল্লেও কত্তে পারে, তা হলে মহা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, কর্ম্ম কাজের যে রূপ অবস্থা, তাতে এ সময় কর্ম্ম গেলে মহা মুস্কিল ঘট্‌তে পারে। মন্ত্রীবর উপায় কি দেখ।"

চিত্রগুপ্ত। " আচ্ছা, আপনি কিছুকালের জন্য ক্ষান্ত থাকুন, আমি আপনার নাম সাক্ষরিত একখানি কঠিন পত্র শশাঙ্ক শেখরের নিকট পাঠাইয়া দি, তা হলে আমরা দোষ হতে এক প্রকার খালাস হয়ে যাবো।"

যমরাজ। " আজি এই পর্য্যন্ত বন্ধ থাক্—যতক্ষণ এই বিষয়টী ভাল রূপ মীমাংসিত না হয়, ততক্ষণ কোন কাজে হাত দেওয় হবে না, তুমি সত্বরেই এক খানি পত্রের মুসবিতা কর।"

সচিব শ্রেষ্ঠ চিত্রগুপ্ত 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন, কিছুক্ষণ পরে পত্র লেখা সমাপ্ত করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

" সংহারকর্ত্তা শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর
সমীপেষু।
বহুল সম্মান পুরঃসর বিজ্ঞাপন মিদং।

শ্রী যমরাজ।
সাং ৺যমপুরী।

মহাশয়! অদ্যকার কার্য্যে এক বিশেষ ভ্রম লক্ষিত হইতেছে, আপনি আজি যে সমুদয় ব্যক্তিকে চালান দিয়াছেন, তাহার মধ্যে নাম ভগবানদাস প্রকৃত দোষী নয়,—জানিবা। এক নামে দুই জন

থাকায় আপনি একের ভ্রমে অপরকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, আপনার বয়োধিক্য হেতু এই সমুদয় অনর্থ ঘটনা ঘটিতেছে; আমার বাসনা, আপনি পেন্সন লইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবা। কিমধিকমিতি তাং ১৭ই কার্ত্তিক, সন ১২৭৭ সাল।"

যমরাজ বলিলেন, "বেশ হয়েছে, এখন মোড়ক করিয়া দণ্ডধারী দ্বারা অচিরে পাঠাইয়া দেও, বলে দিও সে যেন এ পত্রের উত্তর লয়ে আসে।"

চিত্রগুপ্ত পত্র মুড়িয়া যমরাজের আদেশানুযায়িক সমুদয় কার্য্য করিলেন। দণ্ডধারী ও পত্র লইয়া কৈলাসপুরী গমন করিল।

দুই তিন ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইল, দণ্ডধারী এখনও ফিরিতেছে না, ইঁহারা উভয়ে অন্য মনে কি ভাবিতেছেন, এমন সময় দণ্ডধারী এক জন সঙ্গীর সহিত অকস্মাৎ সম্মুখ দেশে উপস্থিত হইয়া যথোচিত মান্যে অভিবাদন করিল, যমরাজও অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত আসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন। দণ্ডধারী স্বীয় আসন স্পর্শ করিয়া যমরাজের নিকটবর্ত্তী হইয়া পত্রখানি প্রদান করিল, মন্ত্রীবর পড়িতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

"অসামান্য পরাক্রমশালী শ্রীযুক্ত যমরাজ

প্রবল প্রতাপেষু।

মহারাজ! আপনার পত্র পাঠানন্তর যথাযথ সমুদয় অবগত হইলাম; ইহা যে একটী অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আপনি যে ইহার প্রকৃত কারণ অনুভব করিয়াছেন, ইহাতে আপনার বহুদর্শিতা কত দূর পর্য্যন্ত তাহা সহজেই প্রতীত হইতেছে। বিশেষতঃ আমি একটু মাদক প্রিয়; সেই হেতু সেই দিন আমি মত্ততাবস্থায় ছিলাম, আপনার প্রেরিত কর্ম্মচারীরা আমাকে যাহা বলিয়াছিল, আমি তাহাতে কোন দ্বিরুক্তি না

করিয়া সই দিয়া গিয়াছিলাম এবং ইহাতেই এই বিবেক শূন্য কার্য্যের সংঘটন হইয়াছে। যাহা হউক আপনার কাছে নিবেদন যে, আপনি ত্রিলোকাধিপতি ব্রহ্মার নিকট এবিষয়ের কোন রিপোর্ট করিবেন না ; যে কারণ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, পেন্সন লইবারও সময় হইয়াছে, এ সময় কোন বিঘ্ন উত্থাপিত হইলে অপোগণ্ড বাচ্ছারা অন্ন বিহনে মারা যাবে। অতএব যাহাতে সে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়, আমি তাহা করিব, আপনি পত্র পাঠ মাত্রেই আমার প্রেরিত লোকের সঙ্গে সেই ব্যক্তিকে কৈলাসে পাঠাইয়া দিবেন।ইতি তাং ১৭ই কার্ত্তিক সন ১২৭৭ সাল।

শরণাগত

শ্রীশশাঙ্ক শেখর।"

পত্র পাঠানন্তর যমরাজ হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি ব্রাহ্মণের বড় ভয় হইয়াছে, যাহা হউক কোন রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন নাই, আপোসে মিল হইয়া গেলে ব্রাহ্মণেরও মান রক্ষা হবে, এদিকে কোন গোলযোগও ঘটিবে না। এক্ষণে মন্ত্রীবর একে পাঠাইয়া দেও।"

চিত্রগুপ্ত যমরাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমার প্রতি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "দেখ তোমায় ভ্রম প্রযুক্ত এখানে আনা হইয়াছে, তোমার এখনও উপযুক্ত সময় হয় নাই। বাছা! মনে কিছুই দুঃখ বোধ করো না, যাহক তোমায় পারিতোষ করিবার নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেব তিনি লোক পাঠাইয়াছেন, এখন তুমি এঁর সঙ্গে কৈলাস ধামে যাও।"

আমার বিষাদে হর্ষ আসিল, দুঃখ অমানিশা সুখরূপ সুধাংশুর সুধাময় কিরণে অপসারিত হইবার উপক্রম হইল। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" আমার অন্তরের ভাব প্রকাশ করিল। অনতিবিলম্বে এক ভয়ঙ্কর বেশধারী আমাকে লইয়া প্রস্থান করিল, আমিও তাহার

সাহায্যে নিমিষের মধ্যে কৈলাস ধামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যখন আমি ঐ পবিত্র ধামে উপস্থিত হইলাম, তখন সংহারকর্ত্তা সিদ্ধি পান করিয়া অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন, সুতরাং আমার গমনে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ হইল না; কিছুক্ষণ এই রূপে যায় এমন সময় ধূর্জ্জটী স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় [illegible] করিয়া বলিলেন :- "যমপুরী হইতে কোন সংবাদ আসিয়াছে?"

আমার পথ প্রদর্শক সেই পিশাচ মূর্ত্তি আমাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিলেন, আমিও কৃতাঞ্জলিপুটে যথোচিত অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। পরে আমায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা! আমি বুড়ো হেতু না বুঝিয়া এমন কায করিয়াছি, যাহক ইহাতে তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকিবে। তা বাবা তোমার কষ্টের জন্য আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যে তুমি তোমার জীবনের দশ বৎসর অধিক কাল সংসারে সুখ সচ্ছন্দে মগ্ন থাকিতে পারিবে।"

আমিও চরিতার্থতা লাভ করিয়া পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিলাম। তদবধি যমালয়ের কার্য্য প্রণালী আরও কঠিন নিয়মে চলিতে লাগিল।

আমাদের দুর্গতি কেন ?

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

উপরি উক্ত তিন প্রকার একতা আবার প্রত্যেকে দুই ভাগে বিভক্ত, সদভিপ্রায় ও অসদভিপ্রায় সূচক, পারিবারিক একতা সামাজিক একতা, ও স্বদেশীয় বা স্বজাতীয় একতা; ইহাদের প্রত্যেকেই সদভিপ্রায়ে বা অসদভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইতে পারে। সদুদ্দেশে প্রয়োগ করিলে তাহাতে যথার্থ সুখ ও সমা-

দর প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর অসদ্বিষয়ে নিযুক্ত করিলে তাহা আপাত সুখকর হয় বটে; কিন্তু তাহাতে সকলকে ভয়যুক্ত সুখী ও সকলের ঘৃণাস্পদ করে। যেমন দস্যু প্রভৃতিরা নিজ নিজ দুষ্প্রবৃত্তি সাধনার্থ সামাজিক একতায় আবদ্ধ হয়, বিশেষ ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা যেমন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিনাশ সাধনে কৃত-সংকল্প করিয়া পরস্পর একতা সূত্রে সম্বন্ধ হয় ইত্যাদি। অতএব উক্ত শক্তিটীকে সদুদ্দেশ্য সাধনাভিলাষে নিযুক্ত করাই সর্ব্বাপেক্ষা উচিত ও প্রয়োজনীয়।

যে তিন প্রকার একতার বিষয় উল্লেখ করা গেল, তাহারা পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে অবস্থিত :—তৃতীয়টী, প্রথম ও দ্বিতীয়ের এবং দ্বিতীয়টী প্রথমের সাপেক্ষ। প্রথমটী না থাকিলে অন্য দুইটীর সত্ত্বা আশা করা দুরাশা এবং প্রথম ও দ্বিতীয়টীর প্রভাব ও বর্ত্তমান না থাকিলে তৃতীয়টী অবলম্বিত হওয়া দুর পরাহত। কখন কখন একের অভাবে অন্যটী অবলম্বন করা যায় বটে কিন্তু সেইটী থাকিলে যেরূপ অন্যটী প্রভাবশালী ও দৃঢ় স্থায়ী হইত সেরূপ কখনই হইতে পারে না, এবং তাহা বৃক্ষের মূল ভাগ পরিত্যাগ করিয়া তৎশাখার অগ্রভাগে জল সিঞ্চনের ন্যায় হাস্য জনক; আর তদ্দ্বারা বড় কিছু উপকার লক্ষিত হয় না। এই জন্য ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার একতাই অবলম্বন করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। একতার গুণ অনেক, সংক্ষেপতঃ একতা দ্বারাই আমরা অধিক সুখ ভোগ করি। যদি আমাদের সকলকেই গৃহের সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করিতে হইত, তাহা হইলে কত কষ্ট ভাগী হইতাম। সামাজিক একতার গুণে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ গৃহোপকরণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া মুদ্রা বিনিময়ে আমাদিগকে প্রদান করে। আমরা কখনই সমুদয় বস্তু স্বীয় হস্তে প্রস্তুত করিতে পারিতাম না। অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইত। উক্ত একতা দ্বারাই সেই ক্লেশ দূর হইয়াছে; ইহাত সকলেই

দেখিতেছেন। একতা দ্বারা সুমহৎ কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারা যায়।

"অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্য সাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তমত্তহস্তিনঃ।"

হিতোপদেশঃ।

সামান্য বস্তুরও একত্রী করণ বা হওন দ্বারা দৃঢ়তর কার্য্য সাধিত হয়; যেমন তৃণের একত্রী করণ দ্বারা যে রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহার সাহায্যে মত্ত হস্তীকেও বাঁধিতে পারা যায়।

এই যে আমরা যে গৃহে অবস্থান করিতেছি, যাহা আমাদের সুখ প্রদ, যাহা আমাদিগকে রৌদ্র, হিম, বৃষ্ট্যাদি হইতে রক্ষা করে তাহাও ইট, সুরকি, চুন, কাঠ ইত্যাদির একত্রীকরণ দ্বারা কেমন দৃঢ় হইয়াছে। একতার গুণ এই সকলের দ্বারা বোধ গম্য হইবে। একতা স্থাপন করিতে হইলে মিত্রভাবে সকলকে দেখা ও তদনুরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অতএব নিম্ন লিখিত মিত্রের গুণ গুলি অভ্যাস করা উচিত।

শুচিত্বং ত্যাগিতা শৌর্য্যং সমানং সুখদুঃখয়োঃ
দাক্ষিণ্যং চানুরক্তিশ্চ সত্যতা চ সুহৃদ্গুণাঃ।"

হিতোপদেশঃ।।

পবিত্রতা, দানশীলতা, শৌর্য্য, সুখ দুঃখের সমতা, নৈপুণ্য, অনুরক্তি ও সত্যতা এই সকল মিত্রের গুণ।

"সংসার বিষ বৃক্ষস্য দ্বে অত্র রসবৎ ফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ।।"

হিতোপদেশঃ।

কাব্য রূপ অমৃত রসের আস্বাদন ও সুজনের সহিত সম্মিলন, এই দুইটী সংসার বৃক্ষের রসাল ফল স্বরূপ।

অতএব সকলেরই একতাবলম্বী হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। এই একতা না থাকাই আমাদের দুর্গতির কারণ।

পূর্ব্বকার ইতিহাস যখনই পাঠ করা যায়, যখনই পূর্ব্বকার

লোকদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতির বিষয় অনুসন্ধান করা যায়, তখনই দৃষ্ট হয় যে, যে দেশে যে দিবস পর্য্যন্ত একতার প্রভাব বিদ্যমান ছিল, সে দেশ তত দিন পর্য্যন্ত সুখে ও স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিয়াছিল এবং যে অবধি তদ্দেশীদের মধ্যে একতার লোপ হইতে লাগিল, যে অবধি তাহারা একতার সুমহান পারত্রিক সুখকর ধর্ম্ম বিষয়ক আন্দোলন মনোমধ্য হইতে দূর করিয়া একতাকে অবহেলা করিতে লাগিল, সেই অবধি—সেই দিন হইতেই তাহাদের প্রবল দুর্গতি-স্রোতের সূত্রপাত হইল, স্বাধীনতা সুখ অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হইল এবং ঘোর কষ্টকর দাসত্ব সুখে অন্যান্য সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিতে হইল। এই সকল দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিতে দূরে গমন করিতে হইবে না; আধুনিক রোম, গ্রীস ইত্যাদির কথা দূরে থাকুক, এই আমরা—এই হতভাগ্য বাঙ্গালিরা—যাহারা অতি প্রাচীন সুসভ্য আর্য্য জাতির জাতি-কলঙ্ক সন্তান, তাহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হইবে। যে আর্য্য জাতি এক সময়ে ধর্ম্ম, বিদ্যা, যশঃ, খ্যাতি, সভ্যতা প্রভৃতিতে সকলের উচ্চ পদটীতে আরূঢ় ছিল, যে আর্য্য জাতি পুরাকালে সমস্ত পৃথিবীর আদর্শ স্থল ছিল, যে আর্য্য জাতি একতার বলে প্রবল দুর্দ্দান্ত দেশ শত্রুদিগকে অনায়াসে দমন করিয়া ছিল, যে আর্য্য জাতি এককালে বিশুদ্ধ সুখপ্রদ একতার প্রভাব উপলব্ধি করিয়া তদবলম্বনে স্বজাতির অবিনশ্বর কীর্ত্তিধ্বজা সর্ব্বোচ্চ হিমালয়োপরি উড্ডীন করিয়া ছিল, যে আর্য্য জাতির পুরাকালীন একতা সম্ভূত কীর্ত্তিকলাপ সন্দর্শনে বহুকাল পরে অন্যজাতি আশ্চর্য্য হইয়া হিংসা বিষে জর্জ্জরিত হইতেছে,—সেই সনাতন আর্য্য জাতির সহিত আধুনিক অতি হীন দশাপন্ন, সর্ব্বহেয় বাঙ্গালি জাতির তুলনা কর, কত প্রভেদ লক্ষিত হইবে, এমন কি ইহারা যে তাহাদের বংশ সম্ভূত তাহা বলিয়া বোধ হইবে না।

ক্রমশঃ।